মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৩তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ ২০১০

www.at-tahreek.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষঃ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
রবী. আউ.- রবী. আখের	১৪৩১ হিঃ
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪১৬ বাং
মার্চ	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম
সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইলঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইলঃ tahreek@ymail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আল-ইসতিকলাল মসজিদ, ইন্দোনেশিয়া।
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(১৮তম কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ ধর্মীয় কাজে বাধা দানের পরিণতি ১৪
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

❑ ইখলাছ মুক্তির পাথেয় *(৩য় কিস্তি)* ২০
-ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

❑ ইসলাম ও পর্দা ২৪
-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

❑ আরব প্রিন্সদের উঁচু ভবন বানানোর প্রতিযোগিতা ২৬
-রবার্ট ফিস্ক

✡ **মনীষী চরিত :** ২৭
◆ ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী
-নূরুল ইসলাম

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩২
◆ বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

✡ **চিকিৎসা জগত :** ৩৩
◆ কোমর ব্যথায় করণীয়

✡ **ক্ষেত-খামার :** ৩৪
◆ হাঁস পালন করে কোটিপতি
◆ শিম চাষে বছরে আয় ১৫ কোটি টাকা
◆ নাটোরের বড়াইগ্রামে চাষ হচ্ছে ভিয়েতনামের ড্রাগন ফল

✡ **কবিতা :** ৩৫
◆ দেশের তরে ◆ অহি-র পথে
◆ অপূর্ব সৃষ্টি জগত ◆ এসো অহি-র পথে

✡ **মহিলা পাতা :** ৩৬
◆ এপ্রিল ফুল বা এপ্রিলের বোকা!
-নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪১
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৪
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

স্বাধীনতা দর্শন

মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে। সে স্বাধীনভাবেই হাসে-কাঁদে ও চলাফেরা করে। যার যা স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেন, সে সেই স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা নিয়েই চলে। কিন্তু যখন সে বড় হয় এবং তার কথা ও কর্ম সমাজে প্রভাব ফেলে, তখন স্বভাবতই তার সবকিছুতে একটা নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। সে আর মুক্ত বিহঙ্গের মত চলতে পারে না। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ তাকে মার্জিত করে ও সমাজে তাকে সম্মানিত করে। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হ'লেই সে হয় স্বেচ্ছাচারী এবং সমাজে হয় অসম্মানিত। ফলে শৈশবের স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণযোগ্য ও উপভোগ্য হ'লেও পরিণত বয়সে তা হয় অগ্রহণযোগ্য। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য। স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতার পার্থক্য এখানেই।

মানুষের এই স্বাধীনতা তার চিন্তা ও চেতনায়, কথায় ও কর্মে, পরিবারে ও সমাজে এবং পৃথিবীর সর্বত্র। যুগে যুগে মানুষের উক্ত স্বাধীন চেতনা যখনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তখনই সে ফুঁসে উঠেছে। এটা যখন ব্যাপক রূপ নিয়েছে, তখনই রাষ্ট্র বিভক্ত হয়েছে। উপমহাদেশ সহ পৃথিবীতে যেখানেই মুক্তি সংগ্রাম হয়েছে, সব জায়গায় চেতনা ছিল একটাই- যুলুম থেকে বাঁচা এবং নিজেদের জান-মাল ও ইযযতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। স্বাধীনতার মূল দর্শন এখানেই। এই দর্শন কি বাস্তবতার মুখ দেখেছে? যাদের চেষ্টায় ও যাদের রক্তে এদেশ দু'বার স্বাধীন হয়েছে, তাদের সে স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে? নাকি নৈরাশ্যের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

মানব জাতির এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে শেষনবী এসেছিলেন মক্কায়। সকলকে তিনি দাওয়াত দিলেন আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি। দাওয়াত দিলেন অহি-র বিধানের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের। দেখা দিল প্রতিক্রিয়া। অপবাদ ও নির্যাতন শুরু হয়ে গেল তাঁর ও তাঁর সাথীদের উপর। নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরিত একদিন এসে কা'বা চত্বরে শায়িত চিন্তান্বিত রাসূলকে বললেন, হে রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করবেন না? তখন রাগান্বিত রাসূল উঠে বসে বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের গর্তের মধ্যে ফেলে মাথা থেকে পুরা দেহ করাতে চিরে দু'ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তবুও তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কাউকে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে দেহের হাড্ডি থেকে গোশত ও শিরা ছাড়িয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। তবুও তারা তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়নি। মনে রেখ আল্লাহ্র এই শাসন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে এবং এমন (নিরাপদ) অবস্থা আসবে যে, একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ থেকে হাযারা মাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। কিন্তু কাউকে ভয় করবে না কেবল আল্লাহকে ব্যতীত এবং তার মেষপালের উপর নেকড়ের হামলার ভয় ব্যতীত' *(বুঃ, মিশ, হা/৫৮৫৮)*। এই কথা যখন রাসূল বলছেন, তখন তিনি ছিলেন মক্কায় শত্রুবেষ্টিত। তিনি ও তাঁর সাথীরা সেখানে ছিলেন সর্বদা নির্যাতিত। নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকল। সকলে একে একে মক্কা ছেড়ে হাবশা ও ইয়াছরিবে হিজরত করল। অবশেষে রাসূলও হিজরত করলেন ইয়াছরিবে। এক্ষণে ইয়াছরিব হ'ল 'মদীনা'। মক্কার চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক শান্তি এখানে। কিন্তু না। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হ'ল ইহুদী ও মুনাফিকদের অপতৎপরতা। আবার অস্ত্রের ঝনঝনানি। পুনরায় অশান্তি ও সেই সাথে অনুকষ্ট। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে রাসূল! কতদিন আমাদেরকে এই অনুকষ্টে ও অশান্তির মধ্যে কাটাতে হবে! জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) সেখানে উপবিষ্ট আদী ইবনু হাতেমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, অবস্থা এমন শান্তিময় হবে, যখন (ইরাকের) 'হীরা' থেকে একজন পর্দানশীন গৃহবধু একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় আসবে ও বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাবে। যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, কিসরার ধনভাণ্ডার বিজিত হবে। যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, মানুষ ঘর থেকে মুঠো ভর্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে বের হবে, কিন্তু নেওয়ার মত কোন প্রার্থী খুঁজে পাবে না। রাবী 'আদী বলেন, পর্দানশীন কুলবধূকে আমি একাকী 'হীরা' থেকে মক্কায় ভ্রমণ করতে দেখেছি, কিসরার ধনভাণ্ডার বিজয়ে আমি নিজে অংশ নিয়েছি। এক্ষণে যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তোমরা অবশ্যই সেটা দেখবে, যা আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ) (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তোমরা মুঠোভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে'... (অর্থাৎ দারিদ্র্য থাকবে না)। *(বুঃ, মিশ, হা/৫৮৫৭)*।

বেশী দিন নয়। রাসূলের মৃত্যুর মাত্র এক যুগের মধ্যেই ওমরের খেলাফতকালে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এত বেশী অর্থ জমা হয়েছিল যে, তিনি ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র গরীবদের তালিকা করে তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় ভাতা পৌঁছাতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে বায়তুলমালে কোন অর্থ আমি সঞ্চিত রাখব না। সবাইকে এমনকি ছান'আর পাহাড়ে অবস্থানকারী মেষপালককেও আমি তার ঘরে রাষ্ট্রীয় ভাতা পৌঁছে দেব' *(কিতাবুল খারাজ ইত্যাদি)*। ওমর (রাঃ) জুম'আর খুৎবা দিতে মিম্বরে বসেছেন। জনৈক মুছল্লী বললেন, বায়তুল মাল থেকে সবার ভাগে যে কাপড় বণ্টিত হয়েছে, আপনার গায়ের জামা তার চেয়ে বড় দেখছি, কারণ বলুন! ওমর তার বড় ছেলের দিকে তাকালেন। ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, আমার পায়জামার ভাগেরটা আব্বাকে দিয়েছি, যাতে ওনার গায়ের জামাটা পূর্ণাঙ্গ হয়'। অতঃপর তিনি খুৎবায় দাঁড়ালেন *(ইবনুল জাওযী, সীরাতে ওমর ইত্যাদি)*। এটাই হ'ল ইসলামী খেলাফতের অধীন জনগণের বাক স্বাধীনতা ও সরকারের জবাবদিহিতার নমুনা।

অথচ আধুনিক কালের শাসনে আমরা কি দেখছি? দলীয় সরকার বা দলনেতারা যাকেই বিরোধী ভাবছেন, তাকেই বঞ্চিত করছেন তার ন্যায্য অধিকার থেকে। ওএসডি ও পানিশমেন্ট ট্রান্সফারের ভয়ে আতংকিত সবাই। ২৫ ফেব্রুয়ারী '০৯ পিলখানার মর্মান্তিক ঘটনার পর ১লা মার্চ সেনাকুঞ্জে ক্ষুব্ধ সেনা সদস্যগণ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে তাদের ক্ষোভ ও দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন একজন মহিলা ক্যাপ্টেন সহ যে সাতজন সেনা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, তাদেরকে পরে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। এটা কেমনতরো বাক স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতার নমুনা হ'ল? মানুষ কখন কার রোষানলে পড়বে, আর জবাই হ'য়ে বা গুলি খেয়ে পড়ে মরে থাকবে কিংবা কখন কার ইঙ্গিতে রাতের অন্ধকারে এসে তুলে নিয়ে গিয়ে খতম, গুম অথবা পঙ্গু করবে অথবা মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠাবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এখন রাস্তাঘাটে তো বটেই, নিজ বাড়ীতেও নারীর ইযযতের গ্যারান্টি নেই। অনুকষ্টে জর্জরিত মা নিজ হাতে নিজ সন্তানকে মেরে ফেলছে ও নিজে আত্মহত্যা করছে। কেউবা সন্তান বিক্রি করছে। চাঁদাবাজের ভয়ে মানুষ আজ তটস্থ। ফলে 'স্বাধীনতা দিবস' এখন আর কারো অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করে না। যা কেবল টি-ভি পর্দায় দেখা যায়, মনের পর্দায় নয়। তবুও স্বাধীনতার চেতনা আছে, থাকবে। আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতার দর্শন থাকবে চির অম্লান, চির জাগরুক। আমরা আমাদের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা চাই। সকল প্রকার যুলুম থেকে মুক্তি চাই। মযলূম মানবতার পক্ষে বিশ্বপালক আল্লাহ্র নিকটে স্বাধীনতার এ মাসে এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১৮তম কিস্তি)

হযরত আইয়ূব (আঃ) :

হযরত আইয়ূব (আঃ) ছবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইবনু কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসহাক (আঃ)-এর দুই পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছ-এর প্রপৌত্র ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকূব-পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর পৌত্রী 'লাইয়া' বিনতে ইফরাঈম বিন ইউসুফ। তিনি ছিলেন স্বামী ভক্তি ও পতিপরায়ণতায় বিশ্বের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে তিনি 'বিবি রহীমা' নামে পরিচিত। তাঁর পতিভক্তি বিষয়ে উক্ত নামে জনপ্রিয় উপন্যাস সমূহ বাজারে চালু রয়েছে। অথচ এ নামটির উৎপত্তি কাহিনী নিতান্তই হাস্যকর। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়া ৮৪ আয়াতে رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ('আমরা আইয়ূবকে.... আরও দিলাম আমার পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে') বাক্যাংশের 'রাহমাতান' বা 'রাহ্মাহ' (رَحْمَةً) শব্দটিকে 'রহীমা' করে এটিকে আইয়ূবের স্ত্রীর নাম হিসাবে একদল লোক সমাজে চালু করে দিয়েছে। ইহুদী-নাছারাগণ যেমন তাদের ধর্মগ্রন্থের শাব্দিক পরিবর্তন ঘটাতো, এখানেও ঠিক ঐরূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন যে, আইয়ূবের স্ত্রী রহীমা তার স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে আমরা তাকে আইয়ূবের কাছে ফিরিয়ে দিলাম'। বস্তুতঃ এটি একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। মূলতঃ আইয়ূবের স্ত্রীর নাম কি ছিল, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য কুরআন বা হাদীছে নেই। এ বিষয়ের ভিত্তি হ'ল ইহুদী ধর্মনেতাদের রচিত কাহিনী সমূহ। যার উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করাটা নিতান্তই ভুল। তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ আইয়ূবের জনপদের নাম বলেছেন 'হূরান' অঞ্চলের 'বাছানিয়াহ' এলাকায়। যা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামেস্ক ও আযরূ'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।[১]

পবিত্র কুরআনে ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে আইয়ূব (আঃ)-এর কথা এসেছে। যথা- নিসা ১৬৩, আন'আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।

১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/২০৬-১০পৃঃ; কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১।

আল্লাহ বলেন,

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ-

'আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি সর্বোচ্চ দয়াশীল'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে। আর এটা হ'ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/৮৩-৮৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ- ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ- وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ- وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ-

'আর তুমি বর্ণনা কর আমাদের বান্দা আইয়ূবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল, শয়তান আমাকে (রোগের) কষ্ট এবং (সম্পদ ও সন্তান হারানোর) যন্ত্রণা পৌঁছিয়েছে' *(ছোয়াদ ৩৮/৪১)*। '(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত কর। (ফলে পানি নির্গত হ'ল এবং দেখা গেল যে,) এটি গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানি ও (পানের জন্য উত্তম) পানীয়' *(৪২)*। 'আর আমরা তাকে দিয়ে দিলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আমাদের পক্ষ হ'তে রহমত স্বরূপ এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(৪৩)*। '(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না (বরং শপথ পূর্ণ কর)। এভাবে আমরা তাকে পেলাম ধৈর্যশীল রূপে। কতই না চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল (আমার দিকে) অধিক প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/৪১-৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 'আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(আন'আম ৬/৮৪)*।

অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আইয়ূব একদিন নগ্নাবস্থায় গোসল

করছিলেন (অর্থাৎ বাথরুম ছাড়াই খোলা স্থানে)। এমন সময় তাঁর উপরে সোনার টিড্ডি পাখি সমূহ এসে পড়ে। তখন আইয়ূব সেগুলিকে ধরে কাপড়ে ভরতে থাকেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে ডেকে বলেন, হে আইয়ূব! أَلَمْ أَكُنْ أُغْنِيَنَّكَ عَمَّا تَرَى؟ আমি কি তোমাকে এসব থেকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি? আইয়ূব বললেন, بَلَى وَعِزَّتِكَ ولكن لاغنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ তোমার ইযযতের কসম! অবশ্যই তুমি আমাকে তা দিয়েছ। কিন্তু তোমার বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই'।[২]

আইয়ূবের ঘটনাবলীঃ

আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে ও হাদীছে উপরোক্ত বক্তব্যগুলির বাইরে আর কোন বক্তব্য বা ইঙ্গিত নেই। কুরআন থেকে মূল যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, তা এই যে, আল্লাহ আইয়ূবকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সে পরীক্ষায় আইয়ূব উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে হারানো নে'মত সমূহের দ্বিগুণ ফেরৎ দিয়েছিলেন। আল্লাহ এখানে ইবরাহীম, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউনুস প্রমুখ নবীগণের কষ্ট ভোগের কাহিনী শুনিয়ে শেষনবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সেই সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেকোন বিপাদপদে দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

বিপদে ধৈর্য ধারণ করায় এবং আল্লাহ্র পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ আইয়ূবকে 'ছবরকারী' হিসাবে ও 'সুন্দর বান্দা' হিসাবে প্রশংসা করেছেন *(ছোয়াদ ৪৪)*। প্রত্যেক নবীকেই কঠিন পরীক্ষাসমূহ দিতে হয়েছে। তারা সকলেই সে সব পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেছেন ও উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আইয়ূবের আলোচনায় বিশেষ ভাবে إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا 'আমরা তাকে ধৈর্যশীল হিসাবে পেলাম' *(ছোয়াদ ৪৪)* বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে বাস্তবেই কঠিন কোন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। তবে সে পরীক্ষা এমন হ'তে পারে না, যা নবীর মর্যাদার খেলাফ ও স্বাভাবিক ভদ্রতার বিপরীত এবং যা ফাসেকদের হাসি-ঠাট্টার খোরাক হয়। যেমন তাকে কঠিন রোগে ফেলে দেহে পোকা ধরানো, দেহের সব মাংস খসে পড়া, পচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাওয়ায় ঘর থেকে বের করে জঙ্গলে ফেলে আসা, ১৮ বা ৩০ বছর ধরে রোগ ভোগ করা, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ঘৃণাভরে ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি সবই নবীবিদ্বেষী ও নবী হত্যাকারী ইহুদী নেতাদের কারসাজি বৈ কিছুই নয়। ইহুদী নেতাদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে যখনই নবীগণ কথা বলেছেন, তখনই তারা তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে এবং যা খুশী তাই লিখে কেতাব ভরেছে। ধর্ম ও সমাজ নেতারা তাদের অনুসারীদের বুঝাতে চেয়েছে যে, নবীরা সব পথভ্রষ্ট। সেজন্য তাদের উপর আল্লাহ্র গযব এসেছে। তোমরা যদি তাদের অনুসারী হও, তাহ'লে তোমরাও অনুরূপ গযবে পড়বে। এ ব্যাপারে মুসলিম মুফাসসিরগণও ধোঁকায় পড়েছেন এবং ঐসব ভিত্তিহীন কাল্পনিক গল্প ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামে নিজেদের তাফসীরের কেতাবে জমা করেছেন। এ ব্যাপারে ছাহাবী ইবনু আব্বাস ও তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর নামেই বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। যে সবের কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

এক্ষণে আমরা আইয়ূব (আঃ)-এর বিষয়ে কুরআনী বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করব। (১) সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদের দু'স্থানেই আইয়ূবের আলোচনার শুরুতে আল্লাহ্র নিকটে আইয়ূবের আহ্বানের (إِذْ نَادَى) কথা আনা হয়েছে। তাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আইয়ূব নিঃসন্দেহে কঠিন বিপদে পড়েছিলেন। যেজন্য তিনি আকুতিভরে আল্লাহকে ডেকে ছিলেন। আর বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকা ও তার নিকটে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা নবুঅতের শানের খেলাফ নয়। বরং এটাই যেকোন অনুগত বান্দার কর্তব্য। তিনি বিপদে ধৈর্য হারিয়ে এটা করেননি, বরং বিপদ দূর করে দেবার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। তবে সেই বিপদ কি ধরনের ছিল, সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখিত হয়নি। অতএব আল্লাহ এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

(২) কষ্টে পড়ার বিষয়টিকে তিনি শয়তানের দিকে সম্বন্ধ করেছেন *(مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ =ছোয়াদ ৪১)*, আল্লাহ্র দিকে নয়। এটা তিনি করেছেন আল্লাহ্র প্রতি শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রেখে। কেননা শয়তান নবীদের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। এমনকি কোন নেককার বান্দাকেও শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তবে সে ধোঁকা দিতে পারে, বিপদে ফেলতে পারে, যা আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কার্যকর হয় না। যেমন মূসা (আঃ)-এর সাথী যুবক থলে থেকে মাছ বেরিয়ে যাবার কথা মূসাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল। সে কথাটি মূসাকে বলার সময় তিনি বলেছিলেন, وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ 'আমাকে ওটা শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছিল' *(কাহফ ৬৩)*। আসলে শয়তানের ধোঁকা আল্লাহ কার্যকর হ'তে দিয়ে ছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে, যা মূসা ও খিযিরের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তেমনি শয়তানের ধোঁকার কারণে আইয়ূব তাকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু ঐ ধোঁকা কার্যকর করা এবং তা থেকে মুক্তি দানের ক্ষমতা

২. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৭০৭ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।*

যেহেতু আল্লাহ্র হাতে, সেকারণ তিনি আল্লাহ্র নিকটেই প্রার্থনা করেছেন।

এক্ষণে শয়তান তাকে কী ধরনের বিপদে ফেলেছিল, কেমন রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, দেহের সর্বত্র কেমন পোকা ধরেছিল, জিহ্বা ও কলিজা ব্যতীত দেহের সব মাংস তার খসে পড়েছিল, পচা দুর্গন্ধে সবাই তাকে নির্জন স্থানে ফেলে পালিয়েছিল, ইত্যাকার ১৭ রকমের কাল্পনিক কাহিনী যা কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে জমা করেছেন *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৪)* এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ আরও যেসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সে সবের কোন ভিত্তি নেই। বরং স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র।

(৩) আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার দো'আ কবুল করেছিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম' *(আম্বিয়া ৮৪)*। কীভাবে দূর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাকে ভূমিতে পদাঘাত করতে বলেন। অতঃপর সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ধারা বেরিয়ে আসে। যাতে গোসল করায় তার দেহের উপরের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত পানি পান করায় তার ভিতরের কষ্ট দূর হয়ে যায় *(ছোয়াদ ৪২)*। এটি অলৌকিক মনে হলেও বিস্ময়কর নয়। ইতিপূর্বে শিশু ইসমাঈলের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। পরবর্তীকালে হোদায়বিয়ার সফরে রাসূলের হাতের বরকতে সেখানকার শুষ্ক পুকুরে পানির ফোয়ারা ছুটেছিল, যা তাঁর সাথী ১৪০০ ছাহাবীর পানির কষ্ট নিবারণে যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ এগুলি নবীগণের মু'জেযা। নবী আইয়ূবের জন্য তাই এটা হতেই পারে আল্লাহ্র হুকুমে।

এক্ষণে কতদিন তিনি রোগভোগ করেন সে বিষয়ে ৩ বছর, ৭ বছর, সাড়ে ৭ বছর, ৭ বছর ৭ মাস ৭ দিন ৭ রাত, ১৮ বছর, ৩০ বছর, ৪০ বছর ইত্যাদি যা কিছু বর্ণিত হয়েছে *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪২; ইবনু কাছীর, আম্বিয়া ৮৩-৮৪)*, সবই ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র। যার কোন ভিত্তি নেই। বরং নবীগণের প্রতি ইহুদী নেতাদের বিদ্বেষ থেকে কল্পিত।

(৪) আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার পরিবার বর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে *(আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪৩)*। এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার বিপদে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার দ্বিগুণভাবে পেয়েছিলেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। বিপদে পড়ে যা কিছু তিনি হারিয়েছিলেন, সবকিছুই তিনি বিপুলভাবে ফেরত পেয়েছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 'এভাবেই আমরা আমাদের সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(আন'আম ৮৪)*। এক্ষণে তাঁর মৃত সন্তানাদি পুনর্জীবিত হয়েছিল, না-কি হারানো গবাদি পশু সব ফেরৎ এসেছিল, এসব কষ্ট কল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। এতটুকুই বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর ধৈর্য ধারণের পুরস্কার ইহকালে ও পরকালে বহুগুণ বেশী পরিমাণে পেয়েছিলেন। যুগে যুগে সকল ধৈর্যশীল ঈমানদার নর-নারীকে আল্লাহ এভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন। তাঁর রহমতের দরিয়া কখনো খালি হয় না।

(৫) উপরোক্ত পুরস্কার দানের পর আল্লাহ বলেন, رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا 'আমাদের পক্ষ হতে দয়া পরবশে' *(আম্বিয়া ৮৪)*। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কারু প্রতি অনুগ্রহ করতে বাধ্য নয়। তিনি যা খুশী তাই করেন, যাকে খুশী যথেচ্ছ দান করেন। তিনি সবকিছুতে একক কর্তৃত্বশীল। কেউ কেউ অত্র আয়াতে বর্ণিত 'রাহমাতান' (رَحْمَةً) থেকে আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রীর নাম 'রহীমা' কল্পনা করেছেন। যা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়'।[৩]

(৬) ছহীহ বুখারীতে আইয়ূবের উপর এক ঝাঁক সোনার টিড্ডি পাখি এসে পড়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটা হ'ল আউয়ূবের সুস্থতা লাভের পরের ঘটনা। এর দ্বারা আল্লাহ বিপদমুক্ত আইয়ূবের উচ্ছল আনন্দ পরখ করতে চেয়েছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ পেয়ে বান্দা কত খুশী হ'তে পারে, তা দেখে যেন আল্লাহ নিজেই খুশী হন। এজন্য আইয়ূবকে খোঁচা দিয়ে কথা বললে অনুগ্রহ বিগলিত আইয়ূব বলে ওঠেন, 'আল্লাহ্র বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই'। অর্থাৎ বান্দা সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রহমত ও বরকতের মুখাপেক্ষী। নিঃসন্দেহে উক্ত ঘটনাটিও একটি মু'জেযা। কেননা কোন প্রাণীই স্বর্ণ নির্মিত হয় না।

(৭) আল্লাহ আইয়ূবকে বলেন, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ 'আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং তোমার শপথ ভঙ্গ করো না' *(ছোয়াদ ৪৪)*। অত্র আয়াতে আরেকটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রোগ অবস্থায় আইয়ূব শপথ করেছিলেন যে, সুস্থ হ'লে তিনি স্ত্রীকে একশ' বেত্রাঘাত করবেন। রোগ তাড়িত স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর ক্রোধবশে এরূপ শপথ করেও থাকতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি এ শপথ করলেন, তার স্পষ্ট কোন কারণ কুরআন বা হাদীছে বলা হয়নি। ফলে তাফসীরের কেতাব সমূহে নানা কথার ফানুস উড়ানো হয়েছে, যা আইয়ূব নবীর পুণ্যশীলা স্ত্রীর উচ্চ মর্যাদার একেবারেই বিপরীত। নবী আইয়ূবের স্ত্রী ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয় বান্দীদের অন্যতম। তাকে কোনরূপ কষ্টদান আল্লাহ পসন্দ করেননি। অন্য

৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২০৯ পৃঃ।*

দিকে শপথ ভঙ্গ করাটাও ছিল নবীর মর্যাদার খেলাফ। তাই আল্লাহ একটি সুন্দর পথ বাৎলে দিলেন, যাতে উভয়ের সম্মান বজায় থাকে এবং যা যুগে যুগে সকল নেককার নর-নারীর জন্য অনুসরণীয় হয়। তা এই যে, স্ত্রীকে শিষ্টাচারের নিরিখে প্রহার করা যাবে। কিন্তু তা কোন অবস্থায় শিষ্টাচারের সীমা লংঘন করবে না। আর সেকারণেই এখানে বেত্রাঘাতের বদলে তৃণশলা নিতে বলা হয়েছে, যার আঘাত মোটেই কষ্টদায়ক নয়' *(কুরতুবী, ছোয়াদ ৪৪)*।

(৮) আইয়ূবের ঘটনা বর্ণনার পর সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদে আল্লাহ কাছাকাছি একইরূপ বক্তব্য রেখেছেন যে, এটা হ'ল وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ 'ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ৮৪)* এবং وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ 'জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(ছোয়াদ ৪৪)*। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র দাসত্বকারী ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্বকারী। অবিশ্বাসী কাফের-নাস্তিক এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতাকারী ফাসেক-মুনাফিক কখনোই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নয়। যদিও তারা সর্বদা জ্ঞানের বড়াই করে থাকে।

ক্বাযী আবুবকর ইবনুল 'আরাবী বলেন, আইয়ূব সম্পর্কে অত্র দু'টি আয়াতে *(আম্বিয়া ৮৩ ও ছোয়াদ ৪১)* আল্লাহ আমাদেরকে যা খবর দিয়েছেন, তার বাইরে কিছুই বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হ'তে (উপরে বর্ণিত) হাদীছটি ব্যতীত একটি হরফও বিশুদ্ধভাবে জানা যায়নি। তাহ'লে কে আমাদেরকে আইয়ূব সম্পর্কে খবর দিবে? অন্য আর কার যবানে আমরা এগুলো শ্রবণ করব? আর বিদ্বানগণের নিকটে ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ একেবারেই পরিত্যক্ত। অতএব তাদের লেখা পাঠ করা থেকে তোমার চোখ বন্ধ রাখো। তাদের কথা শোনা থেকে তোমার কানকে বধির করো' *(কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১-৪২)*।

আইয়ূব (আঃ) ৭০ বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন। পরীক্ষা থেকে মুক্ত হবার অনেক পরে ৯৩ বছর বা তার কিছু বেশী বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে (২) ক্রীতদাসদের সামনে পেশ করা হবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে এবং (৩) বিপদগ্রস্তদের সামনে পেশ করা হবে হযরত আইয়ূব (আঃ)-কে।[৪]

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয়। ধন-সম্পদ ও পুত্র-কন্যা হারিয়ে অবশেষে রোগ জর্জরিত দেহে পতিত হয়েও আইয়ূব (আঃ) আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্যুত হননি এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হননি। এরূপ কঠিন পরীক্ষা বিশ্ব ইতিহাসে আর কারো হয়েছে বলে জানা যায় না। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাই বলেন, إِنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عِظَمِ البلاءِ ... 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয়ে থাকে'।[৫] আর দুনিয়াতে দ্বীনদারীর কমবেশীর কারণেই পরীক্ষায় কমবেশী হয়ে থাকে। আর সেকারণে নবীগণ হ'লেন সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত।[৬]

(২) প্রকৃত মুমিনগণ আনন্দে ও বিষাদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রহমতের আকাংখী থাকেন। বরং বিপদে পড়লে তারা আরও বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হন। কোন অবস্থাতেই নিরাশ হন না।

(৩) প্রকৃত স্ত্রী তিনিই, যিনি সর্বাবস্থায় নেককার স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। আইয়ূবের স্ত্রী 'লাইয়া' ছিলেন বিশ্বের পুণ্যবতী মহিলাদের শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত।

(৪) প্রকৃত ছবরকারীর জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আইয়ূব ও লাইয়া দম্পতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫) শয়তান প্রতি মুহূর্তে নেককার মানুষের দুশমন। শিরকী চিন্তাধরার জাল বিস্তার করে সে সর্বদা মুমিনকে আল্লাহ্র পথ হ'তে সরিয়ে নিতে চায়। একমাত্র আল্লাহ নির্ভরতা এবং দৃঢ় তাওহীদ বিশ্বাসই মুমিনকে শয়তানের প্রতারণা হ'তে রক্ষা করতে পারে।

আল-ইয়াসা' (আঃ)

পবিত্র কুরআনে এই নবী সম্পর্কে সূরা আন'আম ৮৬ ও সূরা ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অন্য নবীগণের নামের সাথে। সূরা আন'আম ৮৩ হ'তে ৮৬ আয়াত পর্যন্ত ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা'-সহ ১৭ জন নবীর নামের শেষদিকে বলা হয়েছে-

وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطاً وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

'ইসমাঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস, লূত্ব তাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(আন'আম ৬/৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ

৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২০৭, ২১০ পৃঃ।*

৫. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৬৬ সনদ হাসান, 'জানায়েয' অধ্যায় 'রোগীর সেবা ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।*

৬. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৫৬২, সনদ হাসান।*

وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ– 'আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)*। উক্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আল-ইয়াসা' (আঃ) নিঃসন্দেহে একজন উঁচু দরের নবী ছিলেন। তিনি ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকূব-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইলিয়াস (আঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ) হযরত সুলায়মান (আঃ) পরবর্তী পথভ্রষ্ট বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পরে আল-ইয়াসা' নবী হন এবং তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর শরী'আত অনুযায়ী[৭] ফিলিস্তীন অঞ্চলে জনগণকে পরিচালিত করেন ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাঁর নাম 'ইলিশা ইবনে সাকিত' বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৮]

যুল-কিফ্ল (আঃ) :

পবিত্র কুরআনে কেবল সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ ও ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে যুল-কিফলের নাম এসেছে। তিনি আল-ইয়াসা'-এর পরে নবী হন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

আল্লাহ বলেন,

وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ– وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِيْنَ–

'আর তুমি স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল ছবরকারী'। 'আমরা তাদেরকে আমাদের রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ৮৫-৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ– 'আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)*।

ইবনু কাছীর বলেন, শ্রেষ্ঠ নবীগণের সাথে একত্রে বর্ণিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, যুল-কিফল একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন'। সুলায়মান পরবর্তী নবী হিসাবে তিনিও শাম অঞ্চলে প্রেরিত হন বলে প্রতীয়মান হয়। ইবনু জারীর তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পূর্বতন নবী আল-ইয়াসা' বার্ধক্যে উপনীত হ'লে একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাথীকে একত্রিত করে বললেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করব। গুণ তিনটি এই যে, তিনি হবেন (১) সর্বদা ছিয়াম পালনকারী (২) আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণকারী এবং (৩) তিনি কোন অবস্থায় রাগান্বিত হন না।

এ ঘোষণা শোনার পর সমাবেশ স্থল থেকে জনৈক সাধারণ ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। সে নবীর প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াবে হাঁ বলল। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশ আহ্বান করলেন এবং সকলের সম্মুখে পূর্বোক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু সবাই চুপ রইল, কেবল ঐ একটি লোকই উঠে দাঁড়াল। তখন আল-ইয়াসা' (আঃ) উক্ত ব্যক্তিকেই তাঁর খলীফা নিযুক্ত করলেন, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নবুঅতী মিশন চালিয়ে নিবেন এবং মৃত্যুর পরেও তা অব্যাহত রাখবেন। বলা বাহুল্য, উক্ত ব্যক্তিই হ'লেন 'যুল-কিফল' (দায়িত্ব বহনকারী), পরবর্তীতে আল্লাহ যাকে নবুঅত দানে ধন্য করেন।

যুল-কিফলের জীবনে পরীক্ষা:

'যুল-কিফল' উক্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠল। সে তার বাহিনীকে বলল, যেকোন মূল্যে তার পদস্খলন ঘটাতেই হবে। কিন্তু সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলল, আমরা ইতিপূর্বে বহুবার তাকে ধোঁকা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। তখন ইবলীস স্বয়ং এ দায়িত্ব নিল।

যুল-কিফল সারা রাত্রি ছালাতের মধ্যে অতিবাহিত করার কারণে কেবলমাত্র দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। ইবলীস তাকে রাগানোর জন্য ঐ সময়টাকেই বেছে নিল। একদিন সে ঠিক দুপুরে তার নিদ্রার সময় এসে দরজার কড়া নাড়লো। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, আমি একজন বৃদ্ধ মযলূম। তিনি দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে এসে বসলো এবং তার উপরে যুলুমের দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা শুরু করল। এভাবে দুপুরে নিদ্রার সময়টা পার করে দিল। যুল-কিফল তাকে বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার উপরে যুলুমের বিচার করে দেব'।

যুল-কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সে এলো না। পরের দিন সকালেও তিনি তার জন্য অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সে এলো না। কিন্তু দুপুরে যখন তিনি কেবল নিদ্রা গেছেন, ঠিক তখনই এসে কড়া নাড়ল। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আদালত কক্ষে মজলিস বসার পর এসো। কিন্তু তুমি কালও আসনি, আজও সকালে আসলে না। তখন লোকটি

৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪ পৃঃ।*
৮. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৭০।*

ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের পানি ফেলে বিরাট কৈফিয়তের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করল। সে বলল, হুযুর! আমার বিবাদী খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক। আপনাকে আদালতে বসতে দেখলেই সে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে কথা দেয়। কিন্তু আপনি চলে গেলেই সে তা প্রত্যাহার করে নেয়'। এইসব কথাবার্তার মধ্যে ঐদিন দুপুরের ঘুম মাটি হ'ল। তৃতীয় দিন দুপুরে তিনি ঢুলতে ঢুলতে পরিবারের সবাইকে বললেন, আমি ঘুমিয়ে গেলে কেউ যেন দরজার কড়া না নাড়ে। বৃদ্ধ এদিন এলো এবং কড়া নাড়তে চাইল। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাকে বাধা দিল। তখন সে সবার অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি শুরু করল। এতে যুল-কিফলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলেন সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি বুঝে ফেললেন যে, এটা শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহ'লে আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমি আজ আপনার কাছে ব্যর্থ হ'লাম। আপনাকে রাগানোর জন্যই গত তিনদিন যাবত আপনাকে ঘুমানোর সময় এসে জ্বালাতন করছি। কিন্তু আপনি রাগান্বিত হলেন না। ফলে আপনাকে আমার জালে আটকাতে পারলাম না। ইতিপূর্বে আমার শিষ্যরা বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আজ আমি ব্যর্থ হ'লাম। আমি চেয়েছিলাম, যাতে আল-ইয়াসা' নবীর সাথে আপনার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। আর সে উদ্দেশ্যেই আমি এতসব কাণ্ড ঘটিয়েছি। কিন্তু অবশেষে আপনিই বিজয়ী হলেন'। উক্ত ঘটনার কারণেই তাঁকে 'যুল-কিফল' (ذو الكفل)। উপাধি দেওয়া হয়। যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি।[৯]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) নবীদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় মর্যাদা শর্ত নয়। বরং মৌলিক শর্ত হ'ল- তাক্বওয়া ও আনুগত্যশীলতা।

(২) শয়তান বিশেষ করে পরহেযগার মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার কাছে সে পরাজিত হয়।

(৩) ধৈর্যগুণ হ'ল সফলতার মাপকাঠি। তাক্বওয়া ও ছবর একত্রিত হ'লে মুমিন সর্বদা বিজয়ী থাকে।

(৪) শুধু নিজস্ব ইবাদতই যথেষ্ট নয়। বরং জনগণের খেদমতে সময় ব্যয় করাই হল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য।

(৫) শয়তানের শয়তানী ধরে ফেলাটা মুমিনের সুক্ষ্মদর্শিতার অন্যতম লক্ষণ। অতএব কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন চিন্তা ও পরামর্শ সম্মুখে উপস্থিত হ'লেই বুঝে নিতে হবে যে, এটি শয়তানী ধোঁকা মাত্র।

৯. *তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ গৃহীত: ইবনু জারীর; হাদীছ মুরসাল; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১০-১১ পৃঃ।*

হযরত ইউনুস (আঃ)

হযরত ইউনুস বিন মাত্তা (আঃ)-এর কথা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা ১৬৩, আন'আম ৮৬, ইউনুস ৯৮, আম্বিয়া ৮৭-৮৮, ছাফফাত ১৩৯-১৪৮ এবং ক্বলম ৪৮-৫০ মোট ৬টি সূরার ১৮টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউনুসে তাঁর নাম ইউনুস, সূরা আম্বিয়াতে 'যুন-নূন' এবং সূরা ক্বলমে তাঁকে 'ছাহেবুল হূত' বলা হয়েছে। 'নূন' ও 'হূত' উভয়ের অর্থ মাছ। যুন-নূন ও ছাহেবুল হূত অর্থ মাছওয়ালা। একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন। সামনে তা বিবৃত হবে।

ইউনুস (আঃ)-এর কওম :

ইউনুস (আঃ) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' (نينـــوى) জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হ'তে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের কওম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হ'তে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশুগুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহ্র দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্তঃকরণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّـــا آمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِـــزْيِ فِـــي الْحَيَـــاةِ الـــدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ-

'অতএব কোন জনপদ কেন এমন হ'ল না যে, তারা এমন সময় ঈমান নিয়ে আসত, যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? কেবল ইউনুসের কওম ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার অবকাশ দিলাম' *(ইউনুস ১৮/৯৮)*। অত্র আয়াতে ইউনুসের কওমের প্রশংসা করা হয়েছে।

ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসাবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

মাছের পেটে ইউনুস

আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ- فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ-

'আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন'। 'যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছল'। 'অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হ'ল'। 'অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার দানকারী' *(ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২)*।

আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইউনুস (আঃ) নিজ কওমকে ছেড়ে এই হিজরতে বেরিয়েছিলেন বলেই অত্র আয়াতে তাকে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহ্র পরীক্ষায় পতিত হন।

হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হ'লে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হ'লে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহ্র হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা *(ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৭-৮৮)*। মাওয়ার্দী বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' *কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)*।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে কত সময় বা কতদিন ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- (১) এক ঘণ্টা ছিলেন (২) তিনি পূর্বাহ্নে প্রবেশ করে অপরাহ্নে বেরিয়ে আসেন (৩) ৩ দিন ছিলেন (৪) ৭ দিন ছিলেন (৫) ২০ দিন ছিলেন (৬) ৪০ দিন ছিলেন।[১০] আসলে এইসব মতভেদের কোন মূল্য নেই। কেননা এসবের রচয়িতা হ'ল ইহুদী গল্পবাজ গণ। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ ভাল জানেন।

ইউনুস কেন মাছের পেটে গেলেন?

এ বিষয়ে জনৈক আধুনিক মুফাসসির বলেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ঘটায় এবং সময়ের পূর্বেই এলাকা ত্যাগ করায় তাকে এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। আর নবী চলে যাওয়ার কারণেই তার সম্প্রদায়কে আযাব দানে আল্লাহ সম্মত হননি'। অথচ পুরা দৃষ্টিকোণটাই ভুল। কেননা কোন নবী থেকেই তাঁর নবুঅতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটির কল্পনা করা নবীগণের নিষ্পাপত্বের আক্বীদার ঘোর বিপরীত। বরং তিনদিন পর আযাব আসবে, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এরূপ নির্দেশনা পেয়ে তাঁর হুকুমেই তিনি এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। আর তার কওম থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের আন্তরিক তওবার কারণে, নবী চলে যাওয়ার কারণে নয়।[১১]

ইউনুস মুক্তি পেলেন :

আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ- وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَّقْطِيْنٍ- وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ- فَآمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ-

'অতঃপর যদি সে আল্লাহ্র গুণগানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হ'ত'। 'তাহ'লে সে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকত'? 'অতঃপর আমরা তাকে একটি বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন সে রুগ্ন ছিল'। 'আমরা তার উপরে একটি লতা বিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম'। 'এবং তাকে লক্ষ বা তদোধিক লোকের দিকে প্রেরণ করলাম'। 'তারা ঈমান আনল। ফলে আমরা তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৮)*।

আলোচ্য আয়াতে 'ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থাকত'-এর অর্থ সে আর জীবিত বেরিয়ে আসতে পারতো না। বরং মাছের পেটেই তার কবর হ'ত এবং সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার পুনরুত্থান হ'ত।

---

১০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১৮ পৃঃ কুরতুবী, ছাফফাত ১৪৪।*

১১. *দ্রঃ মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৬১৭-১৮।*

অন্যত্র আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَـادَى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ- لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِـالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ- فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ-

'তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালার (ইউনুসের) মত হয়ো না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল'। 'যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ'লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত'। 'অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন' *(ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০)*।

'যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ'লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত'-এর অর্থ আল্লাহ যদি তাকে তওবা করার তাওফীক্ব না দিতেন এবং তার দো'আ কবুল না করতেন, তাহ'লে তাকে জীবিত অবস্থায় নদী তীরে মাটির উপর ফেলতেন না। যেখানে গাছের পাতা খেয়ে তিনি পুষ্টি ও শক্তি লাভ করেন। বরং তাকে মৃত অবস্থায় নদীর কোন বালুচরে ফেলে রাখা হ'ত, যা তার জন্য লজ্জাকর হ'ত।

'অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন' অর্থ এটা নয় যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ ইউনুসকে মনোনীত করেননি; বরং এটা হ'ল বর্ণনার আগপিছ মাত্র। কুরআনের বহু স্থানে এরূপ রয়েছে। এখানে এর ব্যাখ্যা এই যে, ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাকে পুনরায় কাছে টানলেন ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

অন্যত্র ইউনুসের ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ ছেড়ে চলে যাওয়া, মাছের পেটে বন্দী হওয়া এবং ঐ অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّوْنِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَـادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْـتُ مِـنَ الظَّالِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِـي الْمُؤْمِنِيْنَ-

'এবং মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপরে কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না'।[১২] 'অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

ইউনুস (আঃ)-এর উক্ত দো'আ 'দো'আয়ে ইউনুস' নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

دعوةُ ذى النون إذْ دعا رَبَّهُ وهو فى بطن الحوتِ (لآ إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إنى كنتُ من الظالمين) لم يَدْعُ بهـا رجـلٌ مسلمٌ فى شيءٍ إلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ، رواه الترمذى-

'বিপদগ্রস্ত কোন মুসলমান যদি (নেক মকছূদ হাছিলের নিমিত্তে) উক্ত দো'আ পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা কবুল করেন'।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لا تُفَضِّلُوْا بين أنبياء الله وما يَنْبَغِيْ لعبدٍ أن يَّقولَ : إنِّـي خيرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، متفق عليه-

'তোমরা আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য করো না। আর কোন বান্দার জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চাইতে উত্তম'।[১৪] কুরতুবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটা এজন্য বলেছেন যে, তিনি যেমন (মি'রাজে) সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ্র নিকটবর্তী হয়েছিলেন, নদীর অন্ধকার গর্ভে মাছের পেটের মধ্যে তেমনি আল্লাহ ইউনুস-এর নিকটবর্তী হয়েছিলেন *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)*। বস্তুতঃ এটা ছিল রাসূলের নিরহংকার স্বভাব ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকার পরে আল্লাহ্র হুকুমে নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হন। মাছের পেটে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি রুগ্ন

---

১২. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ব্যতীত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এখানে অনুবাদে মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। যেমন বঙ্গানুবাদ তাফসীর ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে 'তিনি মনে করেছিলেন আমি তার উপর কোন ক্ষমতা রাখি না'। অথচ কোন নবী কখনো আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারেন না। এখানে অনুবাদক 'কুদরত' মাদ্দাহ থেকে শব্দার্থ করেছেন, যেটা এখানে ভুল শুধু নয় বরং অন্যায়। (২) সঊদী সরকার প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, 'তিনি মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না' (৩) একই মর্মে অনুবাদ করা হয়েছে সঊদী সরকার প্রকাশিত উর্দূ তাফসীরে এবং (৪) আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী অনুদিত ইংরেজী তাফসীরে।*

১৩. *তিরমিযী হা/৩৭৫২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, ৮৫ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২২৯২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় 'আল্লাহ্র নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৯-১০, ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।*

ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা তিনি খেয়েছিলেন, যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিল। অতঃপর সুস্থ হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজ কওমের নিকটে চলে যান। যাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশী ছিল। তারা তাঁর উপরে ঈমান আনলো। ফলে পুনরায় শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) বিভ্রান্ত কওমের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া কোন সমাজ সংস্কারকের উচিত নয়।

(২) আল্লাহ তার নেক বান্দার উপর শাস্তি আরোপ করবেন না, যেকোন সংকটে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

(৩) আল্লাহ্র পরীক্ষা কিরূপ হবে, তা পরীক্ষা আগমনের এক সেকেণ্ড পূর্বেও জানা যাবে না।

(৪) কঠিনতম কষ্টের মুহূর্তে কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

(৫) খালেছ তওবা ও আকুল প্রার্থনার ফলে অনেক সময় আল্লাহ গযব উঠিয়ে নিয়ে থাকেন। যেমন ইউনুসের কওমের উপর থেকে আল্লাহ গযব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

(৬) আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোন পরিবেশে ঈমানদারকে রক্ষা করে থাকেন।

(৭) পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও জলচর প্রাণী সবাই আল্লাহ্র হুকুমে ঈমানদার ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়। যেমন মাছ ও লতা জাতীয় গাছ ইউনুসের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

(৮) বাহ্যদৃষ্টিতে কোন বস্তু খারাব মনে হ'লেও নেককার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ উত্তম ফায়ছালা করে থাকেন। যেমন লটারীতে নদীতে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিজের জন্য অতীব খারাব মনে হ'লেও আল্লাহ ইউনুসের জন্য উত্তম ফায়ছালা দান করেন ও তাকে মুক্ত করেন।

(৯) আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দো'আ কবুল হয় না। যেমন গভীর সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তার দো'আ কবুল করেন।

(১০) আল্লাহ্র প্রতিটি কর্ম তার নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। যা বান্দা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে। যেমন ইউনুস পরে বুঝতে পেরে আল্লাহ্র প্রতি অধিক অনুগত হন এবং এজন্য তিনি আল্লাহ্র প্রতি অধিক প্রত্যাবর্তনশীল (أَوَّابٌ) বলে আল্লাহ্র প্রশংসা পান।

হযরত দাঊদ (আঃ) :

বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন মাত্র দু'জন। তাঁরা হ'লেন পিতা ও পুত্র দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)। বর্তমান ফিলিস্তীন সহ সমগ্র ইরাক ও শাম এলাকায় তাঁদের রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ। সেকারণ আল্লাহ তার শেষনবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ– 'তারা যেসব কথা বলে তাতে তুমি ছবর কর এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাঊদকে স্মরণ কর। সে ছিল আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/১৭)*। দাঊদ হলেন আল্লাহ্র একমাত্র বান্দা, যাকে খুশী হয়ে পিতা আদম স্বীয় বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে তাকে দান করার জন্য আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশ করেছিলেন এবং সেমতে দাঊদের বয়স ৬০ হ'তে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায়[১৫] তিনি ছিলেন শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রায় দেড় হাযার বছরের পূর্বেকার নবী[১৬] দাঊদ কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েই শক্তিশালী হননি, বরং তিনি জন্মগতভাবেই ছিলেন দৈহিকভাবে শক্তিশালী এবং একই সাথে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান। নিম্নোক্ত ঘটনায় তা বর্ণিত হয়েছে।-

জালূত ও তালূতের কাহিনী এবং দাঊদের বীরত্ব :

সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়ে মূসা ও হারূণ (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে শামে এলেন এবং শান্তিতে বসবাস করতে থাকলেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তীনে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন এবং ফিলিস্তীন দখলকারী শক্তিশালী আমালেক্বাদের সঙ্গে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে এ ওয়াদাও দিলেন যে, জিহাদে নামলেই তোমাদের বিজয় দান করা হবে *(মায়েদাহ ৫/২৩)*। কিন্তু এই ভীতু ও জিহাদ বিমুখ বিলাসী জাতি তাদের নবী মূসাকে পরিষ্কার বলে দিল, اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 'তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। এতবড় বেআদবীর পরে মূসা (আঃ) তাদের ব্যাপারে নিরাশ হ'লেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই দু'ভাই পরপর তিন বছরের ব্যবধানে মৃত্যু বরণ করলেন।

জিহাদের আদেশ অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর যাবত উন্মুক্ত কারাগারে অতিবাহিত করার পর মূসার শিষ্য ও ভাগিনা এবং পরবর্তীতে নবী ইউশা' বিন নূনের নেতৃত্বে জিহাদ

১৫. *তিরমিযী, হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮ (৪০)।*
১৬. *মা'আরেফুল পৃঃ ৯৯০; মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস পৃঃ ৪২।*

সংঘটিত হয় এবং আমালেক্বাদের হটিয়ে তারা ফিলিস্তীন দখল করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তারা পুনরায় বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয় এবং নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাদের উপরে পুনরায় আমালেক্বাদের চাপিয়ে দেন। বনু ইস্রাঈলরা আবার নিগৃহীত হ'তে থাকে। এভাবে বহু দিন কেটে যায়। এ সময় শামুয়েল (شمويـــل) নবীর যুগ আসে। লোকেরা বলে আপনি আমাদের জন্য একজন সেনাপতি দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, যাতে আমরা আমাদের পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পাই এবং বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তি পাই। এই ঘটনা আল্লাহ তার শেষনবীকে শুনিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَـالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّـهِ قَـالَ هَـلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَـا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَـا فَلَمَّـا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّـنْهُمْ وَاللّـهُ عَلِـيمٌ بِالظَّالِمِيْنَ-

'তুমি কি মূসার পরে বনু ইস্রাঈলদের একদল নেতাকে দেখনি, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন শাসক প্রেরণ করুন, যাতে আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতি কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের নির্দেশ দিলে তোমরা লড়াই করবে? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হ'তে! অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হ'ল তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া বাকীরা সবাই ফিরে গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেমদের ভাল করেই জানেন' *(বাক্বারাহ ২/২৪৬)*। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:-

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَـالُوْا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْـهُ وَلَـمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْـطَفَاهُ عَلَـيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَّشَاءُ وَاللّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِـهِ أَن يَّـأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسَـى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَـةً لَّكُـمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِيْنَ-

'তাদের নবী তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য শাসক নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সেটা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপরে। অথচ আমরাই শাসন ক্ষমতা পাওয়ার অধিক হকদার। তাছাড়া সে ধন-সম্পদের দিক দিয়েও স্বচ্ছল নয়। জওয়াবে নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে তাকে মনোনীত করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন। তিনি হ'লেন প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ'। 'নবী তাদেরকে বললেন, তালূতের নেতৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে (তোমাদের কাংখিত) সিন্দুকটি আসবে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি রূপে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারূণ ও তাদের পরিবার বর্গের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বহন করে আনবে ফেরেশতাগণ। এতেই তোমাদের (শাসকের) জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(বাক্বারাহ ২/২৪৭-২৪৮)*।

বিষয়টি এই যে, বনু ইস্রাঈলগণের নিকটে একটা সিন্দুক ছিল। যার মধ্যে তাদের নবী মূসা, হারূণ ও তাঁদের পরিবারের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিল। তারা এটাকে খুবই বরকতময় মনে করত এবং যুদ্ধকালে একে সম্মুখে রাখত। একবার আমালেক্বাদের সাথে যুদ্ধের সময় বনু ইস্রাঈলগণ পরাজিত হ'লে আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূত উক্ত সিন্দুকটি নিয়ে যায়। এক্ষণে যখন বনু ইস্রাঈলগণ পুনরায় জিহাদের সংকল্প করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে উক্ত সিন্দুক ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। অতঃপর এই সিন্দুকটির মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়ার নিরসন করেন। সিন্দুকটি তালূতের বাড়ীতে আগমনের ঘটনা এই যে, জালূতের নির্দেশে কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারি ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে তাদের পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে তারা একে তার প্রকৃত মালিকদের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নির্দেশমতে গরুর গাড়ীটিকে তাড়িয়ে এনে তালূতের ঘরের সম্মুখে রেখে দিল। বনু ইসরাঈলগণ এই দৃশ্য দেখে সবাই একবাক্যে তালূতের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল। অতঃপর তালূত আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হ'লে তিনি কথিত মতে ৮০,০০০ হাযার সেনাদল নিয়ে রওয়ানা হন। ইবনু কাছীর এই সংখ্যায় সন্দেহ পোষণ করে বলেন, ক্ষুদ্রায়তন ফিলিস্তীন ভূমিতে এই বিশাল সেনাদলের সংকুলান হওয়াটা অসম্ভব

ব্যাপার।[১৭] অল্প বয়স্ক তরুণ দাঊদ ছিলেন উক্ত সেনা দলের সদস্য। পথিমধ্যে সেনাপতি তালূত তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। সম্মুখেই ছিল এক নদী। মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের। পিপাসায় ছিল সবাই কাতর। এ বিষয়টি কুরআন বর্ণনা করেছে নিম্নরূপ:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'অতঃপর তালূত যখন সৈন্যদল নিয়ে বের হ'ল, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সেই নদী হ'তে পান করবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি স্বাদ গ্রহণ করবে না, সেই-ই আমার দলভুক্ত হবে। তবে হাতের এক আঁজলা মাত্র। অতঃপর সবাই সে পানি থেকে পান করল, সামান্য কয়েকজন ব্যতীত। পরে তালূত যখন নদী পার হ'ল এবং তার সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি (তখন অধিক পানি পানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ) লোকেরা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। (পক্ষান্তরে) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের একদিন উপস্থিত হ'তেই হবে, তারা বলল, কত ছোট ছোট দল বিজয়ী হয়েছে বড় বড় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র হুকুমে। নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*।

বস্তুতঃ নদী পার হওয়া এই স্বল্প সংখ্যক ঈমানদারগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, যা শেষনবীর সাথে কাফেরদের বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধরত ছাহাবীগণের সংখ্যার সাথে মিলে যায়। পানি পানকারী হাযারো সৈনিক নদী পারে আলস্যে ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ পানি পান করা থেকে বিরত থাকা স্বল্প সংখ্যক ঈমানদার সাথী নিয়েই তালূত চললেন সেকালের সেরা সেনাপতি ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূতের বিরুদ্ধে। বস্তুবাদীগণের হিসাব মতে এটা ছিল নিতান্তই আত্মহননের শামিল। এই দলেই ছিলেন দাঊদ। আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

'আর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হ'ল, তখন তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ধৈর্য দান কর ও আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ এবং আমাদেরকে তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর' *(বাক্বারাহ ২/২৫০)*।

জালূত বিরাট সাজ-সজ্জা করে হাতীতে সওয়ার হয়ে সামনে এসে আস্ফালন করতে লাগল এবং সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সেরা যোদ্ধাকে আহ্বান করতে থাকল। তরুণ ও অল্পবয়স্ক দাঊদ নিজেকে সেনাপতি তালূতের সামনে পেশ করলেন। তালূত তাকে পাঠাতে রাযী হ'লেন না। কিন্তু দাঊদ নাছোড় বান্দা। অবশেষে তালূত তাকে নিজের তরবারি দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং আল্লাহ্র নামে জালূতের মোকাবিলায় প্রেরণ করলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি এ ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি জালূতকে বধ করে ফিলিস্তীন পুনরুদ্ধার করতে পারবে, তাকে রাজ্য পরিচালনায় শরীক করা হবে। অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত জালূতকে মারা খুবই কঠিন ছিল। কেননা তার সারা দেহ ছিল লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। তাই তরবারি বা বল্লম দিয়ে তাকে মারা অসম্ভব ছিল। আল্লাহ্র ইচ্ছায় দাঊদ ছিলেন পাথর মারায় উস্তাদ। সমবয়সীদের সাথে তিনি মাঠে গিয়ে নিশানা বরাবর পাথর মারায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দাঊদ পকেট থেকে পাথর খণ্ড বের করে হাতীর পিঠে বসা জালূতের চোখ বরাবর নিশানা করে এমন জোরে মারলেন যে, তাতেই জালূতের চোখশুদ্ধ মাথা ফেটে মগয বেরিয়ে গেল। এভাবে জালূত মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার সৈন্যরা পালিয়ে গেল। যুদ্ধে তালূত বিজয় লাভ করলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَهَزَمُوْهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

'অতঃপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাঊদকে দান করলেন রাজ্য ও দূরদর্শিতা এবং তাকে শিক্ষা দান করলেন, যা তিনি চাইলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যদি এভাবে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি একান্তই দয়াশীল' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

[চলবে]

১৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*।

ধর্মীয় কাজে বাধা দানের পরিণতি

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং পৃথিবীতে তাঁর বিধান কায়েম করার জন্য। এ লক্ষ্যে মানবতার সঠিক পথের দিশারী হিসাবে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।[১] তাঁরা যুগে যুগে মানুষকে সত্য-সুন্দরের পথ, কল্যাণের পথ, হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। সে পথে মানুষকে পরিচালনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় ও তার কুমন্ত্রণায় হক্বের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কখনোবা এ পথে মানুষ যাতে আসতে না পারে সেজন্য বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে ঐসব মানুষও শয়তানের ন্যায় অভিশপ্ত হয়েছে, জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামের কীটে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে হক্বের পথে, আল্লাহ্র পথে তথা দ্বীনের পথে বাধা দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনী কাজে বাধা প্রদানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে জ্বিন-ফিরিশতা সবাইকে নির্দেশ দেন আদমকে সিজদা করার জন্য। সবাই নির্দেশ মেনে আদমকে সিজদা করলেও ইবলীস অহংকারবশতঃ আল্লাহ্র নির্দেশকে অমান্য করে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয় *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। আদমের কারণে যেহেতু ইবলীসের উচ্চ মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়, সেজন্য সে আদম ও তাঁর সন্তানদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। সে মানুষের চিরশত্রুতে পরিণত হয়। শুরু হয় তার চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র ও মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা। সে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মানুষকে কুফরী করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ কুফরীতে লিপ্ত হ'লে সে বলে, 'আমি তোমার থেকে মুক্ত এবং আমি মহান আল্লাহ্কে ভয় করি' *(হাশর ৫৯/১৬)*।

ইবলীসের এই ধোঁকা দান শুরু হয় প্রথম মানব আদম (আঃ)-এর সময় থেকে। আল্লাহ আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করে বললেন, 'তোমরা দু'জনে জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে যা খুশি খাও। তবে এই গাছটির নিকটে যেও না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। কিন্তু ইবলীস আদম ও হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার ফাঁদ পাতলো। সে প্রথমে তাদের স্বজনে পরিণত হ'ল। নানা কথায় সুকৌশলে তাদের প্ররোচিত করতে লাগল ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য। এক পর্যায়ে সে বলল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন এজন্য যে, তোমরা তাহ'লে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। এরপর সে শপথ করে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী'। এভাবে সে আদম ও হাওয়াকে রাযী করে। তার প্রতারণার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা উভয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাঁরা গাছের পাতা দ্বারা লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছের নিকটবর্তী হ'তে বারণ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'? তখন তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে *(আ'রাফ ৭/২০-২২)*। এভাবে শয়তান প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে আল্লাহদ্রোহী কাজে লিপ্ত করে এবং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

আদম (আঃ)-এর এক হাযার বছর পরে পৃথিবীতে আগমন করেন নূহ (আঃ)। আদম (আঃ)-এর সময় শিরক ছিল না। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানব সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ে ওয়াদ, সু'আ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাসর নামক পাঁচজন সৎকর্মশীল লোক ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর সে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তির আশায় তাদের পূজা আরম্ভ করে। সে সময়ে শয়তান ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের এ বলে প্ররোচনা দেয় যে, এসব সৎকর্মশীল মানুষের মূর্তি বা প্রতিকৃতি সামনে থাকলে, তাদের দেখে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে লোকেরা তাদের মূর্তি তৈরী করে। এরপর ঐসকল লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের পরবর্তীরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঐ মূর্তিগুলোকে সরাসরি পূজা করতে আরম্ভ করে। এসব মূর্তির অসীলায় তারা বৃষ্টি প্রার্থনা করত।[২] এভাবে পৃথিবীতে মূর্তিপূজা শুরু হয়। শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র উপাসনার স্থলে মূর্তি পূজা জায়গা দখল করে নেয়।

কওমে মূসা তথা বনী ইসরাঈল শয়তানের প্ররোচনায় গো-বৎসের পূজা আরম্ভ করেছিল। মূলতঃ তারা শয়তানের কারণে আল্লাহ্র দ্বীনের কাজ পরিহার করে শয়তানী কাজ শুরু করে। এ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপ- আল্লাহ পাক যখন মূসা (আঃ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এস, আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। যা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। তখন তিনি বনী

১. *আহমাদ, ত্বাবারানী, মিশকাত হা/৫৭৩৭।*

২. *ইবনু কাছীর, সূরা নূহ দ্রঃ; বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৪৯২০।*

ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আর তিনি হারূণ (আঃ)-এর নেতৃত্বে তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে ৪০ দিন অবস্থান করলেন। তিনি ভাবলেন যে, তাঁর কওম নিশ্চয়ই তাঁর পিছে পিছে তূর পাহাড়ের সন্নিকটে এসে শিবির স্থাপন করেছে। কিন্তু তাঁর ধারণা সঠিক ছিল না।

আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তুমি দ্রুত চলে এলে কেন? তিনি বললেন, তারা তো আমার পিছে পিছেই আসছে। হে প্রভু! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি খুশী হও। আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৫)*।

একথা জেনে মূসা (আঃ) আশ্চর্য হ'লেন। দুঃখে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে? না-কি তোমরা চেয়েছ যে তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? তারা বলল, আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আমাদের উপরে ফেরাঊনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি, এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। অতঃপর সে তাদের জন্য বের করে আনলো একটা গো-বৎসের অবয়ব, যার মধ্যে হাম্বা হাম্বা রব ছিল। তারপর (সামেরী ও তার লোকেরা) বলল, এটা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, যা পরে মূসা ভুলে গেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৬-৮৮)*।

আসল ঘটনা এই ছিল যে, মিসর থেকে বিদায়ের দিন যাতে ফেরাঊনীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে এবং তারা কোনরূপ সন্দেহ না করে, সেজন্য (মূসার অলক্ষ্যে) বনু ইসরাঈল প্রতিবেশী ক্বিবতীদের কাছ থেকে অলংকারাদি ধার নেয় এই বলে যে, আমরা সবাই ঈদ উৎসব পালনের জন্য যাচ্ছি। দু'একদিনের মধ্যে ফিরে এসেই তোমাদের সব অলংকার ফেরৎ দিব। কিন্তু সাগর পার হওয়ার পর যখন আর ফিরে যাওয়া হ'ল না, তখন কুটবুদ্ধি সম্পন্ন মুনাফিক সামেরী মনে মনে এক ফন্দি আটল যে, এর দ্বারা সে বনু ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করবে। ফলে মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে হারূণের দায়িত্বে রেখে তিনি আগেভাগে তূর পাহাড়ে চলে গেলে সামেরী সুযোগ বুঝে তার ফন্দি কাজে লাগায়। সাগর ডুবি থেকে নাজাত লাভের সময় চতুর সামেরী জিব্রীলের অবতরণ ও তাঁর ঘোড়ার প্রতি লক্ষ্য করে দেখল যে, জিব্রীলের ঘোড়ার পা যে মাটিতে পড়ছে, সে স্থানের মাটি সজীব হয়ে উঠছে ও তাতে জীবনের স্পন্দন জেগে উঠছে। তাই সবার অলক্ষ্যে এ পদচিহ্নের এক মুঠো মাটি সে তুলে সযতনে রেখে দেয়।

মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে চলে যাবার পর সে লোকদের বলে, তোমরা ফেরাঊনীদের যেসব অলংকারাদি নিয়ে এসেছ এবং তা ফেরত দিতে পারছ না, সেগুলি ভোগ-ব্যবহার করা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না। তাই সেগুলি একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও। কথাটি হারূণ (আঃ)-এরও কর্ণগোচর হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ থেকে জানা যায় যে, হারূণ (আঃ) সব অলংকার একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন, যাতে সেগুলি একটি অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা যায়। হারূণ (আঃ)-এর নির্দেশ মতে সবার অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করার সময় সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল। সে হারূণ (আঃ)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক- এই মর্মে আপনি দো'আ করলে আমি নিক্ষেপ করব অন্যথা করব না। হারূণ তার কপটতা বুঝতে না পেরে সরল মনে দো'আ করলেন। আসলে তার মুঠিতে ছিল জিব্রীলের ঘোড়ার পায়ের সেই অলৌকিক মাটি। ফলে উক্ত মাটির প্রতিক্রিয়ায় হোক কিংবা হারূণের দো'আর ফলে হোক সামেরীর উক্ত মাটি নিক্ষেপের পরপরই গলিত অলংকারাদির অবয়বটি একটি গো-বৎসের রূপ ধারণ করে হাম্বা হাম্বা রব করতে শুরু করে। মুনাফিক সামেরী ও তার সঙ্গী-সাথীরা এতে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, এটাই হ'ল তোমাদের উপাস্য ও মূসার উপাস্য। যা সে পরে ভুলে গেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৮)*।

অপরদিকে মূসা (আঃ)-এর তূর পাহাড়ে গমনকে সে অপব্যাখ্যা করে বলল, মূসা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে গেছে। এখন তোমরা সবাই এ গো-বৎসের পূজা কর। কিছু লোক তার অনুসরণ করল। ফলে মূসা (আঃ)-এর পিছে পিছে তূর পাহাড়ে গমনের প্রক্রিয়া পথিমধ্যেই বানচাল হয়ে যায়।

অতঃপর মূসা (আঃ) এসে সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সব কথা শুনলেন। হারূণ (আঃ) তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সামেরীও তার কপটতার কথা অকপটে স্বীকার করল। এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী শাস্তি ঘোষণা করলেন। মূসা (আঃ) গো-বৎস পূজায় নেতৃত্ব দানকারী হঠকারী লোকদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন *(বাক্বারাহ ২/৫৪)*। এতে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়, কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

সম্প্রদায়ের লোকদের শাস্তি দানের পর মূসা (আঃ) এবার সামেরীকে ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন। সামেরী আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করল। এরপর বলল, আমার মন এটা করতে প্ররোচিত করেছিল। অর্থাৎ কারো পরামর্শে নয়; বরং নিজস্ব চিন্তায় ও শয়তানী কুমন্ত্রণায় আমি একাজ করেছি। মূসা বললেন, তোমার জন্য সারা জীবন এই শাস্তিই রইল যে, তুমি বলবে, আমাকে কেউ স্পর্শ করো না এবং তোমার জন্য আখেরাতে একটা নির্দিষ্ট ওয়াদা রয়েছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। সেটা হ'ল জাহান্নাম। এক্ষণে তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য করো, যাকে তুমি সর্বদা পূজা দিয়ে ঘিরে থাকতে। আর আমরা ঐ কৃত্রিম গো-বৎসটাকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেব এবং অবশ্যই ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছিটিয়ে দেব *(ত্বোয়াহা ২০/৯৫-৯৭)*। এভাবে বানী ইসরাঈল শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়েছিল।

কেবল পূর্ববর্তী উম্মতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেও শয়তানের ঐ প্ররোচনা অব্যাহত আছে। বদর যুদ্ধের সময় ইবলীস সুরাকা বিন মালেক বিন জুশুম মুদলিজীর আকৃতিতে এসে মুশরিকদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে প্ররোচিত করেছিল এবং সে মুশরিকদের সাথেই ছিল। কিন্তু যখন সে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফিরিশতাদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল, তখন সে পিছনে ফিরে পলায়ন করতে থাকল। এ সময় হারেছ বিন হিশাম তাকে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করল। তখন ইবলীস তার বুকে সজোরে ঘুষি মারলে হারেছ মাটিতে পড়ে যায় এবং এই সুযোগে ইবলীস পলায়ন করে। মুশরিকরা তখন বলতে লাগল যে, সুরাকা কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বলনি যে, তুমি আমাদের সাহায্য করবে এবং কখনই আমাদের থেকে পৃথক হবে না? সে বলল, 'আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। তিনি শাস্তি দানে কঠোর' *(আনফাল ৮/৪৮)*। এরপর শয়তান পলায়ন করে সমুদ্রের ভিতরে চলে যেতে থাকে।[৩]

এভাবে শয়তানী কারসাজিতে যুগে যুগে মানুষ আল্লাহদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়েছে। আদ, ছামূদ, কওমে লূত্ব, আহলে মাদইয়ান প্রভৃতি গোত্র আল্লাহদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন এবং বিভিন্ন গযব দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। এ পৃথিবীতে নমরূদ, ফিরাঊন, কারূণ, হামান, শাদ্দাদ, আবরাহা, আবু জাহল প্রভৃতি প্রতাপশালী মুশরিক রাজা-বাদশাহ ও নেতৃবৃন্দ আল্লাহদ্রোহী কাজ করেছে, আবার মানুষকে সে কাজে উৎসাহিত-উদ্বুদ্ধ করেছে। কখনো তাদেরকে আল্লাহবিরোধী কাজে বাধ্য করেছে। কিন্তু তাদের কারো পরিণতি শুভ হয়নি। সবাইকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তাদের ইতিবৃত্ত পরবর্তীদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না বলেই এ যুগেও সুনামি, ক্যাটরিনা, সিডর, নার্গিস, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে সতর্ক-সাবধান করেন। তবে মানুষ খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে। বিপদ-আপদ দূর হয়ে গেলেই তারা আবার অভ্যাসবশতঃ পূর্বের কাজে ফিরে যায়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টিকে সৎপথে, তাঁর মনোনীত দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। তদুপরি যারা আল্লাহ্র উপদেশ না মেনে তাঁর অবাধ্য হবে এবং তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। এ পর্যায়ে বাধা দান সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত হুঁশিয়ারী ও হক্বের পথে বাধা দানের পরিণতি সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনের কাজে বাধা দানে আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা :

দ্বীনে হক্বের কাজ মূলতঃ আল্লাহ্র নির্দেশ। এ নির্দেশ বাস্তবায়নে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) তাকে বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি দ্বীনী কাজে বাধা প্রদান করতে মহান আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّــهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوْا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ-

'তোমরা পথে-ঘাটে একারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের' *(আ'রাফ ৭/৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ-

'আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ্র পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে' *(আনফাল ৮/৪৭)*।

৩. *আর-রহীকুল মাখতূম, অনুবাদ: আবদুল খালেক রহমানী ও মুয়ীনুদ্দীন আহমাদ (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃঃ ২৫৮।*

দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা শয়তানী কাজ :

দ্বীনের পথে বাধা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা মূলতঃ শয়তানী কাজ। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে শয়তান এ কাজ করে আসছে। প্রথম মানব ও প্রথম নবী আদম (আঃ) থেকে অদ্যাবধি শয়তানের এ কাজ অব্যাহত আছে। শয়তানের সাথে সাথে কিছু মানুষও দ্বীনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-

'শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে'? *(মায়েদাহ ৫/৯১)*।

আল্লাহ্র পথে বাধা দান ইহুদী-নাছারাদের কাজ :

আল্লাহ্র দ্বীনে বাধা দেওয়া ইহুদী-নাছারাদের কাজ। তারা একদিকে নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করতো, অপরদিকে কেউ কেউ আল্লাহ্র দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

'বলুন, হে কিতাবধারীগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্র পথে ঈমানদারদেরকে বাধা দান কর, তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন' *(আলে-ইমরান ৩/৯৯)*।

আল্লাহ্র দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া মুনাফিক্বী :

মুনাফিকদের অন্যতম আচরণ হচ্ছে বাহ্যিক দিকে এক রকম অন্তরে ভিন্ন। তারা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র পথে থাকার অভিনয় করলেও প্রকৃত পক্ষে দ্বীন থেকে অনেক দূরে থাকে। আল্লাহপাক বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْداً-

'আর যখন বলা হবে, আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে এসো, যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন, তারা আপনার কাছ থেকেও সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে' *(নিসা ৪/৬১)*।

দ্বীনের পথে বাধা দান করলে বহু কল্যাণকর জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় :

ইহুদীরা আল্লাহ্র দ্বীনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। ফলে তাদের জন্য অনেক কল্যাণকর বস্তু হারাম করা হয়, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْراً-

'বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন' *(নিসা ৪/১৬০)*। অনুরূপভাবে এখনও কেউ আল্লাহ্র দ্বীনে বাধা দিলে সেও কল্যাণকর বহু জিনিস থেকে বঞ্চিত হবে।

দ্বীনের পথে বাধা দান করলে পথভ্রষ্ট হয় :

দ্বীনের কাজে বাধা দান করা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণ। ধর্মের কাজে যারা বাধা দেয় তারা পথভ্রষ্ট হয়, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلاَلاً بَعِيْداً-

'যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে' *(নিসা ৪/১৬৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجاً أُوْلَئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ بَعِيْدٍ-

'যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পসন্দ করে, আল্লাহ্র পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে' *(ইবরাহীম ১৪/৩)*।

আল্লাহ্র দ্বীনের পথে বাধা দান পাপ :

দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এক জঘন্যতম কাজ। এর জন্য পরকালে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ-

‘নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৪)*।

দ্বীনের পথে বাধা দানে শাস্তি :

দ্বীনের পথে বাধা দান জঘন্য অপরাধ। এর জন্য আল্লাহ পরকালে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

‘আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে হারামে যেতে বাধা দান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়’ *(আনফাল ৮/৩৫)*। আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ-

‘হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের নিবৃত রেখেছে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন’ *(তওবা ৯/৩৪)*। তিনি আরো বলেন,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ-

‘যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত’ *(নাহল ১৬/৮৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

اِتَّخَذُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ-

‘তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১৬)*।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে বাধা দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য পাপ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নর হত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হ’ল জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল বসবাস করবে’ *(বাক্বারাহ ২/২১৭)*। এ আয়াতে দ্বীনের পথে বাধা দেওয়াকে বড় পাপ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে বাধা দান কুফরী :

আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে বাধা দান করা কুফরীর নামান্তর। কেননা আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা। এ পৃথিবীতে তাঁর বিধানই চলবে। কিন্তু কেউ যদি তাঁর বিধান কায়েমের পথে বাধা দেয় তাহ’লে সেটা হবে তাঁর কাজে বাধা দানের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্‌র কাজে বাধা দেওয়া তাঁকে অস্বীকার করার শামিল। এজন্য যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় তাদেরকে তিনি কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُوْنَ-

‘যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল’ *(আ’রাফ ৭/৪৫)*।

দ্বীনের পথে বাধা দান ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ :

দ্বীনের কাজে বাধা দান করা অমার্জনীয় অপরাধ। এ অপরাধ করে কেউ তওবা না করলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَتَّخِذُوْا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوْا السُّوْءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

'তোমরা স্বীয় কসম সমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তাহ'লে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে, এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধা দান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে' *(নাহল ১৬/৯৪)*। আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ-

'যারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব' *(হজ্জ ২২/২৫)*।

দ্বীনের পথে বাধা দানকারী ব্যর্থ ও পরাজিত হবে :

দ্বীনের পথে বাধা দানকারীরা যতই কৌশল অবলম্বন করুক, তারা যতই প্রভাবশালী হোক, এক সময় ব্যর্থতার গ্লানি তাদের বরণ করতে হবে। পরাজয়ের মালা তাদের গলায় পরতেই হবে। এটা মহান আল্লাহ্র ঘোষণা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ-

'যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَّضُرُّوا اللّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ-

'নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎ পথ ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩২)*।

দ্বীনের কাজে বাধা দানে সম্পদ ব্যয় আফসোসের কারণ হবে :

পৃথিবীর পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় বর্তমানেও এমন অনেক লোক আছে, যারা ব্যক্তিস্বার্থে দলীয় স্বার্থে কিংবা নিজেদের বশবর্তী হয়ে দ্বীনের কাজে বাধা দানের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের কাজে বাধা দানের জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উপরন্তু এজন্য তাদের ব্যয়িত অর্থের জন্যও তারা আফসোস করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ-

'নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধা দান করতে পারে আল্লাহ্র পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে' *(আনফাল ৮/৩৬)*।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবীতে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিলের পথে বাধা মনে করে যারা আল্লাহ্র দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তারা সাময়িকভাবে সফল হ'লেও মূলতঃ ব্যর্থতা তাদেরকে বরণ করতেই হবে। তারা ইহকালে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্ষমার অযোগ্য এ পাপাচারের কারণে পরকালেও তারা মুক্তি পাবে না; বরং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এজন্য এখন থেকে সাবধান হওয়া আবশ্যক যে, আমাদের কোন কথা বা কাজে কিংবা কোন আচরণে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে যেন বিঘ্ন না ঘটে। পাশাপাশি হক্বের প্রচার-প্রসারে আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনে হক্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

ইখলাছ মুক্তির পাথেয়

ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

(৩য় কিস্তি)

মুখলিছদের আলামত

যারা ইখলাছ অবলম্বন করেন, তাদের বলা হয় মুখলিছ। তাদের কিছু গুণাবলী রয়েছে, যা দেখে বুঝা যাবে যে তারা ইখলাছের গুণে সমৃদ্ধ। এ সকল গুণাবলীর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হ'ল :

আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তাদের একান্ত কাম্য :

ইখলাছের উঁচু স্থানে অবস্থান করেন যারা, তাদের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে যাবতীয় কাজ-কর্মে তারা একমাত্র আল্লাহ্কেই উদ্দেশ্য করেন; খ্যাতি, প্রশংসা, কিংবা নশ্বর পার্থিব সম্পদের কিছুই তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের এ অবস্থার কথা বহু আয়াত ও হাদীছে এসেছে।

আল্লাহ তাঁর প্রতি সমর্পিত বান্দাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ– 'তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদের সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাদের প্রতিপালকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে' *(কাহফ ১৮/২৮)*। অর্থাৎ তারা তাদের দো'আ ও ইবাদতের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়, পার্থিব কোন স্বার্থ চায় না।

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, জনৈক ব্যক্তি জিহাদ করছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়ার জন্য, আরেক ব্যক্তি জিহাদ করছে লোকেরা তাকে স্মরণ করবে এজন্য, অন্য এক ব্যক্তি জিহাদ করছে তার মর্যাদা বেড়ে যাবে সেজন্য। এর মধ্যে কে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বাণীকে সর্বশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করছে সে-ই আল্লাহ্র পথ জিহাদ করছে'।[১]

মুখলিছ ব্যক্তি তার সকল কাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে আল্লাহ্র দ্বীনকে সর্বশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

তারা গোপনে কাজ করা পসন্দ করে :

মুখলিছ বান্দারা নিজেদের সৎকর্মগুলো গোপনে সম্পাদন করতে ভালবাসেন। অনুরূপভাবে তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখতে পসন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলাও এ ধরনের লোকদের পসন্দ করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালবাসেন এমন বান্দাকে যে মুত্তাকী ও ধনী এবং দানশীলতায় গোপনীয়তা রক্ষাকারী'।[২]

আমাদের পূর্ববর্তী ছাহাবা ও ইমামগণ শুধু কথা বলে যাননি। তারা নিজেদের ভাল কাজগুলো গোপন রাখার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন ওমর (রাঃ) মদীনার পল্লীর এক অন্ধ অসহায় বৃদ্ধা মহিলার সেবা করতেন প্রতি রাতে এসে। তার জন্য পানি বহন করতেন, খাদ্য তৈরী করে দিতেন, কাপড়-চোপড় পরিস্কার করতেন। একদিন তিনি দেখলেন তার আসার পূর্বে কেউ এসে তার কাজগুলো করে দিয়ে গেছে। পরের দিন তিনি আরো আগে আসলেন যাতে অন্য কেউ তার কাজ করার সুযোগ না নেয়। তিনি এসে দেখলেন, আবু বকর (রাঃ) বৃদ্ধার কাজগুলো গুছিয়ে দিচ্ছেন। আবু বকর (রাঃ) তখন ছিলেন খলীফার দায়িত্বে। ওমর (রাঃ) তাকে দেখে বললেন, হে তুমি! আমার জীবন তোমার জন্য কুরবান হোক *(আস-সুয়ূতী, তারীখুল-খুলাফা)*।

অবশ্য গোপনে আমল করার বিষয়টি নফল আমলের বেলায় প্রযোজ্য; ফরয বা ওয়াজিবের বেলায় নয়। ফরয ও ওয়াজিব প্রকাশ্যে আদায় করতে হয়।

তাদের ভিতরের দিকটা বাহ্যিক দিকের চেয়ে ভাল থাকে :

মুখলিছ এমন নন যে, মানুষ যা দেখে, এমন কাজগুলো খুব ভাল করে আদায় করেন আর যা মানুষ দেখে না শুধু আল্লাহ দেখেন, সে সকল বিষয় যেনতেন ভাবে আদায় করেন। তিনি যে কোন কাজ একাগ্রতার সাথে সম্পন্ন করবেন। অর্থাৎ সকল কাজে সর্বদা এ ভাবনা থাকা যে, আমি যা করছি আল্লাহ তা অবশ্যই দেখছেন।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً–

'এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৪)*।

যারা প্রকাশ্যে ভাল কাজ করে আর গোপনে পাপে জড়িয়ে পড়ে তারা কখনো মুখলিছ হ'তে পারে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে অনেকের কথা আমি জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামা অঞ্চলের সাদা পর্বতমালা পরিমাণ সৎকর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের সৎকর্মগুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করে দিবেন। একথা শুনে ছাওবান (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাদের পরিচয় দিন, আমরা যেন নিজেদের অজান্তে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি

১. *বুখারী হা/১৮১০; মিশকাত হা/৩৮১৪।*

২. *মুসলিম হা/২৯৬৫; মিশকাত হা/৫২৮৪।*

বললেন, তারা তোমাদেরই ভাই, তোমাদের সাথেই থাকে। তোমরা যেমন রাত জেগে ইবাদত কর, তারাও করে। কিন্তু যখন একাকী হয় তখন আল্লাহ্র সীমালংঘন করে (পাপে লিপ্ত হয়)[৩]

তারা তাদের সৎকর্ম প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় করে :

মুখলিছ ব্যক্তি যত বেশী ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমল করুক না কেন তারা সর্বদা এ ভয় রাখে যে, কর্মগুলো আল্লাহ কবুল করবেন, না কি প্রত্যাখ্যান করবেন, তা একমাত্র আল্লাহই অবগত। তাদের এ গুণের কথা আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ-

'যারা তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে' *(মুমিনূন ২৩/৬০)*।

আয়েশা (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'আল্লাহ এ কথা কাদের জন্য বলেছেন, যারা মদ্যপান করে, চুরি করে তাদের জন্য? উত্তরে তিনি বললেন, না, হে সত্যবাদীর কন্যা (আয়েশা)! তারা হ'ল, যারা ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে, দান-ছাদাক্বা করে; সাথে সাথে এ ভয় রাখে যে, হয়ত আমার এ আমলগুলো আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী'।[৪]

তারা মানুষের প্রশংসার অপেক্ষা করে না :

যখন তারা কোন সৃষ্টজীবের কল্যাণের জন্য কাজ করে বা কোন মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত হয়, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে নেমে পড়ে, তখন তারা কারো কাছ থেকে নিজের পারিশ্রমিক আশা করে না। কারো প্রশংসা কামনা করে না। শুধু কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি। রাসূলগণ এ বক্তব্যের সমর্থন করেছেন। আল্লাহ্র বাণী,

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে' *(শু'আরা ২৬/১০৯)*।

এজন্য যারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাঁরা তাদেরকে কিছু বলতেন না। যারা তাদের বাধা দিত, তাঁরা তাদের সাথে বৈরিতা পোষণ করতেন না। এমনকি মানুষ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক-তাও তাঁরা কামনা করতেন না।

যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوْرًا-

'এবং তারা বলে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের আহার্য দান করি, তোমাদের নিকট এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৯)*। অর্থাৎ আমরা যে দান করলাম তার বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান বা প্রশংসা অথবা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশা করি না। আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ।

আসলে যাদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে, তারা কিন্তু মুখে এ কথা বলেনি। এটা ছিল তাদের অন্তরের লুক্কায়িত কথা। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানেন ও জানিয়েছেন। এটা তাদের ইখলাছের বরকত। আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন অন্যদেরকে এ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য *(তাফসীর ইবনে কাছীর)*।

মুখলিছ ব্যক্তি নিজের জন্য পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা কামনা করে না :

অনেক মানুষ আছেন, যারা ভাল কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ইখলাছ অবলম্বন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে আদায় করেই কাজ করেন। কিন্তু যদি তার পদমর্যাদা কমিয়ে দেয়া হয় বা সুযোগ-সুবিধায় ঘাটতি হয়, তবে তিনি অস্থির হয়ে যান। আসলে যিনি সত্যিকার মুখলিছ তার এমন হওয়ার কথা নয়। ছাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মত শীর্ষস্থানীয় ছাহাবাদের যখন ওসামা ইবনে যায়েদের অধীনস্থ করা হ'ল তখন তাদের মধ্যে সামান্য প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়নি। এমনিভাবে যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হ'ল তখন তিনি পূর্বের ন্যায় সাধারণ সৈনিক হয়ে থাকলেন। মুখলিছ ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রতিদান আশা করেন তখন এ সকল বিষয় নিয়ে মন খারাপ করেন না।

যদি এমন হয় যে, সুযোগ-সুবিধা ভাল পেলে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আর একটু অন্যরকম হ'লে সব গড়বড় হয়ে যায়, তাহ'লে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এটা কিভাবে দাবী করা যায়? বরং সে নিজের প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে।

৩. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫, সনদ ছহীহ।*
৪. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩১৭৫, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৩৫০।*

এ বিষয়টি একটি হাদীছে দু'ব্যক্তির চরিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, টাকা-পয়সার দাস ধ্বংস হোক, রেশম কাপড়ের দাস ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক পোশাকের দাস। এদের অবস্থা এমন যে, প্রদান করা হ'লে খুশী হয় আর না দিলে অসন্তুষ্ট হয়। ধ্বংস হোক! অবনত হোক! কাঁটা বিঁধলে তা যেন উঠাতে না পারে। তবে সৌভাগ্যবান আল্লাহ্র ঐ বান্দা, যে আল্লাহ্র পথে ঘোড়ার লাগাম ধরেছে, মাথার চুল এলোমেলো করেছে ও পদদ্বয় ধুলায় ধূসরিত করেছে। যদি তাকে পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয় তবে সে পাহারার দায়িত্ব পালন করে। যদি তাকে বাহিনীর পিছনে দায়িত্ব দেয়া হয় তবে তা পালন করে। যদি সে নেতার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চায় তবে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। যদি সে কারো জন্য সুপারিশ করে তবে তার সপারিশ গ্রহণ করা হয় না।[৫]

ইখলাছ অর্জনের পদ্ধতি?

ইখলাছ অর্জনের কিছু পদ্ধতি আছে, যার প্রধান কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হ'ল :

যথাযথভাবে আল্লাহ্র পরিচয় :

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি মহান, তিনি ধনী, কারো মুখাপেক্ষী নন, সর্ববিষয় তার ক্ষমতাধীন, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। মানুষ যা কিছু খিয়ানত করে, যা কল্পনা করে, সবই তাঁর জানা। তাঁর হাতেই সকল ধরনের লাভ ও ক্ষতি; কল্যাণ ও অকল্যাণ। তাঁর কোন কাজেই কোন অংশীদার নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়, যা ইচ্ছা করেন না, তা কোনভাবেই হবার নয়-এ ভাবনাগুলো সর্বদা তাজা ও সজীব রাখা।

সাথে সাথে নিজের প্রতি আল্লাহ্র নে'মত, অনুগ্রহ ও ইহসানের প্রতি খেয়াল রাখা। তার এ সকল নে'মতের পরিবর্তে আমি তার জন্য কিছু করতে পেরেছি কি? যদি কিছু করি তা কি বিশুদ্ধভাবে করছি যা আল্লাহ্র কাছে কবুলের শতভাগ সম্ভাবনা আছে? আল্লাহ্র অধিকার অনেক বড় ও ব্যাপক। তাঁর হক বা অধিকার আমরা কতটুকু আদায় করতে পারি? এ ধরনের ভাবনা মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ বা মুখলিছ হ'তে সাহায্য করে।

ইখলাছের ছওয়াব ও পুরস্কার স্মরণ করা :

ইখলাছের তাৎপর্য ও তার প্রতিদানের কথা স্মরণ করা। মনে রাখা, ইখলাছ হ'ল আমল কবুলের শর্ত। জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। আর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ধোঁকা থেকে বাঁচার একটা মজবুত কেল্লা। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ- إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ-

'শয়তান বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করে দেব এবং আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব। তবে তাদের নয়, যারা আপনার ইখলাছ অবলম্বনকারী (একনিষ্ঠ) বান্দা' *(হিজর ১৫/৩৯-৪০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ- وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ- فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُوْنَ- فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ- عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ-

'তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করবে এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। তবে তারা নয় যারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ (মুখলিছ) বান্দা। তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযক-ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত, সুখদ-কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসীন হবে' *(ছফফাত ৩৭/৩৮-৪৪)*।

যে ব্যক্তি কোন নেক আমলের দ্বারা শুধু পার্থিব স্বার্থ অর্জন করার নিয়ত করবে তাকে পার্থিব সে স্বার্থ দেয়া হবে পূর্ণভাবে। কিন্তু আখেরাতে থাকবে তার জন্য শাস্তি। কারণ তার নিয়ত ও পুরো চিন্তা-ভাবনা ছিল দুনিয়াকে ঘিরে। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের অন্তরের নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ- أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ-

'যে পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাদেরকে কম দেয়া হবে না। তাদের জন্য আখেরাতে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। আর তারা যা করে আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মানুষকে শোনানোর জন্য কাজ করল আল্লাহ তা মানুষকে শুনিয়ে দেবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করল আল্লাহ তা মানুষকে দেখিয়ে দেবেন'।[৬]

৫. *বুখারী হা/২৮৮৭, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৬৯; মিশকাত হা/৫১৬১।*

৬. *বুখারী হা/৬৪৯৯; মিশকাত হা/৫৩১৬।*

আত্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যবসায় :

যে কোন কাজ শুরু করার পূর্বে নিজেকে জিজ্ঞেস করবে যে, এ কাজ দ্বারা তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? উত্তর যদি আপনার কাছে সঠিক ও শুদ্ধ মনে হয়, তবে কাজ শুরু করে দিন। আর যদি লক্ষ্য করেন, উত্তর সঠিক হচ্ছে না তাহ'লে নিয়ত ঠিক করে নিন আপনার কাজটি শুরু করার পূর্বে।

সালমান (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক কাজের শুরুতে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে, যখন তুমি সংকল্প কর এবং প্রত্যেক বিচারে তাকে স্মরণ করবে, যখন তুমি রায় দেবে। এর অর্থ এই নয় যে, নিয়ত খারাপ দেখলে কাজটি পরিত্যাগ করবে; বরং নিয়তকে বিশুদ্ধ করে কাজটি শুরু করবে। এটা হ'ল সঠিক নিয়তের অনুশীলন।

আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা :

মানুষ আল্লাহ্র কাছে বেশী করে ধর্ণা দিয়ে তাঁর কাছে বেশী করে দো'আ-প্রার্থনা করে ইখলাছ অবলম্বনের তাওফীক কামনা করবে। এজন্য তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দৈনিক পাঁচ বার ছালাতের মাধ্যমে আমাদের বলতে শিখিয়েছেন, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৪)*। অর্থাৎ একমাত্র তোমারই উপাসনা করি অন্য কারো নয়; আর তোমার উপাসনার জন্য তোমারই কাছে সামর্থ্য চাই, অন্য কারো কাছে নয়। তোমার সাহায্য ছাড়া কেউ ভাল কাজ করতে পারে না এবং তোমার সাহায্য ছাড়া কেউ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

ইবরাহীম (আঃ) শিরক থেকে বিরত থাকা ও আল্লাহ্র তাওহীদে অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করেছেন এভাবে,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـــذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ-

'স্মরণ করুন! যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখ' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫)*।

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমার সন্তানদের ও শিরকের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদের তাওহীদ ও ইখলাছ অবলম্বনকারী বানান *(নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, ফাতহুল বায়ান)*।

রাসূলে কারীম (ছাঃ) শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন বহু হাদীছে। যেমন- ছাহাবী আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে মানব সকল! তোমরা শিরক থেকে নিজেদের রক্ষা কর। কেননা তা অনুভবে পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্ম। একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যা পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও হাল্কা- আমরা অনুভব করতে পারি না তা থেকে কিভাবে বেঁচে থাকব? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! আমরা এমন শিরক থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমরা জানি এবং এমন শিরক থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, যা আমরা জানি না।[৭]

তাই শিরক থেকে বেঁচে থাকতে এবং ইখলাছের উপর কায়েম থাকতে সর্বদা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য ও সামর্থ্য প্রার্থনা করা উচিত।

ইবাদত-বন্দেগী বেশী করা :

মানুষের কাছে শয়তানের প্রত্যাশা এই যে, সর্বতোভাবে সে আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করুক, কিংবা নিয়ত ও ধরনের দিক দিয়ে ইবাদত পালন করুক অযথার্থ প্রক্রিয়ায়। কিন্তু শয়তান যখন জানতে পারে যে, বান্দা তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, বর্জন করছে তার আনুগত্য এবং যখনি সে বান্দাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী ও ইখলাছ, তখন সে ক্ষ্যান্ত হয়। কারণ বান্দার এ অটলতাই তার জন্য প্রভূত কল্যাণের কারণ হবে সন্দেহ নেই। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, শয়তান তোমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখে যে তুমি সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে অটল, তখন সে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়। আর যখন দেখে তুমি কখনো আনুগত্য করছ, আবার কখনো ছেড়ে দিচ্ছ তখন সে তোমার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে *(ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ)*।

আত্মতৃপ্তি পরিহার করা :

আমি খুব ভাল মানুষ বা আমি অনেক লোকের চেয়ে সৎকর্ম বেশী করি, এ ধরনের অনুভূতি লালন করার নাম হ'ল আত্মতৃপ্তি। এটা এক খারাপ আচরণ। শয়তান এ পথ দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে থাকে, ঢুকে পড়ে তার অন্তকরণে সন্তর্পণে।

যে আত্মতৃপ্তিতে ভোগে, সে যেন আল্লাহ্র প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে ধারণা পোষণ করে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আত্মতৃপ্তিতে পতিত হওয়া কতিপয় মানুষের কথা বলেছেন এভাবে,

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا قُل لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-

'তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে। বল, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করো না, বরং আল্লাহ ঈমানের দিকে পরিচালিত

৭. *মুসনাদ আহমাদ হা/১৯৬২২; সনদ হাসান, ছহীহ তারগীব হা/৩৬।*

করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(হুজুরাত ৪৯/১৭)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইখলাছ অবলম্বনে যতগুলো বাধা আছে তার মধ্যে আত্মতৃপ্তি হ'ল অন্যতম। আত্মতৃপ্তি যাকে পেয়ে বসবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে অহংকার করবে তার আমল নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হবে *(আল-আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যাহ)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন কোন কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার নিয়ত করবে, আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করে এ কাজ করার সামর্থ্য দিয়েছেন এটা মনে রাখবে, তাঁরই দেয়া শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা এ কাজ করা হচ্ছে, তিনিই মুখ, অন্তর, চোখ, কানকে এ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করেছেন এ অনুভূতি পোষণ করবে। এ রকম নিয়ত ও অনুভূতি যদি কাজ করার শুরুতে না থাকে তাহ'লে আত্মতৃপ্তিতে পতিত হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে তার আমলটা বৃথা যাবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ)*।

সৃষ্টজীব আমার কাজ সম্পর্কে জানুক, তারা আমার প্রশংসা করুক ও আমাকে তিরস্কার না করুক-এমন নিয়তে কাজ করলে তা এক ধরনের শিরক বলে আল্লাহ্র কাছে গণ্য হবে *(ইবনে তাইমিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া)*।

মানুষের সমালোচনা ও প্রশংসার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুখলিছ বান্দা ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে না। কেন সে মানুষের ভাল-মন্দ কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে। সে তো জানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জেনে রাখ! পুরো জাতি যদি তোমাকে উপকার করতে একত্র হয় তবুও তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন (তা অবশ্যই ঘটবে)। এমনিভাবে, পুরো জাতি যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্র হয় তবুও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যা তোমার বিপক্ষে লিখে রেখেছেন (তা নিশ্চয়ই ঘটবে)। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর খাতা শুকিয়ে গেছে।[৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, আগুন ও পানি যেমন একত্র হ'তে পারে না। সাপ এবং গুই সাপ যেমন এক গর্তে থাকতে পারে না, তেমনি একই হৃদয়ে ইখলাছ ও মানুষকে সন্তুষ্ট করার ভাবনা একত্র হ'তে পারে না *(ইবনুল কাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ)*।

মানুষের নযর কাড়ার প্রতি গুরুত্ব দিলে, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের ভাবনা অন্তরে স্থান দিলে তা কাউকে উপকার করবে না ও ক্ষতি থেকেও ফিরাবে না। বরং এ ধরনের ভাবনা শুধু মানুষের কাধে সমালোচনার যোগান দেয়।

[চলবে]

৮. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৫১৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৩০২।*

ইসলাম ও পর্দা

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। এটা আসমানী কিতাব আল-কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে। এজন্য পৃথিবীতে মানবের বংশ বিস্তারের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কারণে নর এবং নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষ এবং নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানব বংশ বিস্তার করবে। আল্লাহ তা'আলা অপূর্ব কৌশলে পুরুষ এবং নারী উভয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি দিয়েছেন। তা না দিলে সৃষ্টি প্রক্রিয়া অকার্যকর হ'ত। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু অন্য ধাতুকে আকর্ষণ করে না। তাহ'লে বলতেই হবে যে লোহারও আকর্ষিত হবার গুণ রয়েছে। এটাই সঠিক যে, পুরুষ আকৃষ্ট হয় নারীর প্রতি, আর নারী আকৃষ্ট হয় পুরুষের প্রতি। তথাপি এটাই সত্য যে, নারীর প্রতি পুরুষই অধিক আকর্ষণ বোধ করে। মানসিকভাবে পুরুষই নারীর প্রতি অধিক দুর্বল। আদম (আঃ) হাওয়া (আঃ)-এর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই তিনি হাওয়ার অনুরোধে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছিলেন। এটা শুধু আদি মানবের বেলাতে ঘটেছিল তা নয়, আজও এরূপ ঘটতে দেখা যায়।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রতিহত করতেই নারীর জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কয়েকজন পুরুষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষের সংগে নারীর দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা আল্লাহ্র কিতাব আল-কুরআনের বিধান। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র অহী, 'মুমিনা নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের আপন দৃষ্টি সংযত রাখে, আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করে চলে, প্রকাশ না করে তাদের বেশ-ভূষা এবং অলংকার ততটুকু ব্যতীত, যতটুকু সাধারণতঃ প্রকাশমান এবং আপন চাদর গলা ও বুকের উপর জড়িয়ে দেয় এবং প্রকাশ না করে তাদের সাজ-সজ্জা তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের পুত্র, স্বামীর পুত্র, সহোদর ভাই, ভাইয়ের পুত্র, ভাগিনা অথবা তাদের নারীগণ, তাদের অধীনস্থ গোলাম অথবা কামপ্রবৃত্তিহীন গোলাম অথবা সেই সকল শিশু যারা নারীর গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না এদের নিকট ব্যতীত। আর নারীরা যেন তাদের পা এমন জোরে না ফেলে, যা দ্বারা তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ পায়' *(নূর ৩১)*।

কুরআন মাজীদে আরও বলা হয়েছে, 'হে নবীর বিবিগণ তোমরা সাধারণ নারীর মত নও, যদি তোমরা পরহেযগার হও, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলবে না, তাহ'লে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা

* *সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

তোমাদের প্রতি কু-বাসনা করবে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে আর গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে এবং পূর্বের মূর্খতার যুগের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩২-৩৩)*।

আল্লাহ তা'আলা জানেন, তারা যা মনের মধ্যে গোপন রাখে। নারীদের সৌন্দর্য এবং মধুর বাক্য পুরুষের অন্তরে রোগের সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন 'হে নবী! তুমি নিজের বিবিদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মুমিন গণের নারীদেরকে বল যেন তারা নিজেদের চাদর মাথার উপর কিছুটা টেনে নেয়, এতে তাদেরকে চিনতে সুবিধা হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৫৯)*।

অতএব নারীদের সঙ্গে পুরুষের সাবধানতা রক্ষা করে চলা কর্তব্য। নইলে অঘটন ঘটা স্বাভাবিক, যা ধর্ম এবং নীতির নিরিখে বৈধ নয়। এ কারণেই নারীর প্রতি পর্দার আদেশ। পর্দা নারীর বর্ম স্বরূপ। তার সুরক্ষার জন্য, পাপ ও পতন থেকে রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ ধর্মে আল্লাহ মানুষের জন্য যে সকল আচরণবিধি নির্দেশ করেছেন, তা সবই মানুষের শান্তি, মঙ্গল এবং সুশৃংখল জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে। তার ব্যতিক্রম হ'লে ইহকালে অশান্তি, পরকালে কঠিন আযাব অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে শান্তি-শৃংখলার সঙ্গে বসবাস এবং তাঁর ইবাদত করতে পারে সেই লক্ষ্যে কুরআন মাজীদের মাধ্যমে বিধি-বিধান জারী করেছেন। মহানবী (ছাঃ) কুরআনের আলোকে শরী'আ আইন প্রচার করেছেন। সবই মানব কল্যাণের নিমিত্তে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা পোষাক সম্পর্কে বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি পোষাক নাযিল করেছি তোমাদের লজ্জা নিবারণের জন্য এবং শোভার জন্য। আর পরহেযগারীর পোষাকই উত্তম। ইহা আল্লাহ্র মহিমার নিদর্শন, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ২৬)*।

পোষাক লজ্জা নিবারণের জন্য। আর পরহেযগারীর পোষাককে উত্তম বলা হয়েছে। পরহেযগারীর পোষাক মানে আল্লাহ নির্দেশিত পোষাক, যার নমুনা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনাতেই পেয়ে থাকি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিদর্শন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর সতর-এর সীমা পুরুষ থেকে ভিন্ন এবং পোষাকও ভিন্ন। আর পর্দাও নারীর পোষাকের অন্তর্গত।

এক সময়ে নারীর পোষাকে ভিন্নতা সকল দেশ ও জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টান সমাজই প্রথম নারীর পোষাক খর্ব করেছে। সেই সমাজে পুরুষের চাইতেও নারীদের পোষাকে অধিক খর্বতা পরিদৃশ্য হয়, যা অত্যন্ত আপত্তিকর। ঐ সকল দেশের ধর্মীয় নেতারাও তাতে হস্তক্ষেপ করছেন না। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেকালে তাদের পরিবারের নারীদেরও পর্দা মেনে চলতে হ'ত। জানা যায়, সেকালে অভিজাত হিন্দু পরিবারে নারীদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা ছিল, যদিও তা পুরোপুরি ইসলাম সমর্থিত কায়দায় নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশের রংপুর যেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়। তিনি একজন লেখিকাও ছিলেন। মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার পথিকৃৎ হিসাবে তিনি পরিচিত। জানা যায়, তিনি নিজে পর্দা মেনে চলতেন। কিন্তু তিনি লেখনী চালনা করতেন পর্দার বিরুদ্ধে। পর্দাকে তিনি অবরোধ বলেছেন। পর্দাকে তিনি নারী শিক্ষার অন্তরায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'অবরোধবাসিণী' নামে তিনি একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে পর্দা তথা বোরক্বা নিয়ে অনেক ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। বেগম রোকেয়ার বাল্য জীবনের কাহিনী থেকে জানা যায়, সেকালে মুসলমান সমাজে পর্দা নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল। তা সত্যি হ'তে পারে। আবার রোকেয়ার পর্দাবিরোধী রচনাতেও যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, তাও সত্যি। তার রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সমাজে পরবর্তী সময়ে পর্দা ভাঙ্গার হিড়িক লেগে যায়। মানুষের চিন্তা-চেতনাতেও পর্দা বিভীষিকার রূপ নেয়। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল হোসেনও এক সময়ে লিখেছিলেন, আকাশের বিদ্যুৎকে ধরে এনে পরিয়ে দেয় বোরক্বা। নারীরা যদি হয় বিদ্যুৎ, তাহ'লে তাকে অবশ্যই একটি আবরণের মধ্যে আবৃত রাখতে হবেই, নতুবা সর্বনাশের সম্ভাবনা। আমরা বিদ্যুৎতের ক্ষেত্রে অহরহ এ ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি।

অধুনা আমাদের সমাজের অধিকাংশ নারী পর্দা মেনে চলছে না। কেউ কেউ বা পুরোপুরি পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টান রমণীদের মতো বেপর্দায় চলাফেরা করছে। এরা ব্যভিচার ছড়াচ্ছে, এইডস সহ বিভিন্ন ঘাতক ব্যাধির জন্ম দিচ্ছে। বেপর্দার কারণে সমাজে নিয়ম-শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে। আমাদের দেশে নারী ধর্ষণ ও অপহরণের কারণও বেপর্দা চলাফেরা। অবশ্য অন্য কারণও রয়েছে। তবে পর্দাহীনতাই অন্যতম।

পর্দাহীনা নারীরা সীমালংঘনকারিণী। তারা ধর্ম বিধি মানে না বলে তাদেরকে স্বেচ্ছাচারিণী হ'তে দেখা যায়। ফলে সমাজের শান্তি-শৃংখলা এবং পবিত্রতা হরণ হয়। পর্দার খেলাফ হ'লে তা অশান্তি, বিশৃংখলা এবং অপবিত্রতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা নিষিদ্ধ বিধায় তা আল্লাহ তা'আলার রোষের কারণ হয়ে দেখা দেয়। আর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিতে মানুষের ইহকালেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ হবে না এবং পরকালেও ভোগ করতে হবে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। অতএব কালক্ষেপণ না করে সাবধানতা অবলম্বন যরূরী। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

আরব প্রিন্সদের উঁচু ভবন বানানোর প্রতিযোগিতা

*রবার্ট ফিস্ক**

সঊদী আরবের প্রিন্স আল-ওয়ালীদ বিন তালাত একজন পুরুষই বটে। তাঁর বক্তব্য, তিনি লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী যাঁরা হ'তে চান, তাঁরা সবাই এই একই কথা বলেন। কিন্তু ওয়ালীদ সত্যিই টাকার মালিক। 'ফোর্বস' ম্যাগাজিনের হিসাব মতে, ২০০৫ সালের পর থেকে তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স ২৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার থেকে নেমে এসেছে ১৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবন তিনি তৈরি করবেন। এক কিলোমিটার উঁচু ভবনের পাশে গত মাসে উদ্বোধন করা দুবাইয়ের ২৫ হাযার ফুট উঁচু বুর্জ খলীফা একটি বামনে পরিণত হবে। বাদশা আব্দুলাহ্‌র ভাগ্নে আল-ওয়ালীদ তাঁর কোম্পানির মানানসই নাম রেখেছেন কিংডম হোল্ডিংস। তিনি একই সঙ্গে রুপার্ট মারডকের নতুন কোম্পানিরও শেয়ারহোল্ডার। সে কারণে এ কথাগুলো আপনি দি টাইমসে পড়তে পারবেন না। আমি বলি, দীর্ঘজীবী হোক এই কিংডম হোল্ডিংস।

গতকাল সকালে আমি আল-জাজিরা টেলিভিশনের এক রিপোর্টারকে নিয়ে আটকে পড়া, বিক্ষুব্ধ, নোংরা, ঘিঞ্জি সাব্রা এবং শাতিলা রিফিউজি ক্যাম্পের বস্তিতে গিয়েছিলাম। এ ক্যাম্প বৈরূতে আমার বাসা থেকে খুব একটা দূরে নয়। দারিদ্র্যপীড়িত পাথুরে উপত্যকায় মানুষ বাস করছে। সাব্রা এবং শাতিলা, হ্যাঁ এখানেই ১৯৮২ সালের কুখ্যাত গণহত্যা ঘটিয়েছিল লেবাননের ক্রিশ্চিয়ান মিলিশিয়া বাহিনী ইসরায়েলের সঙ্গে আঁতাত করে। তারা ১৭ হাযার ফিলিস্তীনী বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ক্যাম্পটিকে ঘিরে রেখে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে সে হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে! ১৯৪৮ সালে জাতিগত গণহত্যা থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তাদেরই নাতিপুতি লেবাননের গ্যালিলিতে 'আপাতত' আশ্রয় নিয়েছিল। ক্যাসাবাংকা ছবির সেই ভিসাপ্রার্থীর মতো তারপর থেকে অপেক্ষা-অপেক্ষা আর অপেক্ষার পালা। এ অপেক্ষার পালা আর কখনোই তাদের শেষ হবে না।

লোহিত সাগরের বন্দর শহর জেদ্দায় নতুন টাওয়ার নির্মাণের ঘোষণা দেয়ার সময় যুবরাজ আল-ওয়ালীদ বলেন, 'আমি খুবই আশাবাদী, আমরা সবসময় নতুন আবিষ্কারের ব্যাপারে আগ্রহী'। এখন আমি ভালই জানি, আরব উপসাগরে অনেক মানবতাপ্রেমী মানুষ আছেন, যাদের মধ্যে আল-ওয়ালীদও একজন! কিন্তু অবস্থাটা কি? আফগানিস্তান রক্তে ভাসছে; ইরাক এমন একটি রাষ্ট্র হয়ে আছে যেখানে প্রায় গৃহযুদ্ধ চলছে। ইসরায়েলীরা সমানেই আরবদের ভূমি চুরি করে চলেছে, যে সম্পত্তির মালিক শুধু আরবরাই। আর, প্রিন্স আল-ওয়ালীদ ভবন নির্মাণ করে এক কিলোমিটার ওপরে উঠতে চাচ্ছেন! যে সঊদীরা তালিবানদের অঢেল উপহার দিয়েছেন, তাদের কি সামান্যতম ধারণাও নেই যে, তাদের চারপাশে কী ঘটছে?

আমরা সবাই জানি, আমেরিকা তার জোটের দেশগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করে যাচ্ছে। তারা দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং আরব উপসাগরে (সঊদী আরবে) অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। কিন্তু অতি সন্তর্পণে তারা ইসরাঈলে অস্ত্র সরবরাহও দ্বিগুণ করেছে। ৪০০ মিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৮০০ মিলিয়ন ডলার করেছে। ২০১২ সাল নাগাদ ইসরাঈলকে দেওয়া ওয়াশিংটনের উপহার ৯ বিলিয়ন ডলার অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে বসতি স্থাপনে ব্যবহার করা হবে। বারাক ওবামা এখন নিস্তেজভাবে এ বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন, তাঁর কিছু করার নেই। কিন্তু মোটেই এ কথা ভাবার অবকাশ নেই যে, ইসরাঈল এটা তার সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে না। ১৯৯১ সালে ইউএস মেরিন সঊদী আরবে ক্ষেপণাস্ত্র বয়ে নিয়েছিল ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু বাগদাদ-যুদ্ধে যোগদানের অংশ হিসাবে সে মিসাইল ঘটনাক্রমে ইসরাঈলের হাতে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে এ মিসাইলই ১৯৯৬ সালে লেবাননের অ্যাম্বুলেন্সে নিক্ষেপ করে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা হয়।

এখন নতুন করে আরবরা বিভিন্ন দিকে বাঁক নিচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মিসরের সরকার সে দেশের এযাবতকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল স্বীকৃতিদানকালে আমেরিকা বলেছিল) ফিলিস্তীনের রাফাহকে ঘিরে দেয়াল তৈরি করছে, যাতে আটকেপড়া ফিলিস্তীনীদের হাতে খাদ্য, জ্বালানি পৌঁছতে না পারে।

ইসরাঈলের ডেপুটি ফরেন মিনিষ্টার তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকে চরমভাবে অপমান করেছেন তুর্কি টেলিভিশনে প্রচারিত একটি এন্টি-সেমিটিক সিরিজ নিয়ে। তিনি রাষ্ট্রদূতকে একটি নিচু সোফায় বসতে বাধ্য করেছেন। এমনকি তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন। আমাদের প্রিয় বন্ধু পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. লিবারম্যানও একই অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। এ নিয়ে আমেরিকার প্রতিনিধি বেচারা বৃদ্ধ জর্জ মিশেল বারবার প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও নেতানিয়াহু অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোক; কিন্তু ইসরাঈলের এসব ঔদ্ধত্যপনা প্রমাণ করেছে যে, তারা মধ্যপ্রাচ্যের ব্যর্থ রাষ্ট্র (ব্যানানা রাজ) হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

কিন্তু এটাই শেষ নয়। আরবের যুবরাজ, আমীর, খলীফা ও প্রেসিডেন্টরা হোটেল এবং টাওয়ার নিয়ে হয়রান হয়ে আছেন। তোমারটার চেয়ে আমার পেইন্টিংটা বড়, আমার পেনসিলটা তোমারটার চেয়ে ধারাল, রংপেনসিলটা তোমারটার চেয়ে বড়। আর বিশ্ব এই শিশুখেলার দুঃখজনক চিত্র দেখতে থাকবে করুণ চোখে। কিন্তু প্রশ্ন করতে হয়, সাব্রা ও শাতিলার শিশুদের কয়টি প্রকৃত রংপেনসিল আছে?

[সংকলিত]

* *দি ইনডিপেন্ডেন্টের মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি।*

মনীষী চরিত

ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী ভারতের একজন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম, লেখক, গবেষক এবং জামে'আ সালাফিয়ার সাবেক রেক্টর। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন,

أحد العلماء المبرزين فى الأوساط العلمية بنشاطه المكثف فى التأليف والترجمة والصحافة والتدريس و نظارة الجامعة السلفية ومؤسساتها.

'তিনি গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ, সাংবাদিকতা, পাঠদান, জামে'আ সালাফিয়ার প্রশাসন ও অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহের তদারকি প্রভৃতি কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জ্ঞান জগতের একজন খ্যাতিমান আলেম'।[১]

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা :

ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী ১৯৩৯ সালের ৮ আগষ্ট ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার অন্তর্গত মৌনাথভঞ্জন নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মাদ ইয়াসীন। স্থানীয় 'দারুল উলূম' মাদরাসায় কুরআন মাজীদ পাঠের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। এখানে তিনি কুরআন মাজীদ হিফয (মুখস্থ) করেন এবং তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মৌ-এর 'জামে'আ আলিয়া আরাবিয়া'তে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও ফার্সী শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর 'জামে'আ ইসলামিয়া ফয়যে আম' মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেন। এখানে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা থাকলেও ড. আযহারী ছানুবিয়াহ (মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়েন। অতঃপর 'জামে'আ আছারিয়া দারুল হাদীছ' মাদরাসায় ভর্তি হয়ে পড়াশুনা শেষ করে সনদ লাভ করেন। এখানে তিনি যেসব শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করেন তাদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আব্দুল্লাহ আশ-শায়িক (মৃঃ ১৩৯৪ হিঃ/ ১৯৭৪ খৃঃ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এভাবে মৌ-এ অবস্থিত তিনটি মাদরাসার খ্যাতিমান শিক্ষকদের কাছে শিক্ষালাভ করে তাঁর জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেন।

'জামে'আ আছারিয়া দারুল হাদীছ'-এ পড়াশুনার সময় তিনি ইউ.পি বোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে মৌলভী ও আলিম এবং দ্বিতীয় বিভাগে ফাযিল পাশ করেন।[২]

উচ্চশিক্ষার জন্য মিসর গমন :

ভারতে পড়াশুনা শেষ করে ড. আযহারী উচ্চশিক্ষা লাভের উদগ্র অনিঃশেষ বাসনায় ১৯৬৩ সালে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। থিওলজি বা ধর্মতত্ত্ব অনুষদ (كلية أصول الدين) থেকে তিনি ১৯৬৬ সালে এম.এ পাশ করেন। অতঃপর তিনি **'নওয়াব ছিদ্দীক হাসান কনৌজী ভূপালী : জীবন ও অবদান (النواب صديق حسن القنوجي البوفالي: حياته وآثاره)** বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন। কিন্তু অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত করার পূর্বেই ভারতে ফিরে আসেন।[৩]

কায়রো রেডিওর উর্দূ বিভাগে চাকরি :

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি কায়রো রেডিওর উর্দূ বিভাগের অনুবাদক ও ঘোষক হিসাবে ২ বছর চাকরি করেন।[৪]

জামে'আ সালাফিয়ায় শিক্ষকতা :

১৯৬৭ সালে মিসর থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৬৮ সালে বেনারসের 'জামে'আ সালাফিয়া'য় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সালে তিনি এখানকার রেক্টর নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু খেদমত আঞ্জাম দেন।[৫] দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং এটিকে ভারতে আহলেহাদীছদের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বহির্বিশ্বে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে এটির পরিচিতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রত্যেক বছর এখান থেকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররা পড়তে যায়। এখান

১. ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, *জুহূদ মুখলিছাহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃঃ ২৭৩।*

২. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৭৩-৭৪; আবেদ হাসান রহমানী ও আযীযুর রহমান সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৮৯), পৃঃ ৮৭-৯২; মাসিক আস-সিরাজ (উর্দূ), ঝাণ্ডানগর, নেপাল, খণ্ড ১৬, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃঃ ২৬-২৭; ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, মূল : তারীখে আদাবে আরবী, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত (রাজশাহী : মুহাম্মাদী সাহিত্য সংস্থা, ২০০৬), পৃঃ ২২৭)।*

৩. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৭৪; আস-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।*

৪. *আস-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।*

৫. *ঐ, পৃঃ ২৭-২৮; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৭৪।*

থেকে ফারেগ হওয়া ছাত্ররা ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ :

জামে'আ সালাফিয়ায় শিক্ষকতা করার সময় ১৯৭০ সালে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিলে ভর্তি হন এবং ১৯৭২ সালে এম.ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে এখান থেকেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডির বিষয় ছিল ইবনু আব্দিল বার্র এর বাহজাতুল মাজালিস গ্রন্থের তাহকীক্ব (تحقيق كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر)।[৬]

পত্রিকা সম্পাদনা :

১৯৬৩ সালে জামে'আ সালাফিয়ায় পাঠদান শুরু হবার পর ১৯৬৯ সালে এখান থেকে একটি আরবী পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ড. আযহারী এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রথমতঃ পত্রিকাটি 'ছাওতুল জামে'আ' (صوت الجامعة) নামে বের হ'ত। পরবর্তীতে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ছাওতুল জামে'আ আস-সালাফিয়া' (صوت الجامعة السلفية) এবং তারপর 'ছাওতুল উম্মাহ' (صوت الأمة)। বর্তমানে শেষোক্ত নামেই পত্রিকাটি বের হচ্ছে।[৭] ইতিমধ্যে পত্রিকাটি ৪০ বছর অতিক্রম করেছে। ড. আযহারীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি দিন দিন উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষে আরোহণ করে। এ পত্রিকায় গবেষণামূলক, সমাজ সংস্কারমূলক, দাওয়াতী ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকাটির জুন ২০০৭ সংখ্যার সূচীপত্র নিম্নরূপ-

১. সম্পাদকীয় : 'রিয়াদ শীর্ষ সম্মেলন : দায়িত্ববোধের স্মারক, ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ণায়ক এবং ষড়যন্ত্রের নিন্দাজ্ঞাপক।

২. ইসলামী দিক নির্দেশনা (التوجيه الإسلامى) : আল্লাহ ও মানুষ রচিত বিধানে নারীর মর্যাদা (المرأة بين أمر الله وأمر البشر) -ড. মুহাম্মাদ বিন সা'দ আশ-শুআইয়ির।

৩. ইসলামী দাওয়াত (الدعوة الإسلامية) : দাঈর সফলতা (نجاح الداعية)- শায়খ ফাহদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াজরী।

৪. মুসলিম মনীষী চরিত (شخصية إسلامية) : আল-ইমাম আবু আব্দিল্লাহ বিন আবী যামনীন আল-ইলবীরী : জীবন ও অবদান (الإمام أبو عبد الله بن أبي زمنين حياته وآثاره) ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম মুহাম্মাদ হারূণ আল-মাদানী।

৫. প্রবন্ধ পরিচিতি : প্রফেসর ড. নিছার আহমাদের কতিপয় প্রবন্ধের পরিচিতি -ড. ফাওযান আহমাদ।

৬. ইসলামের মাহাত্ম্য (سمو الإسلام) : যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি (الأسرى وموقف الإسلام منهم) - মাসঊদ আলম আব্দুল কাইয়ূম সালাফী।

৭. ছাহাবী চরিত : অশ্বারোহী ছাহাবী কবি আয-যাবারকান বিন বদর : জীবন ও কাব্য-প্রতিভা (من الشعراء الصحابة الفرسان الزبرقان بن بدر: حياته وشعره) - আব্দুল হাদী আযমী।

৮. মুসলিম বিশ্ব : মুসলিম বিশ্বের খবর।

৯. জামে'আ সালাফিয়া সংবাদ।

১০. পত্রিকার উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে প্রচ্ছদ ব্যতীত মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০।

ড. আযহারী এ পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর সম্পাদকীয়গুলো আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অপরিসীম দখল ও সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর মনীষীর পরিচয়বাহী। ২০০৭ সালের ২৮ ও ২৯ মার্চ রিয়াদে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ফিরে এসে এ সম্পর্কে 'ছাওতুল উম্মাহ' পত্রিকার জুন ২০০৭ সংখ্যায় একটি চমৎকার সম্পাদকীয় লিখেন। উক্ত সম্পাদকীয়তে তিনি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ সম্পাদকীয়র এক স্থানে তিনি বলেন,

وهناك قرارآخر مهم، بل هو الأهم، وهو قرار تدريس العلوم والتقنيات النبوية فى الجامعات العربية. والغريب أن مثل هذا القرار جاء فى وقت متأخر جدا، ان الدول الغربية، الصليبية والصهيونية، لم تنل من الإسلام والمسلمين إلا بعد قوتها المادية وتقدمها العسكرى. إن الإسلام لم يحرم على المسلمين هذا التقدم، و لم يأمرهم بأن يصيروا لقمة سائغة للظلمة والطغاة.

৬. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৭৪; আস-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*
৭. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৭৪; আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ১০৭; আস-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।*

'সম্মেলনে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর তা হ'ল- আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান ও পারমাণবিক প্রযুক্তি শিক্ষাদান। বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এ ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক দেরীতে নেয়া হ'ল। পশ্চিমা খৃষ্টান ও জায়োনিষ্ট দেশগুলো তাদের জাগতিক শক্তি ও সামরিক অগ্রগতির মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আঘাত হেনেছে। ইসলাম মুসলমানদের জন্য এই অগ্রগতি অর্জন নিষিদ্ধ করেনি এবং অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীদের গোগ্রাসে পরিণত হ'তে আদেশ দেয়নি'।

এরপর তিনি বলেন,

ويا للآسف! غريب أمرالمسلمين، إنهم يوصفون بأنهم إرهابيون، ولكنهم هم يخافون الآخرين ولايخافهم أحد! إن القوة المجلوبة لاتنفع الآن، بل الأمة تحتاج إلى قوة حقيقية، وهى تنشأ من عند أنفسنا بعد العناية بالعلوم والتقنية، وبتسليح أنفسنا بأحدث الأسلحة التى تصنع عندنا، وقبل هذا وذاك الرجوع إلى الدين، والإنابة إلى الله خالق السماوات والأرض، وتطهير القلوب والنفوس من الأرجاس التى لحقتنا، ثم التخلى عن الحرب الكلامية التى لم تغننا قط ولن تغنينا الآن!

'হায় আফসোস! মুসলমানদের ব্যাপারটা বিস্ময়কর। তারা সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত হচ্ছে। কিন্তু (এমন এক সময় ছিল যখন) তারাই অন্যদের (মনে) ভীতির সঞ্চার করত। তারা কাউকেই ভয় করত না। আমদানীকৃত শক্তি এখন কোন কাজে আসবে না। বরং মুসলিম উম্মাহ্র প্রয়োজন প্রকৃত শক্তি অর্জন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আমাদের নিকট তৈরীকৃত অত্যাধুনিক অস্ত্র দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করার পর এ শক্তি আমাদের কাছ থেকেই জন্ম নিবে। এর পূর্বে আমাদেরকে দ্বীন এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দিকে ফিরে যেতে হবে এবং আমাদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে লেগে থাকা অপবিত্রতা থেকে আমাদের অন্তরসমূহকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। অতঃপর আমাদেরকে বাকযুদ্ধ পরিত্যাগ করতে হবে, যা অতীত কখনো আমাদের জন্য ফলপ্রসূ হয়নি এবং এখনও হবে না'।

ফিলিস্তীন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

ومأساة فلسطين لم تكن فصلا نهائيا لهذه المسرحية الإجرامية، بل وصل الأمر إلى دولة أفغانستان ثم العراق. إن الأبرياء فى الدولتين، وكذا فى فلسطين، يقتلون ظلما وعدوانا، ولعل العالم ينتظر بعد هذا الدمار والخراب تحقق الديمقراطية فى البلدين!

'ফিলিস্তীন ট্র্যাজেডি এই অন্যায় নাটকের শেষ দৃশ্য নয়। বরং আফগানিস্তান ও ইরাকেও এ অনৈতিক যুদ্ধ পৌঁছে গেছে। এ দু'টি রাষ্ট্র ও ফিলিস্তীনে নিরপরাধ ব্যক্তিরা নিগ্রহ ও শত্রুতার শিকার হয়ে নিহত হচ্ছে। এই ধ্বংসযজ্ঞের পরেও হয়ত বিশ্ব দেশ দু'টিতে (ইরাক ও আফগানিস্তান) গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হওয়ার প্রতীক্ষা করবে'।[৮]

জামে'আ সালাফিয়ায় অন্যান্য দায়িত্ব পালন :

তিনি জামে'আ সালাফিয়ার রেক্টরের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি 'ইদারাতুল বুহূছ আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইফতা' বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন,

وبجانب نشاطه فى مجال التدريس والصحافة ساهم فى مجالات أخرى فى الجامعة السلفية، منها المطبعة، وإدارة البحوث الإسلامية، وأشرف على المؤسستين من وقت إنشائها، بل يعتبر هو من مؤسسيها.

'শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি জামে'আ সালাফিয়ার অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহেও অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জামে'আর প্রেস ও ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি এ দু'টি সংস্থার তত্ত্বাবধান করে এসেছেন; বরং তিনি সেগুলোর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও বটে'।[৯]

আরবী, উর্দূ, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় অসংখ্য পুস্তক এখান থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছ ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রচিত মিশকাতুল মাছাবীহ-এর আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' অন্যতম।

তিনি এখান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর ভূমিকা লিখতেন। যেমন 'মির'আতুল মাফাতীহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,

والحق أن هذا الشرح رفع مكانة علماء الهند بين علماء الحديث فى العالم وفتح أمامهم طريقا نافعا ومنهجا متميزا لدراسة الحديث النبوى الشريف وللاستنباط منه، زاد الله هذا الشرح قبولا ونفعا، وأسكن مؤلفه جنة الفردوس.

৮. *ছাওতুল উম্মাহ, বেনারস, জামে'আ সালাফিয়া, খণ্ড ৩৯, সংখ্যা ৬, জুন ২০০৭, পৃঃ ৩-১০।*
৯. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৭৪।*

‘বস্তুত এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি বিশ্বের মুহাদ্দিছদের মাঝে ভারতীয় আলেমদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে এবং তাদের সামনে হাদীছে নববী অধ্যয়ন-পর্যালোচনা ও তা থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ পথ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতির দ্বার উন্মোচন করেছে। আল্লাহ এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতা বৃদ্ধি করুন এবং এর রচয়িতাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন’।[১০]

অনুরূপভাবে উক্ত বিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ‘মালুহু’ (حياة المحدث شمس الحق وأعماله) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,

فهذه دراسة تتناول ترجمة علم من أعلام السلفيين فى الهند، أنه قد وقف حياته وكرس جهوده لخدمة الحديث النبوى، واختار لذلك منهجا علميا نزيها يمتاز بالدقة والوضوح، ويخلو من التعصب المذهبى والتأويل البعيد والتعسف الردئ.

‘এটি এমন একজন ভারতীয় আহলেহাদীছ বিদ্বানের জীবন ও কর্মের পর্যালোচনা, যিনি হাদীছে নববীর খিদমতের জন্য নিজের জীবন ও প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং এজন্য সূক্ষ্মতা ও স্পষ্টতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং মাযহাবী গোঁড়ামী, দূরবর্তী ব্যাখ্যা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত পরিচ্ছন্ন গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন করেছিলেন’।[১১]

সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও অংশগ্রহণ :

তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে জামে‘আ সালাফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৮ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ‘কাদিয়ানী মতবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ’ শিরোনামে এবং ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে কাতারে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী সম্মেলনে যোগদান করে ‘শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীছ’ (السنة مصدر ثان للتشريع) বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাছাড়া সঊদী আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।[১২]

২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে বেনারসের ‘জামে‘আ সালাফিয়া’য় দু’দিনব্যাপী ‘নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান হুসাইনী বুখারী (রহঃ) : হায়াত ওয়া খিদমাত’ (নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান হুসাইনী বুখারী : জীবন ও অবদান) শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসরবৃন্দ অংশগ্রহণ করে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে ২৯টি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সেমিনারে ড. আযহারী সেমিনারের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দেন।[১৩] উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ‘আস-সিরাজ’ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শামীম আহমাদ নাদভী এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ‘জামে‘আ সালাফিয়ার হল রুমে সেমিনার শুরু হ’লে তিনি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করেন এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রোগ্রামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্ক আলোকপাত করার সাথে সাথে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের জীবনের বিভিন্ন দিক এবং ইলমী খিদমতের উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন এবং নিজের প্রবন্ধের উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করেন। এর মাধ্যমে তার অধ্যয়নের গভীরতা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর মনীষা সম্পর্কে অবগত হই’।[১৪]

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে ‘মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ’ এর উদ্যোগে দিল্লীতে একটি ঐতিহাসিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতেও তিনি উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন।[১৫]

এছাড়া ১৯৮০ সালে জামে‘আ সালাফিয়ায় দাওয়াত ও শিক্ষা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে দেশ-বিদেশের ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। এ সেমিনারকে সফল করার জন্যও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এ সেমিনার নিয়ে ‘মাজাল্লাতুল জামে‘আ সালাফিয়া’র (বর্তমানে ‘ছাওতুল উম্মাহ’) একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৮।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অবদান :

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ড. আযহারীর দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। জামে‘আ সালাফিয়াতে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। ‘তারীখে আদাবে আরবী’ শিরোনামে দু’খণ্ডে উর্দূতে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, যেটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রফেসর, প্রবীণ কলামিষ্ট ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান অনুবাদ করেন। অনূদিত ১ম খণ্ড প্রথমবার

১০. *ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, মির‘আতুল মাফাতীহ (বেনারস : জামে‘আ সালাফিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৮), ১ম খণ্ড, ভূমিকা দ্র.।*
১১. *মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ‘মালুহু (বেনারস : জামে‘আ সালাফিয়া, ১৯৭৯), পৃঃ الف।*
১২. *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০।*
১৩. *আস-সিরাজ, মে ২০০৬, পৃঃ ৩-৯; আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃঃ ১৭, মনীষী চরিত : নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) দ্র.।*
১৪. *আস-সিরাজ, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃঃ ২৫।*
১৫. *ঐ, পৃঃ ২৫-২৬।*

প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ এর জুলাই মাসে এবং দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ এর জুনে।

তিনি প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক- প্রাবন্ধিক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ বিরচিত আত্মজীবনী 'আনা' (আমি)-এর উর্দূ অনুবাদও করেন, যা জামে'আ সালাফিয়া থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। 'মানছূরুল ফাকিহী : হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু' শিরোনামে আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত 'মাজাল্লাতুল মাজমা আল-ইলমী আল-হিন্দী' (مجلة المجمع العلمي الهندى) তে তিনি আরবীতে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেন। তাছাড়া আধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃত মাহমূদ সামী আল-বারূদী *(মাসিক বুরহান, দিল্লী, মে ১৯৬৭)*, শাওকী ও তাঁর কবিতা *(মা'আরিফ, আযমগড়, মার্চ-জুন ১৯৭০)*, হাফিয ইবরাহীম একজন জাতীয়তাবাদী মিসরীয় কবি *(বুরহান, দিল্লী, অক্টোবর ১৯৭৯)*, ইবনু কুতায়বার জীবনী এবং অবদান *(অর্ধ সাপ্তাহিক দাওয়াত, দিল্লী)*, উমাইয়া যুগের গীতিকাব্য চর্চা *(ছাওতুল জামে'আ, বেনারস)* প্রভৃতি বিষয়ে উর্দূতে প্রবন্ধ লিখে আরবী সাহিত্যে অবদান রাখেন।[১৬]

রচনাবলী :

মৌলিক গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উর্দূ ও ফার্সী থেকে আরবীতে এবং আরবী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। নিম্নে তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থগুলোর তালিকা পেশ করা হ'ল-

আরবী থেকে উর্দূতে রূপান্তরিত গ্রন্থাবলী :

১. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব কৃত মুখতাছার যাদুল মা'আদ (মুম্বাইয়ের আদ-দারুস সালাফিয়া থেকে প্রকাশিত)।
২. সিরিয়ার আহলেহাদীছ বিদ্বান জামালুদ্দীন কাসেমী রচিত ইছলাহুল মাসাজিদ (প্রকাশক : ঐ)।
৩. তালখীস ওয়া তারজামা ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া।
৪. 'রিসালাত কে সায়ে মেঁ' শিরোনামে আব্দুল হালীম উআইস এর 'ফী যিলালির রাসূল' এর অনুবাদ (প্রকাশিত)।
৫. সুকূতু ছালাছীনা দাওলাহ (ঐ লেখক, প্রকাশিত)।

উর্দূ বা ফার্সী থেকে আরবীতে অনূদিত গ্রন্থাবলী :

১. কাযী সুলাইমান মানছূরপুরী (মৃঃ ১৩৪৯ হিঃ) রচিত রাহমাতুল্লিল আলামীন।
২. ঐতিহাসিক গোলাম রসূল মেহের রচিত 'সারগুযাশতে মুজাহিদীন' এর অনুবাদ 'তারীখুল মুজাহিদীন'।
৩. মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীর 'হারাকাতুল ইনতিলাকিল ফিকরী ওয়া জুহূদুশ শাহ অলিউল্লাহ আদ-দেহলভী'। এতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং ভারতীয় উপমহাদেশে এই দাওয়াত প্রচার-প্রসারে নানাবিধ বাধা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসমাঈল সালাফী প্রথমত প্রবন্ধাকারে মাজাল্লাতুল জামে'আ সালাফিয়াতে এটি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ড. আযহারী আরবীতে অনুবাদ করে জামে'আ সালাফিয়া থেকে প্রকাশ করেন।
৪. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী রচিত 'কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিশ শায়খাইন' গ্রন্থটি ফার্সী থেকে আরবীতে রূপান্তর করেন। এতে অনেক হাদীছ ও আছার রয়েছে। ড. আযহারী এগুলোর তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ করেন।
৫. ঐ কৃত 'ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা' (ফারসী) গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।
৬. মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী রচিত 'মাসআলাতু হায়াতিল আম্বিয়া' (উর্দূ থেকে আরবী অনুবাদ)।
৭. আল-ইসলামু তাশকীলুন জাদীদুন লিল হাযারাহ (রিয়াদ : দারুল উলূম, ১৯৮২)। মূল: তাকী আল-আমীনী।
৮. বায়নাল ইনসান আত-তবী'ঈ ওয়াল ইনসান আছ-ছিনা'ঈ (কায়রো : দারুল ই'তিছাম, ১৯৮২)। মূল: ঐ।
৯. আছরুল ইলহাদ : খালফিয়্যাতুহু আত-তারীখিয়্যাহ ওয়া বিদায়াতু নিহায়াতিহি (কায়রো : দারুছ ছাহওয়া, ১৯৮৪)। মূল: ঐ।
১০. আস-সুনানুর রাব্বানিয়্যাহ ফী রুকিইয়িল উমাম ওয়া ইনহিতাতিহা (ঐ, ১৯৮৬)। মূল: ঐ।

মৌলিক রচনা :

১. খাতূনে ইসলাম (উর্দূ, প্রকাশিত)।
২. তাখরীজু আহাদীছে বাহজাতুল মাজালিস।[১৭]

ইন্তিকাল :

ইলমী জগতের এই প্রতিভা ২০০৯ সালের ৩০ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।[১৮]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, ড. আযহারী আমৃত্যু নিজেকে ইলমের ময়দানে ব্যাপৃত রেখেছিলেন নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। বিশেষত জামে'আ সালাফিয়ার উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে এবং ভারত ও বহির্বিশ্বে উহার পরিচিতি বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলমী জিহাদেও তাঁর অবদান ছিল ঈর্ষণীয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন! আমীন!!

১৬. *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮-৩০।*
১৭. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৭৫-৭৭।*
১৮. *আস-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

*আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

অনেকদিন আগের কথা। গভীর বনে বাস করত এক শিয়াল এবং তার পাশে বাস করত এক গরু। গরু সহ অন্যান্য প্রাণীর জীবনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তারা প্রতিনিয়ত বনের হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ত। তাই শিয়াল ও গরু মিলে চিন্তা করল বনের নিরীহ প্রাণীদের নিরাপত্তার একটি ব্যবস্থা করা দরকার। তারা দু'জন একমত হ'ল যে, বনের সকল নিরীহ প্রাণীদের নিয়ে একটি সমাজ গঠন করা হবে। তাদের এই সিদ্ধান্তে বনের নিরীহ প্রাণীরা খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং তারা বনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এই সমাজের আওতাভুক্ত হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল। বনের নিরীহ প্রাণীদের নিয়ে গঠিত এই সমাজকে গরু ও শিয়াল মিলে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পারস্পরিক সহমর্মিতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। এভাবে তারা হিংস্র প্রাণীদের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করার পথ প্রশস্ত করল।

এভাবে চলতে চলতে একদিন শিয়াল ও গরু দুই বন্ধু মিলে গল্প করতে করতে নিজেদের সামাজিক বলয় অতিক্রম করে গভীর বনে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হয় বিশাল দেহী ভয়ংকর সিংহ। তার চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিংগ ছিটকে পড়ছে এবং রাগের প্রচণ্ডতায় থরথর করে কাঁপছে। কেননা তাদের দু'জনের কারণেই তার শিকার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। সাথে সাথে তার আধিপত্যও কমে গেছে।

সিংহের এই রাগ দেখে শিয়াল ভড়কে যায় এবং সে মাথায় কুটিল বুদ্ধি আটে। সে গরুকে বলল, বন্ধু! তুমি এখানে থাক আমি সিংহকে গিয়ে অত্যন্ত চতুরতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করছি। এই বলে সে সিংহের কাছে গিয়ে বলল, মামা! আমি চিরজীবন তোমার সাথেই ছিলাম, এখনো তোমার সাথেই আছি। এই দেখনা বনের নিরীহ প্রাণীদের নব জাগরণের অগ্রদূত তোমার চির শত্রু শয়তান গরুটাকে তোমার জন্যই এনেছি। তুমি গিয়ে খেয়ে নাও এবং তোমার কলিজা ঠাণ্ডা কর।

জবাবে সিংহ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আগে গরুটাকে বনের পাশের একটা গোপন গর্তে নিয়ে যাও। কেননা গরুকে প্রকাশ্যে খেলে তার অনুগত জন্তুদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। শিয়াল হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে গরুর কাছে এসে তাকে বলল, সিংহ আমাদের পাশের গর্তে যেতে বলল, তাহ'লে আমরা রক্ষা পাব। গরু শিয়ালের কথা সরল মনে বিশ্বাস করে পাশের গর্তে চলে গেল। এদিকে শিয়াল এসে সিংহকে বলল, সে যেতে চাইছিল না অনেক বুঝিয়ে নিয়ে গেছি। যান এবার আপনার দিলটা জুড়িয়ে আসেন। সিংহ সে কথার দিকে কর্ণপাত না করে শিয়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিয়াল চিৎকার করে বলল, হুযূর আমাকে কেন? আপনার জন্যতো গরুকে গর্তে রেখে এসেছি। হুযূর অনুরোধ আমাকে খাবেন না। জবাবে সিংহ বলল, 'ওরে শিয়াল তুই যদি তোর চিরদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বিপদ-আপদ ও তোদের সমাজ গঠনের অন্যতম সাথী গরুর সাথে শুধুমাত্র তোর নিজ স্বার্থের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিস তাহ'লে তুই যে পরে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবি না এর কি নিশ্চয়তা আছে?

ওরে মুনাফিক! এজন্য আগে তোকেই খাব। আর গরু তো গর্তে ধরাই আছে, ওকে পরে খেয়ে নেব। এই বলে সে শিয়ালের ঘাড়ে কামড় দিল। অন্যদিকে বনের প্রাণীরা এই অবস্থা জেনে ফেলে এবং তারা সবাই গর্তে আটকা পড়া তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার কাছে সমবেত হয়ে ঘটনা কী তা জানতে চায়। গরু শিয়ালের বিশ্বাসঘাতকতা সহ তার বিপদের ঘটনা পুরো খুলে বলে। বনের প্রাণীরা ঘটনা শুনে শিয়ালের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তার করুণ পরিণতিতে আনন্দ প্রকাশ করে।

এদিকে সিংহ শিয়ালকে শেষ করে গরুকে খাওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। বনের প্রাণীরা তার এই আগমনের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত সুসংঘবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় গরুকে ঘিরে এক নযীরবিহীন নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করে এবং সকলেই একসাথে নিজ নিজ কণ্ঠে ভীষণ আওয়াজে হুংকার দিতে থাকে। তাদের এই সমবেত হুংকার বনের চারিদিকে এক রণতরঙ্গ সৃষ্টি করে। তাদের এই রণতরঙ্গে হিংস্র সিংহের হুংকার দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।

সিংহ তাদের এই অবিচ্ছেদ্য অটুট একতা দেখে এবং তাদের হুংকারে ভড়কে যায়। গরুকে খাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে পিছুটান দেয় এবং পালিয়ে বনের ভিতর চলে যায়।

অন্যদিকে নিরীহ হাযার হাযার প্রাণীর সমবেত উচ্চারণ বনের দিগ-দিগন্তে পৌঁছে যায় এবং সবাই তাদের একতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতার কথা জানতে পারে এবং হিংস্র প্রাণীরা ছাড়া সমস্ত বনে আরো যত প্রাণী ছিল সবাই গরুর নেতৃত্বে সমবেত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একই সমাজভুক্ত হয়। এইভাবে পুরো বন নিরীহ প্রাণীদের আওতাধীন হয় এবং সমস্ত বনের নেতা হয় গরু।

শিক্ষা: উপরোক্ত ঘটনায় শিয়াল স্বজাতি ও বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের স্বার্থ হাছিল করতে গিয়ে সিংহের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে। তেমনিভাবে যুগে যুগে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের পরিণতিও হয়েছে একইরূপ। সুতরাং আজকের যুগেও যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের পরিণতিও হবে অনুরূপ। জামা'আতবদ্ধ মানুষ সুসংঘবদ্ধভাবে সততা, একতা, মৈত্রী ও সহমর্মিতার সাথে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে একজন নেতার অধীনে সমবেত হয়ে যদি সম্মুখপানে অগ্রসর হয় তাহ'লে যেকোন শক্তিই হার মানতে বাধ্য।

* আলিম ২য় বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগত

কোমর ব্যথায় করণীয়

লো ব্যাক পেইন বা কোমর ব্যথায় ভোগেননি এমন লোকের সংখ্যা কম। সাধারণত মহিলারা কোমর ব্যথায় বেশী ভোগেন। মেনোপোজের পর অধিকাংশ মহিলা কোমর ব্যথায় বেশী ভুগে থাকেন। কিছু নিয়ম মেনে চললে সাধারণতঃ বেশ সুস্থ থাকা যায়। যেমন-

শরীর সামনে বাঁকাবেন না : শরীরকে সামনের দিকে বাঁকানো যাবে না। কোন কিছু নিচ থেকে তোলার সময় শরীর না বাঁকিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ুন। এক হাতে কোন ভারী জিনিস বহন করবেন না। এতে করে যে হাতে বহন করবেন, সে পাশের স্পাইনের মাংসপেশিতে টান লাগবে।

কোমর সোজা রেখে বসুন : চেয়ারে বসার সময় কোমর সোজা রেখে বসুন। এজন্য দু'একটি ছোট কুশন কোমরের নিচের অংশে রেখে বসতে পারেন। এতে কোমর সোজা হয়ে থাকবে। দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকবেন না। হেঁটে আসুন কিছু সময়ের জন্য বা দাঁড়িয়েও থাকতে পারেন।

দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবেন না : যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাহ'লে এক জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে না থেকে একটু হাঁটাচলা করতে পারেন। এক পা একটি ছোট টুল বা উঁচু কোন কিছুর উপর রেখে অন্য পায়ে দাঁড়াতে পারেন। এতে আরাম বোধ করবেন।

দীর্ঘ সময় ভ্রমণ করবেন না : দীর্ঘ সময় ধরে ট্রেন বা গাড়িতে বসে থাকলে ঝাঁকুনিতে কোমর ব্যথা আরও বেড়ে যায়। এজন্য দীর্ঘ যাত্রাপথে দু'এক ঘণ্টা পর থেমে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার যাত্রা করুন।

শক্ত বিছানায় ঘুমান : শক্ত বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস করুন। এতে পুরো শরীর যেমন সাপোর্ট পায়, তেমনি নিচের দিকের স্পাইনগুলোতে চাপ কমে যায়। শক্ত বিছানা বলতে কিন্তু খালি কাঠ নয়, আমরা যে তোষক ব্যবহার করি সেটি হ'লেই হবে। কাত হয়ে অথবা চিৎ হয়ে শোবেন কিন্তু উপুড় হয়ে শোবেন না।

অতিরিক্ত ওযন হ্রাস করা : অতিরিক্ত ওযন বহনের কারণে কোমরে চাপ পড়ে কোমর ব্যথা বেড়ে যায়। এজন্য শরীরের অতিরিক্ত ওযন কমিয়ে ফেলা অতি যরূরী।

নিয়মিত ব্যায়াম : কোমর ব্যথার জন্য সবচেয়ে ভাল প্রতিশেধক হ'ল ব্যায়াম। সামনের দিকে ঝুঁকে কোন ব্যায়াম করবেন না। এতে ব্যথা আরও বেড়ে যাবে। প্রথমে সহজ ব্যায়াম দিয়ে শুরু করুন। প্রতিদিন অল্প অল্প করে ব্যায়াম করুন। এ ক্ষেত্রে নিচের ব্যায়ামগুলো করা যেতে পারে।

ক. ১। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দু'টি পাশে রেখে দিন। ২-৩ মিনিট রিলাক্স করুন।

২। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শরীরের উপরের অংশ (যতটুকু পারেন) আস্তে আস্তে উপরে তুলুন। ২-৩ মিনিট এভাবেই থাকুন।

৩। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে শরীরের উপরের অংশ আস্তে আস্তে উপরে তুলুন। এভাবে ২-৩ মিনিট থাকুন। আবার আস্তে আস্তে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন।

খ. উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাতগুলো শরীরের পাশে রেখে দিন। হাতের উপর ভর না দিয়ে ডান পা সোজা রেখে শ্বাস নিতে নিতে আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলুন। যতটুকু পারেন উপরে তুলে ধরে রাখুন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে মনে মনে ১০ পর্যন্ত গুনুন। শ্বাস নিতে নিতে আস্তে আস্তে নিচে নামান। একইভাবে বাঁ পা উপরে তুলে ধরে রাখুন। এবার দুই পা একসঙ্গে সোজা করে উপরে তুলে ১০ পর্যন্ত গুনুন। আস্তে আস্তে নামান। এবার হাতের উপর ভর না দিয়ে দুই পা ও কোমরের উপরের অংশ একসঙ্গে ধীরে ধীরে উপরের দিকে তুলুন। ১০ সেকেন্ড ধরে রেখে ধীরে ধীরে নিচে নামান। এভাবে পাঁচবার করে দিনে তিনবার করুন।

দুশ্চিন্তা দূর করুন : গবেষণায় দেখা গেছে, দুশ্চিন্তার কারণে কোমর ব্যথা বেড়ে যায়। তাই কমিয়ে ফেলুন মানসিক চাপ। মেডিটেশনও করতে পারেন। এতে মানসিক চাপ কমবে এবং বাড়বে আত্মবিশ্বাস।

[সংকলিত]

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তিনটি বই-

১. ছবি ও মূর্তি
২. তিনটি মতবাদ
৩. তালাক ও তাহলীল

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ
মূল: ড. নাছের আল-ওমর
অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ক্ষেত-খামার

হাঁস পালন করে কোটিপতি

পাবনা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে দুলাই ইউনিয়নের চারপাশে রয়েছে গাজনার বিল। এ বিল এলাকার তিন বেকার যুবক শুধু হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। সুজানগর উপযেলার দুলাই ইউনিয়নের চরগোবিন্দপুর গ্রামের ৩ যুবক ২০০১ সালে দুলাই উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়। হতাশা আর লজ্জায় তিন বন্ধু পড়ালেখা বাদ দিয়ে বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু দরিদ্র ঘরের সন্তান হওয়ায় তারা বিদেশ যাওয়ার সব টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। তিন বন্ধু ২০০৭ সালে ১৫ হাযার টাকা জোগাড় করে। কোন ব্যবসার পথ না পেয়ে ২০০ হাঁস কিনে লালন-পালন শুরু করে। পরিবারের লোকজনের গালমন্দ উপেক্ষা করে, কারও কথায় কান না দিয়ে হাঁসগুলো পালাক্রমে তিন বন্ধু গাজনার বিলে ছেড়ে লালন-পালন করতে থাকে। কিছুদিন পর হাঁসগুলো প্রতিদিন ১৯০টি করে ডিম দিতে থাকে। ৬ মাসের ব্যবধানে পালনের খরচ বাদে আয় করে ৮০ হাযার টাকা। এ টাকা দিয়ে তারা আরও ৮০০ হাঁস কিনে খামার সম্প্রসারণ করে। তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আত্মবিশ্বাস। ২০০৮ সালের শেষ দিকে ১ হাযার হাঁস থেকে তাদের আয় হয় ৮ লাখ টাকা। এ থেকে ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করে বিশাল হাঁস হ্যাচারি। অবশিষ্ট ৫ লাখ টাকা দিয়ে আরও দুই হাযার হাঁসের বাচ্চা কেনে। বর্তমানে তাদের হ্যাচারিতে মোট ৩ হাযার হাঁস রয়েছে। বর্তমানে এখানে ৮ জন বেতনভুক্ত কর্মচারী কাজ করছে। হ্যাচারি মালিকরা জানায়, কোন মহামারী রোগে আক্রান্ত না হ'লে ২০১০ সালে তারা কোটি টাকার মালিক হবে। রাজলক্ষ্মী হ্যাচারির ডিম এখন ঢাকা সহ বিভিন্ন যেলায় নিয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। প্রতিটি হাঁস ৩৬৫ দিনে ৩০০টি করে ডিম দেয়। আর ৬৫ দিন বিশ্রাম নেয়। প্রতিটি ডিম খামার থেকে বিক্রি হচ্ছে ৬ টাকা দরে। অর্থাৎ একেকটি হাঁস বছরে ১৮০০ টাকার ডিম দেয়। ডিম দেয়া শেষে সেই হাঁস বাজারে বিক্রি হয় ১০০ থেকে ১৫০ টাকায়।

শিম চাষে বছরে আয় ১৫ কোটি টাকা

পাবনার ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া উপযেলার ১৩টি গ্রামে প্রায় আড়াই হাযার কৃষক শিম চাষ করে তাদের ভাগ্য পাল্টে ফেলেছেন। প্রতি মৌসুমে তারা ১৫ কোটি টাকারও বেশী আয় করছেন। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিম আবাদ হয় বলে এ এলাকা 'শিমসাগর' হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।

১৯৯৬ সালে ঈশ্বরদী উপযেলার ফরিদপুর গ্রামের শাহজামাল প্রথম যশোর থেকে ইপসা ও দেশী জাতের শিমের বীজ এনে এক বিঘা জমিতে আবাদ শুরু করেন। মৌসুম শেষে তিনি খরচ বাদে লাভ করেন প্রায় ১২ হাযার টাকা। তার এই সফলতায় এলাকায় হৈচৈ পড়ে যায়। শাহজামালের দেখাদেখি পরবর্তী বছরে আরও অনেক চাষী শিম আবাদ শুরু করেন।

উঁচু জমিতে যেখানে হলুদ, বেগুন, মরিচ আবাদ হয়, সেখানে প্রথমে শিমের চাষ শুরু হয়। এছাড়া যে জমিতে বর্ষা মৌসুমে ১ থেকে ২ ফুট পানি এবং রোপা আমন চাষ হয়- এমন জমির পাশ থেকে মাটি তুলে সারিবদ্ধভাবে ঢিবি তৈরী করে শিম চাষ করা হয়। এঁটেল মাটিতে শিম ভাল হয়। ঢিবি থেকে ঢিবির দূরত্ব তিন ফুট এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব সাড়ে ৪ থেকে ৬ ফুট। খুঁটির সারি মিলিয়ে একটি জাংলা বা মাচা তৈরী করা হয়। ফসল পরিচর্যার সুবিধার জন্য দু'সারির মাঝখানে ৩ ফুট জায়গা ফাঁকা রাখা হয়। আষাঢ় মাস থেকে জমি তৈরীর কাজ শুরু হয় এবং শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের দু'মাস পর থেকে গাছে ফুল আসে। ফুল আসার ২০/২৫ দিন পর থেকে শিম তোলা শুরু হয়। উঁচু জমিতে বৈশাখের ১৫ দিন পর্যন্ত শিম সংগ্রহ করার পর সেখানে ঢেঁড়স, ধইঞ্চা, তিল, পাট চাষ করা যায়।

শিমচাষী ও কৃষি বিভাগ জানায়, প্রতি একর শিম চাষে সর্বমোট খরচ হয় ২৫/৩০ হাযার টাকা। গড়ে ১০ টাকা কেজি হিসাবে শিম বিক্রি হয়ে থাকে। এতে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাযার টাকার শিম বিক্রি হয়। খরচ বাদে প্রায় ৩০/৪০ হাযার টাকা লাভ হয়। অবশ্য মৌসুমের শুরুতে প্রতি কেজি ১শ' টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়।

নাটোরের বড়াইগ্রামে চাষ হচ্ছে ভিয়েতনামের ড্রাগন ফল

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপযেলার নিভৃত পল্লীতে ক্যান্সার, হৃদরোগ, এসিডিটি ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধক ড্রাগন ফলের চাষ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রাগন ফলের চাষ উদ্বোধন করা হয়। ড্রাগন ফল ক্যাকটাস পরিবারভুক্ত। লতানো এ উদ্ভিদটিকে দেখে সবাই সবুজ ক্যাকটাস বলেই মনে করেন। ড্রাগন ফলের জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে। তবে ভিয়েতনামে এ ফল ব্যাপকভাবে চাষ হয়। এছাড়া এ ফল মেক্সিকো, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, ইসরাঈল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়ও চাষ করা হচ্ছে। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ড্রাগন ছাড়াও পিটায়া ও টিহায়া নামেও পরিচিত। এই ফল কাঁচা-পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। ঔষধি ও উচ্চ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ড্রাগন ফল খেতে খুবই সুস্বাদু। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, মিনারেল ও আঁশ আছে। সারা বছর এই ফলের চারা রোপণ করা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর চাষ ভাল হয়। শীতের চার-পাঁচ মাস ছাড়া বছরের অবশিষ্ট সাত-আট মাস ড্রাগন ফল পাওয়া যায়। ড্রাগন ফল লাল, সাদা, গোলাপি ও কালচে এই চার ধরনের হয়ে থাকে। তবে হাইলোসেরাস অনডাইটাস অর্থাৎ সাদা ফলটি বেশী পাওয়া যায়। প্রতি বিঘা জমিতে সর্বোচ্চ দু'শটি ড্রাগন ফলের গাছ রোপণ করা যায়। গাছ থেকে ফল পাওয়া যায় দুই থেকে তিন বছর পর। প্রতিটি গাছে ৫০ থেকে একশ'টির মতো ফল ধরে। প্রতিটি ফলের ওযন হয় পাঁচশ' থেকে আটশ' গ্রাম। ফলটি লম্বায় ৮ থেকে ১৪ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ ফলের শাঁস সাদা, হলুদ, সবুজ ও লাল বর্ণের হয়ে থাকে। ড্রাগন ফল চাষে কোন রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না।

[সংকলিত]

কবিতা

দেশের তরে

- এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

সাগর জলে সিক্ত নদী
নয়ন জলে বুক,
অগ্নি জ্বলে খাঁটি সোনা
ছড়ায় আপন রূপ।
কারার জেলে হকপন্থীরা
যুগের পরে যুগ,
হক্বের জোরে বেরিয়ে আসে
এটাই তাদের সুখ।
দেশের তরে সংগ্রামে
সদাই মোরা অটুট,
যুগে যুগে কত রাজসিংহাসন
পেয়েছি শত মুকুট।
ধর্মসমাজ রাষ্ট্রনীতি
সবখানে মোদের উদার প্রীতি,
গেয়ে যাই সাম্যের গান,
মাতৃভূমির লাগি আমরাই সর্বত্যাগী
দিয়েছি যুগে যুগে তরুণ প্রাণ।
ধান শালিকের দেশে আমরা বীরের বেশে
এনেছি স্বাধীনতার লাল সূর্য,
সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে
করতে পারি যেন দেশের সেবা হে আল্লাহ!
দাও তুমি মোদের সেই ধৈর্য।

***

অহি-র পথে

-মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

আপোষহীন অহি-র পথে ডাক দিয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলন,
সারা দুনিয়ায় ত্বাগূতেরা তাই করছে এতই আস্ফালন।
দুর্বার এ মহাকাফেলা কুরআন-সুন্নাহ্য় আপোষহীন,
লক্ষ্য শুধু অহি-র বিধান রাখবে কায়েম চিরদিন।
লা-শারীকাল্লাহ মূলমন্ত্র, বিশ্বনবী (ছাঃ) কাণ্ডারী,
হক্ব ও বাতিল বিশ্বের বুকে একমাত্র প্রভেদকারী।
আয়রে তোরা দলে দলে, এই কাফেলার ছায়াতলে,
লঘু-গুরুর অভিমানে যাসনা চলে রসাতলে।
গাহিছে যারা ভ্রান্তির ছলে যত অপবাদ,
লিপ্ত সদা করতে প্রচার গীবত আর তোহমত,
বলবে হয়তো তারাও একদিন, আহলেহাদীছ আন্দোলন
জিন্দাবাদ- জিন্দাবাদ- জিন্দাবাদ।

***

অপূর্ব সৃষ্টি জগত

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
খোলাহাটী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

কেন এই পৃথিবীর বুকে হাযার সৃষ্টি কুল,
মানব হ'ল অতি সুন্দর খাঁটি নির্ভুল।
তৈরী করল কোন্ জনা সে সুন্দর সুঠাম দেহ,
এত সুদক্ষ গঠনকারী হ'তে পারে কি সাধারণ কেহ।
বিশাল সেই বটগাছে কে বানালো ছোট্ট ফল,
দুর্বল গাছে তরমুজ দেখি সুন্দর পরিমল।
কোথা হ'তে আসছে পানি কোথায় বা তার বাড়ি,
কে বানালো মানবের মধ্যে অপরূপা সুন্দরী নারী।
কোন্ জনা সে ফুলের গাছে গন্ধে দিল ভরে,
পাখি সব যেন কার গান গায় মিষ্টি মধুর সুরে।
জলের মধ্যে মানুষ বাঁচে না মাছের বসবাস,
বৃক্ষের দোলায় তৈরী হ'ল শুদ্ধ সুবাতাস।
কে বানাল বিনা খুঁটিতে সুন্দর ঐ আসমান
কোন্ জন সে সৃষ্টি করল দেহের মাঝে প্রাণ।
তিনি হ'লেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মহান
সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে বিশ্ব জাহান।

***

এসো অহি-র পথে

-মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ইজমা ক্বিয়াস কিক্বাহ ছেড়ে
ধর হাদীছ ও কুরআন,
খালেছ মনে তওবা কর
হও খাঁটি মুসলমান।
যদি হ'তে চাও জান্নাতি মেহমান
সঠিকভাবে পালন কর আল্লাহ্র বিধান।
অহি-র বিধান মেনে যদি চল ইহকালে
মুক্তি পাবে আগুন থেকে তবে পরকালে।
ফির্কাবন্দী দলাদলী ছেড়ে দিয়ে ভাই
কুরআন হাদীছ মেনে চল নইলে নাজাত নাই।
ভ্রান্ত পথ ছেড়ে দিয়ে আস অহি-র পথে
যে পথ তোমায় তরিয়ে নিবে কঠিন ক্বিয়ামতে।
এসো সবাই অহি মানি পাইতে নাজাত
হিসাব তবে সহজ হবে মিলবে জান্নাত।

***

মহিলাদের পাতা

এপ্রিল ফুল বা এপ্রিলের বোকা!

*নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ**

'এপ্রিল ফুল' শব্দটা ইংরেজী। এর অর্থ 'এপ্রিলের বোকা'। এপ্রিল ফুল ইতিহাসের এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। অথচ প্রতি বছরের এপ্রিল মাসের পহেলা তারিখে আমাদের মাঝে যেন উৎসবের আমেজ পড়ে যায়। পহেলা এপ্রিল এলেই একে অপরকে বোকা বানানো এবং নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করার জন্য একশ্রেণীর লোকদের বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, তারা অপরকে বোকা বানিয়ে নিজেরা আনন্দ উপভোগ করে থাকে হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠে। ইতিহাসের বিভিন্ন বইয়ে ১লা এপ্রিল বা *'এপ্রিল ফুল ডে'*র ঘটনাসমূহে রস, কৌতুক আর আমোদ-প্রমোদের পাশাপাশি রয়েছে বেদনার এক কালো পাহাড়।

এ দিনের সঙ্গে একই সাথে মুসলিম ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দু'টি পৃথক মর্মান্তিক ঘটনা মিশে আছে। বিশেষ করে মুসলিমদের সাথে এর সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। এর ইতিহাস জানতে হ'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৪৯২ সালে।

ইসলামের সোনালী যুগে জাযীরাতুল আরবের সীমানা ছাড়িয়ে ইসলামী রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের সকল দিগন্তে। আলী (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর উমাইয়া খিলাফত শুরু হয়, তাদের সময় ব্যাপক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও কল্যাণে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের যে জোয়ার ওঠে সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের মাটিতেও। এ সময়ে মুসলিমরা জিব্রাল্টার পাড়ি দিয়ে ইউরোপের বুকে স্পেন সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী ও অত্যাচারী রাজা রডারিককে পরাজিত করেন। সেটি অষ্টম শতকের কথা।

মুসলিমরা স্পেন নিজেদের ইচ্ছায় দখল করেননি। স্পেনের প্রজা উৎপীড়ক রাজা রডারিক ক্ষমতায় এসেছিলেন তার পূর্বসূরী রাজা উইটিজাকে হত্যা করে। এ সময় সিউটা দ্বীপের শাসক ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান। তাই উইটিজার আধিপত্য ও তার পাশাপাশি অমানবিক অত্যাচার শুরু করলে জুলিয়ান তার কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজকীয় আদব-কায়দা শেখানোর জন্য রডারিকের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু রডারিক ফ্লোরিডার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। উইটিজা ছিলেন জুলিয়ানের শ্বশুর। শ্বশুর হত্যা ও কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নিতে জুলিয়ান তার জনগণের প্রবল ইচ্ছার কারণে মুসলিম বীর মূসার কাছে আবেদন করলেন স্পেন জয় করার জন্য। স্পেনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় তখন মূসাকে আহ্বান জানানো হয় তা আক্রমণের জন্য। সে সময় মুসলিম বিশ্বের শাসক ছিলেন ওয়ালীদ। মূসা তাঁর অনুমতি নিয়ে সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদকে পাঠান স্পেন আক্রমণে। পরে মূসা এসে তার সাথে যোগ দেন।

সেনাপতি তারিক ১২ হাযার সৈন্য নিয়ে রডারিকের ১ লক্ষ ২০ হাযার সৈন্যের মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন। সৈন্য সংখ্যার ব্যবধান তাকে মোটেও ভাবিয়ে তোলেনি। কারণ তিনি জানতেন তাদের আসল শক্তি লোকবল নয়; বরং ঈমান।

৭১১ খৃষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের মাটিতে পা রেখেই সৈন্যদের নামিয়ে আনলেন তারিক। জ্বালিয়ে দিলেন তাদেরকে বয়ে আনা জাহাজগুলো। তারপর সৈন্যদের লক্ষ্য করে বীর সেনানী তারিক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'প্রিয় বন্ধুগণ! এখন তোমাদের সামনে স্পেন, রডারিকের সেনাবাহিনী আর পিছনে ভূমধ্য সাগরের উত্তাল জলরাশি। তোমাদের সামনে দু'টো পথ। হয় লড়তে লড়তে জয়ী হয়ে ইসলামের বিজয় নিশান স্পেনের বুকে উড়ানো বা শাহাদাতের মর্যাদাসিক্ত হওয়া কিংবা সাগরের উত্তাল তরঙ্গের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাপুরুষোচিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। অত্যাচারী স্পেনীয় শাসক রডারিকের বিরুদ্ধে জিহাদ করে বিজয় ছিনিয়ে আনার বাসনা যদি থাকে তবে সামনে অগ্রসর হও।' এই বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিমগণ মহান প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার নামে রডারিকের রণসম্ভারে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং কেড়ে নিয়েছিল স্পেন। রডারিক ওয়াডালেট নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। এ যুদ্ধ জয় ইসলামের আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

আসলেই তখন ছিল ইউরোপীয় মানুষদের মধ্যযুগ। পুরো ইউরোপ জুড়ে তখন খৃষ্টীয় শাসন চলছিল। গীর্জা ও রাষ্ট্রের যৌথ শাসন জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। বিজ্ঞানীদের ধর্ম-বিদ্বেষী চিহ্নিত করে তাদের প্রতি নির্যাতন চলছিল। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল সর্বত্র। ধর্মীয় বিধানসমূহ গীর্জা ও পুরোহিত শাসকদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত হচ্ছিল বারবার।

এমনি সময়ে স্পেনের বুকে ইসলামের বিজয় ছিল স্পেনীয় সাধারণ মানুষের একটি বড় পাওনা। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, আদল-ইনছাফ, সাম্য-সৌভ্রাতৃত্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক নতুন সড়কে পা রাখল মুসলিম শাসন ব্যবস্থার অধীনে। মুসলিম শাসনের সময় স্পেনের রাজধানী ছিল গ্রানাডা এবং

**গোবিন্দা, পাবনা।*

তার অপর প্রধান শহর ছিল কর্ডোভা। গ্রানাডায় গড়ে ওঠে মুসলিম সভ্যতার একটি অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখানকার আল-হামরা প্রাসাদ, গ্রান্ড মসজিদ আজো মানুষের কাছে বিস্ময়কর স্থাপত্য। কর্ডোভায় গড়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রসমূহ। বিশ্বের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে ওঠে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়। সারা ইউরোপ থেকে দলে দলে শিক্ষার্থীরা এসে এখানে জড়ো হয় মুসলিম জগতের সহায়তায় গড়ে ওঠা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য। আজ যেমন লোকেরা হার্ভার্ড বা অক্সফোর্ডে যায়, তখন তারা যেত কর্ডোভায়। এ বাতিঘর থেকে আলোকিত হয়েই আধুনিক ইউরোপের উদ্দীপক ঘটনা শিল্প-বিপ্লবের নায়কেরা নিজ নিজ দেশে শিল্প গবেষণা ও উন্নয়নের রেনেসাঁর সূচনা করেন।

এভাবে মুসলিমদের সুশাসনে স্পেন হয়ে উঠে ইউরোপসহ সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। মুসলিম শাসনামলে স্পেনের ঘরে ঘরে ইসলামের বিস্তার ঘটে। দুই সভ্যতার মিলনকেন্দ্র স্পেনে দীর্ঘ মুসলিম শাসনামল ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতার চরম উৎকর্ষের কাল, ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের লালন ও বিকাশের সময়। মূলতঃঃ মুসলিমদের নিরলস প্রচেষ্টায় স্পেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে। দীর্ঘ ৮০০ বছর একটানা অব্যাহত থাকে এ উন্নতির ধারা। স্পেনে মুসলিমদের ৮০০ বছরের গৌরবময় শাসনের ফলে দেশটিতে তখন অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভবের অঢেল জোয়ার। এ সময় ইউরোপের এ ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছিল এক অনন্য মুসলিম সভ্যতা। ফলে স্পেনীয় মুসলিমগণ সমগ্র ইউরোপের সামনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মডেল হিসাবে চিহ্নিত হয়। এটিকে ইউরোপ স্বীকৃতি দিয়েছে 'মরুসভ্যতা' হিসাবে।

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের বাতিঘর গ্রানাডা ছিল সকল মানুষের জন্য এক আকর্ষণীয় কেন্দ্রবিন্দু। কালক্রমে এ সভ্যতায় ভাটা পড়ে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে মুসলিমদের শাসন ক্ষমতায় অবক্ষয় দেখা দেয়। একে একে মুসলিমগণ সময়ের সাথে সাথে বদলে যেতে থাকেন। নবম থেকে পঞ্চদশ শতক খৃষ্টানদের মধ্যযুগের শেষ পর্যায়। স্পেনের গ্রানাডার মুসলিম রাষ্ট্র তীব্র গতিতে ছুটছিল ধ্বংসের দিকে। কালের আবর্তে মুসলিম শাসক ও জনগণ হারিয়ে ফেলল তাঁদের মূল শক্তি ঈমান। মুসলিমদের মধ্যে শুরু হ'ল ক্ষমতার টানাটানি। মুসলিমরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ভুলে যায় কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা। নৈতিক অবক্ষয় ও অনৈক্য ধীরে ধীরে গ্রাস করে তাদের। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সন্ধানে কঠিন সাধনার পথ ছেড়ে তারা ধীরে ধীর ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে পড়ে। ঐক্য-সংহতি, শৌর্যের স্থলে তারা বিভক্তি, হানাহানি, ভীরুতা ও অদূরদর্শিতার পথে পা বাড়ায়। তাদের মাঝে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, গড়ে উঠে রং-মহল, তাদের হেরেমের নেতৃত্ব চলে যায় ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সুন্দরী আত্মীয়দের হাতে।

মুসলিম শাসকরা যখন কুরআন ও সুন্নাহ্র কথা একেবারে ভুলে গিয়ে জনসাধারণের সুখ-শান্তির মূলে পদাঘাত করে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে তখন তারা হারিয়ে ফেলে ইসলামী চেতনা। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর খৃষ্টান রাজারা মুসলিমদের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। খৃষ্টান নৃপতিরা চারিদিকে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত হ'তে থাকে। তারা মেতে উঠে কুটিল ষড়যন্ত্রে। তারা ঘোষণা করে যে, পিরিনিজ পর্বতমালা অতিক্রমকারী দুর্ধর্ষ মুসলিম বাহিনীকে যদি হটানো না যায়, তাহ'লে আগামী দিনগুলোতে ইউরোপের সকল গীর্জা থেকে মুসলিমদের আযান ধ্বনি শোনা যাবে। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নেয় স্পেনের মাটি থেকে মুসলিমদের উচ্ছেদ করার। এতদুদ্দেশ্যে পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা পার্শ্ববর্তী রাজা ফার্ডিন্যান্দের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং উভয়ে খৃষ্টান বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়। মুসলমানদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য ছিল। স্পেন থেকে মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য খৃষ্টানরা অনেকবারই চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু সফল হ'তে পারেনি। তাই তারা মুসলমানদের এ শক্তির রহস্য জানতে গিয়ে অবগত হ'ল যে, মুসলমানদের আত্মিক শক্তির মূল রহস্য হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। তারা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে, অন্য কাউকে নয়। তারা মূলে আঘাত হেনে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি দুর্বল করার জন্য মদ এবং নেশাজাতীয় সামগ্রী স্পেনে রফতানী আরম্ভ করল। তাদের এ কৌশলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল হ'তে লাগল। এক সময় পাশ্চাত্যের ক্যাথলিক খৃষ্টানরা স্পেনের সকল যুবকদের কাবু করে ফেলল।

১৫শ' শতাব্দীর শেষে স্পেনের মুসলিম শাসক বাদশাহ হাসানকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে তারই ছেলে আব্দুলাহকে দিয়ে হাসানের বিরুদ্ধে খৃষ্টানরা বিদ্রোহ করাল। খৃষ্টানরা তাকে বুঝাল যে, বাবাকে গদিচ্যুত করতে পারলে তোমাকে ক্ষমতায় বসানো হবে। পিতার বিরুদ্ধে আবু আব্দুল্লাহ বিদ্রোহ করলে, তিনি ক্ষমতা ছেড়ে পলায়ন করেন। আবু আব্দুল্লাহ ক্ষমতা গ্রহণ করার পর পরই শুরু হয় স্পেনের মুসলিমদের পতন। কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয়নি তার এ মসনদ। আবু আব্দুল্লাহর দুর্বল নেতৃত্ব, নৈতিক অবস্থান চিন্তা করে রাজা ফার্ডিন্যান্দ ও রাণী ইসাবেলার যৌথ বাহিনী স্পেন আক্রমণ করে বসে। আক্রমণ নিয়ে আবু আব্দুল্লাহ আলোচনার জন্য দরবারে বিশেষ সভার আয়োজন করেন। ফার্ডিন্যান্দ আবু আব্দুল্লাহকে আশ্বাস দেয় যে, তারা যদি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহ'লে তাদের জীবন রক্ষা করা হবে। দুর্বল রাজা ও তার

সভাসদবর্গ অবশেষে নিজেদের জীবন বাঁচাতে অতীতের চুক্তিভঙ্গের রেকর্ড ভুলে গিয়ে ফার্ডিন্যান্দের সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবু আব্দুল্লাহ্‌র সভাসদের অন্যান্য সকলেই খৃষ্টানদের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হ'লেও, কিন্তু সেনাপতি মূসা এ সন্ধি মানতে রাজি হ'লেন না। কারণ খৃষ্টানদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তিনি ভালভাবে অবহিত ছিলেন।

রাজা পঞ্চম ফার্ডিন্যান্দের সাথে পর্তুগিজ রাণী ইসাবেলার বিয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা খৃষ্টান শক্তির ঐক্য স্পেনে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা মুসলিমদের প্রদীপে বাতাসের প্রবল ঝাপটা দিল। ফার্ডিনান্দের শক্তির সামনে ছোট ছোট মুসলিম শাসকরা ছিল দুর্বল, বলা যেতে পারে প্রায় শক্তিহীন। মুসলিমদের ধর্মচ্যুত করার পায়তারা চলে ফার্ডিন্যান্দের আমলে। মুসলিমদের আরবী পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আরবীয় পোশাক পরা ছিল আইন পরিপন্থী। বাধ্য করা হয় মুসলিমদের খৃষ্টান স্কুলে ভর্তি হ'তে। এতে যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করত, তাদের জন্য ছিল বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। মুসলিমদের জন্য বিশেষ পোশাক ছিল, যা দেখে যত্রতত্র তাদের অপদস্থ করা হ'ত।

বিয়ের পর দু'জনে সম্মিলিতভাবে মুসলিম নিধনে নেতৃত্ব দেয়। সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনী হাযার হাযার মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস করতে করতে ছুটে আসে রাজধানী গ্রানাডায়। সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিমদের কখনও পরাজিত করতে পারেনি বলে চতুর ফার্ডিন্যান্দ পা বাড়ায় ভিন্ন পথে। তার নির্দেশে আশপাশের সব শস্যখামার জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আগুন জ্বালিয়ে পুড়ে দেয়া হয় শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ভেগা উপত্যকা। অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে।

এভাবে একের পর এক স্পেনের অধিকাংশ এলাকা খৃস্টানদের দখলে চলে যায়। অনেক আগেই তারা মুসলিমদের হাত থেকে কর্ডোভাসহ অনেক অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। বাকি ছিল গ্রানাডা। মুসলিম সেনাপতি মূসা আত্মসমর্পণের চেয়ে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেয়াকেই অধিক সম্মানজনক মনে করেছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ খৃষ্টানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণে রক্ষা পাবেন বলে যে ধারণা করেছিলেন, শিগগিরই তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফার্ডিন্যান্দ বাহিনী শহর অবরোধ করে রাখে। বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান কিছু মুসলিম।

মুসলিম বাহিনীর শেষ আশ্রয়স্থল ছিল রাজধানী গ্রানাডা। ফার্ডিন্যান্দ বাহিনীও গ্রানাডার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে যায়। ১৪৯১ সালের ২৪ নভেম্বর সহজেই ফার্ডিন্যান্দ গ্রানাডার রাজপথসহ সমগ্র শহর দখল করে নেয়। শুরু করে নৃশংস ও বর্বর হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ। অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে অনেক মুসলিম স্থানে স্থানে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহী এসব লোকজনকে হত্যা করা হয়। এক পর্যায়ে রাজা ফার্ডিন্যান্দ ও ইসাবেলার বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয় যে, 'মুসলিমগণ যদি শহরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে এবং নিরস্ত্র হয়ে গ্রানাডার মসজিদগুলোতে আশ্রয় নেয়, তবে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। আর যারা খৃষ্টান জাহাজগুলোতে আশ্রয় নেবে, তাদের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অন্যথা আমাদের হাতে তোমাদের প্রাণ হারাতে হবে।'

অসহায় মুসলিমগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার কথা ভুলে গিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। সেদিন ছিল ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল মোতাবেক ৮৯৭ হিজরীর ১২ রবীউল আউয়াল। দুর্ভাগ্যতাড়িত গ্রানাডাবাসী অসহায় নারী ও মা'ছুম বাচ্চাদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে খৃষ্টানদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে খুলে দেয় শহরের প্রধান ফটক। সরল বিশ্বাসে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সেদিন হাযার হাযার মুসলিম নর-নারী, বৃদ্ধ-শিশু সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেয় আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র মসজিদে। অনেকে আরোহণ করে জাহাজে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মিথ্যাবাদী প্রতারক কুখ্যাত ফার্ডিন্যান্দ ইসাবেলার খৃষ্টান বাহিনী শহরে প্রবেশ করে মুসলিমদেরকে মসজিদের ভেতর আটকে রেখে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। তারা তখনও জানত না যে, তারা মুসলিম ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর ইতিহাসে পরিণত হ'তে যাচ্ছে। এরপর রাতের আঁধারে একযোগে শহরের সমস্ত মসজিদের চারিপার্শ্বে আগুন লাগিয়ে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী নিরস্ত্র হাযার হাযার নিরপরাধ মুসলিম শিশু-বৃদ্ধ নর-নারীকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে বর্বর উল্লাসে মেতে ওঠে। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু অসহায় আর্তনাদ করতে করতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায় মসজিদের ভেতর। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ অসহায় মুসলিমদের আর্তচিৎকার যখন গ্রানাডার আকাশ-বাতাস ভারী ও শোকাতুর করে তুলল, তখন ফার্ডিন্যান্দ ও রাণী ইসাবেলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেসে বলতে লাগল, 'হায় মুসলিম! হায় (April's Fool) এপ্রিলের বোকা। শত্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস করে'? দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, নারী-পুরুষের আর্ত চিৎকার আর ফার্ডিন্যান্দ-ইসাবেলার ক্রুর হাসি একাকার হয়ে যায়। ওদিকে জাহাজে আরোহণকারী মুসলিমদের জাহাজ ডুবিয়ে হত্যার মাধ্যমেও খৃষ্টানরা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়। জীবিতদেরকে জোরপূর্বক খৃষ্টান বানায়। ৭১২ সালে এক মুসলিম সেনাপতি মূসা যে রাজ্যের পত্তন করেন। ৭৮০ বছর পরে ১৪৯২ সালে ঐ নামের আরেক সেনাপতির হাতে একই রাজ্যের পতন ঘটে। এ হৃদয়বিদারক ও করুণ ঘটনার মাধ্যমেই নিভে গেল মিটমিট করে জ্বলতে থাকা মুসলিম

রাষ্ট্রশক্তির প্রদীপের শেষ আলো। মুসলিমদের বোকা বানিয়ে মুসলিম ইতিহাসের এক রক্তাক্ত জঘন্য উৎসবে মেতেছিল খৃষ্টানরা, আর এখনও সে ধারাবাহিকতা চলছে সারা বিশ্বে। একদিন যে কর্ডোভা ও গ্রানাডার মসজিদগুলো থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আযান ধ্বনিত হ'ত, আন্দোলিত হ'ত স্পেনের মুসলিদের হৃদয়, আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সব গীর্জার স্তম্ভ। যেকোন মুসলিম স্পেনের বিমানবন্দরে ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালে অন্যরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, কী করছে এই লোক? আহ্ কী অসহ্য দৃশ্য!

আজ হ'তে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর আগে সেই যে স্পেনের রাজধানীতে এক ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় মুসলিমদের পতন হয়, তা কেবল একটি ঘটনামাত্র নয়, বরং হাযার ঘটনার জন্মদাতা। এরই পথ ধরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে বিদ্বেষী খৃষ্টান-ইহুদীগণ। পরপর তিনটি ক্রুসেডের পর মুসলিম দুনিয়া মূলতঃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে পরাজিত মুসলিমগণ বিজয়ীদের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত হয়।

মূলতঃ ফার্ডিন্যান্দের হাতে স্পেনের পতন, চেঙ্গিসের হাতে বোখারার পতন, হালাকু খাঁর হাতে বাগদাদের পতন, লর্ড ক্লাইভের হাতে সিরাজের পতন আর বেলফোর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে ইসরাঈল নামক মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়ার জন্ম; এ সবই যেন একই সুতোয় গাঁথা। আর বর্তমান সময়ে ইরাক ও আফগানিস্তানে যা হচ্ছে, গোটা মধ্যপ্রাচ্যে যা কিছু ঘটছে এগুলোও বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সময়ের পার্থক্য ছাড়া এ সব ঘটনার প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিণতি প্রায় এক ও অভিন্ন। আমরা হয়ত একটি ঘটনা বিশ্লেষণ করি, কষ্ট পাই, আহত হই, আবার সাহসও খুঁজে পাই কিন্তু এড়িয়ে যাই অপর ঘটনা। অথচ এ সবের মাঝে থোড়াই পার্থক্য। আমাদের এই যে চেইন অভ ট্রাজেডি, তার কী কোন শেষ নেই? যে দিকে তাকাই দেখতে পাই একই দৃশ্যপট, একই দৃশ্যকাব্য, আমরা আমাদের অনৈক্য, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত, অবিমৃষ্যকারিতার মাশুলও দিয়ে চলেছি।

'এপ্রিল ফুল ডে' উদযাপনে একে অন্যকে বোকা বানায়। এপ্রিল ফুল বাংলাদেশের বা প্রাচ্যের কোন উৎসব বা আনন্দের দিন নয়। বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশে দিনটির প্রচলন হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পরিণামে। ব্রিটিশরা আমাদের প্রায় ২০০ বছর শাসন করেছিল। অন্য অনেক কিছুর মতো ইংরেজরা এ দেশে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা বিষয় চালু করে। এর একটি দৃষ্টান্ত, এপ্রিলের ১ তারিখে 'এপ্রিল ফুল ডে' চালু করা।

ইংল্যান্ডে আঠারো শতক থেকে দিনটি ব্যাপকভাবে উদযাপিত হ'তে থাকে। ইংরেজ ও ফরাসিরা তাদের উপনিবেশগুলোতে এ প্রথার প্রচলন করে। স্কটল্যান্ডে ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী এপ্রিল ফুল ডে উদযাপিত হয়। মেক্সিকোতে এ দিবসটি অন্য প্রেক্ষাপটে উদযাপিত হয়ে থাকে। ডিসেম্বরের ২৮ তারিখ খৃষ্টানরা এরাডসের হাতে নিষ্পাপ শিশুদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের স্মরণে দিনটি উদযাপন করে।

এপ্রিল ফুলের এ ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর জোসেফ বসকিন। তিনি বলেন, এ প্রথাটির শুরু হয় রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের (২৮৮-৩৩৭ খৃঃ) শাসনামলে। হাসি-ঠাট্টা নিয়ে মেতে থাকে এমন একদল বোকা গোপাল ভাঁড় সম্রাটকে কৌতুক করে বলে, তারা রাজার চেয়ে ভালভাবে দেশ চালাতে পারবে। রাজা মহোদয় বেশ পুলকিত হ'লেন। রাজা গোপাল ভাঁড়দের সর্দার কুগেলকে একদিনের জন্য বাদশাহ বানিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। আর কুগেল সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যময় আইন জারি করে দিল যে, প্রতি বছরের এ দিনে সবাই মিলে তামাশা করবে। প্রফেসর বসকিন আরো বলেন, প্রাচীন ঐ সময়ের মারাত্মক দিনগুলোতে রাজাদের দরবারে কিন্তু বোকারূপীরাই ছিল প্রকৃত জ্ঞানী। তারা মজা বা হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে অনেক কাজ কৌশলে হাছিল করে নিত বা জ্ঞানের কথা রসালোভাবে চারদিকে ছড়িয়ে দিত। ১৯৮৩ সালে বার্তা সংস্থা এপি পরিবেশিত বসকিনের এ ব্যাখ্যাটি অনেক কাগজে নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। বসকিন মূলতঃ আগের সব ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। আর্টিকেলটি ছাপানোর আগে এপি দুই সপ্তাহ ধরে ভেবেছে তারাই এপ্রিল ফুল বোকামির শিকার হচ্ছে না তো!

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কাউকে বিভিন্নভাবে বোকা বানানোর প্রথা চালু আছে। রোমানদের হিলারিয়া উৎসবও এর অন্যতম। তারা মার্চের ২৫ তারিখে আট্রিসের পুনরুত্থান নিয়ে এ দিনে হালকামি করত, ইহুদীরা করত পুরিম উপলক্ষে। হিন্দুরাও হোলি উৎসব এ দিনের আশেপাশে করে থাকে।

অন্যান্য দিবসের মতো এপ্রিল ফুল দিবসটির উৎপত্তি পাশ্চাত্যে হ'লেও এর বিস্তৃতি এখন দেশে দেশে। পশ্চিমা সমাজে এ সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নির্মম কৌতুকও করা হয়। যেমন, কারো পিতামাতা বা স্ত্রীর ও বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করে কৌতুক করা হয়। সাদা কাগজ খামে ভর্তি করে বা স্বাক্ষর ছাড়া শূন্য চেক বন্ধুর কাছে পাঠিয়েও কৌতুক করা হয়। এপ্রিল ফুল উৎসব আজ মুসলিমদের জীবনেও প্রবেশ করেছে। অথচ এর উৎসব মূলতঃ মুসলিমদের বিরুদ্ধে স্পেনের মাটিতে খৃষ্টানদের প্রতারণাপূর্ণ বিজয়ের ইতিহাস। কেননা পয়লা এপ্রিলের অন্য সব ইতিহাস ১৪৯২ সালের পরে। আর ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত ঘটনার ভিত্তি খুবই দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের অলীক মারপ্যাঁচে এ পৃথিবীর

মুসলিমদেরকে এপ্রিল ফুলের মাধ্যমে বোকা বানানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে গিয়ে মূলতঃ তারাই বোকা বনে গেছে।

মুসলিমদের বোকা বানানোর এ দিনটিকে স্মরণীয় করতে আসল ঘটনা বেমালুম চাপা দিয়ে ১৫০০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সমগ্র খৃষ্টান জগতে এ দিনটিকে হাসি, ঠাট্টা এবং মিথ্যা প্রেম দেয়া-নেয়ার দিন হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে আসছে। আজ অবধি ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বে বোকা বানানোর এই দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের 'এপ্রিল ফুলস্ ডে' সম্বন্ধীয় বিশেষ কার্ড ও নিমন্ত্রণপত্র বের হয় পশ্চিমা দেশগুলোতে। খরচ করা হয় হাযার হাযার ডলার। পশ্চিমা দেশের মতো আমাদের দেশেও এপ্রিল ফুলের প্রচলন আছে। শহর কিংবা গ্রামে সব জায়গাতেই এ দিনে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেক ঠাট্টা-মসকরা এবং হৃদয়গ্রাহী রসিকতা চলে।

অত্যাচারী রাজা রডারিকের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জনগণকে মুক্তি দেয়ার জন্য বীর মুজাহিদ তারিক বিন যিয়াদ স্পেনে যে ইসলামী শাসনের সূত্রপাত করেছিলেন তার সুফল ভোগ করেছিল স্পেনবাসী দীর্ঘ ৮০০ বছর। স্পেনের ইতিহাসে এ স্বর্ণালী সময়ের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে গ্রানাডা, আল-হামরা, কর্ডোভা, সেভিজা, টলেডো। কিন্তু আফসোস! বিলাসবসনে মত্ত হয়ে মুসলিমরা ইসলাম থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে তাদের জীবনে সীমাহীন দুঃখই কেবল নেমে আসেনি, তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেছে স্পেনের মাটি থেকে। ১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিল গ্রানাডা ট্র্যাজেডির (পশ্চিমা বিশ্বে স্পেন থেকে মুসলিম উৎখাতের) ৫০০ বছর পূর্তি (১৪৯২-১৯৯২) উপলক্ষে স্পেনে আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়েছিল বিশ্ব খৃষ্ট সম্প্রদায়। সেখানে তারা নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খৃষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরি ফান্ড'। আর এরই ধারাবাহিকতায় গোটা খৃষ্টান বিশ্ব নানা অজুহাতে একের পর এক মুসলিম দেশগুলোতে আগ্রাসন চালাচ্ছে। অতএব সামনে ভয়াবহ দুর্দিন। এই দুর্দিনে এসব নব্য ইসাবেলাদের বিরুদ্ধে শান্তিকামী মুসলিম শক্তির চাই সুদৃঢ় ঐক্য। আর যদি তা করতে আমরা ব্যর্থ হই তবে অচিরেই গ্রানাডার মতো বধ্যভূমিতে পরিণত হবে গোটা মুসলিম বিশ্ব।

ইতিহাসের হৃদয়বিদারক ঘটনা ভুলে না গেলে এপ্রিল ফুল কোনো মুসলিমকে আনন্দ দান করতে পারে না। এখন আমরা কি পয়লা এপ্রিল হাসি-আনন্দের সাথে 'এপ্রিল ফুল ডে' উদযাপন করব, নাকি ইউরোপের বুকে অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশুদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মরণে দুঃখ অনুভব করব, মুসলিম ভাই-বোনেরা ভেবে দেখবেন কি?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামী দৃষ্টিকোণে সবচেয়ে ঘৃণিত হচ্ছে হাসি-মসকরাচ্ছলে মিথ্যা বলা। অনেকে ধারণা করে যে হাসি-রসিকতায় মিথ্যা বলা বৈধ। আর এ থেকেই বিশ্ব ধোঁকা দিবস বা এপ্রিল ফুলের জন্ম। এটা ভুল ধারণা, এর কোন ভিত্তি নেই ইসলাম ধর্মে। রসিকতা কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায় মিথ্যা সর্বাবস্থায় হারাম। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি রসিকতা করি ঠিক, তবে সত্য ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলি না'।[১] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছাহাবায়ে কেরাম একদা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেন। তিনি বললেন, 'আমি সত্য ভিন্ন কিছু বলি না'।[২]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, 'এপ্রিল ফুল ডে' উদযাপন তথা একে অন্যকে বোকা বানিয়ে, মিথ্যা বলে আনন্দ লাভ করার প্রচেষ্টা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী। সুতরাং এ থেকে আমাদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১. *তাবরানী ১২/৩৯১; ছহীহুল জামে হা/২৪৯৪।*
২. *তিরমিযী, হা/১৯৯০।*

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিস্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আপনার সমস্যা মোবাইলে, লিখিতভাবে অথবা সরাসরি সাক্ষাতে জানাবেন। ঔষধ কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠানো হয়।

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম
(H.M.B.A)
(৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)
রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।

নিজ বাসভবন
গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত।
মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫
বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)-এর সঠিক উত্তর

১। স্পুটনিক।
২। ভেলেন্তিনা তেরেসকোভা।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ।
৫। উথান্ট (মিয়ানমার)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র।
২। UNESCO
৩। সম্রাট আকবর।
৪। ১৯১১ সালে।
৫। শেখ মুজিবুর রহমান।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

১। রকেট আবিষ্কার করেন কে এবং তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
২। রিফ্রিজারেটর আবিষ্কার করেন কে এবং তাঁর জন্ম কোথায়?
৩। রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক কে এবং তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৪। মোটর সাইকেল আবিষ্কার করেন কে ও তাঁর জন্ম কোথায়?
৫। ক্যালকুলেটিং মেশিন কে আবিষ্কার করেন ও তাঁর জন্ম কোথায়?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (মানব দেহ)

১। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ চর্বি আছে তা দিয়ে কি কি করা যাবে?
২। মানবদেহে যে পরিমাণ ফসফরাস আছে তা দিয়ে কি করা যাবে?
৩। মানবদেহে যে পরিমাণ কার্বণ আছে তা দিয়ে কি করা যাবে?
৪। মানুষের শরীরে যে পরিমাণ লোহা আছে তা দিয়ে কি করা যাবে?
৫। মানবদেহে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তা দিয়ে কি করা যাবে?

সোনামণি সংবাদ

মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মণিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি বাঘা থানার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র শুভাকাঙ্ক্ষী জনাব নিযামুদ্দীন।

হাবাসপুর, বাঘা, রাজশাহী ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি বাঘা থানার পরিচালক আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুর্শেদ আলম ও গিয়াছুদ্দীন প্রমুখ।

গঙ্গারামপুর, বাঘা, রাজশাহী ২২ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টায় গঙ্গারামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রশিক্ষণ শেষে সংক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২২ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সিরাজুল ইসলাম মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সকলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ চর্চায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ইলিয়াস, অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীন ও রাজশাহী কলেজের এম.এস.সির ছাত্র লুৎফর রহমান।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ভালোবাসায় জীবন লাভ

ক্র্যাচে ভর দিয়ে বোবা মেয়ে হাসীনা এসেছে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার একটি গণভোজ সভায়। রিকশাচালক আফসারও এসেছে। তার নজর পড়ে নির্বাক অসহায় হাসীনার দিকে। তার ভিতরে মমত্ববোধ জেগে ওঠে মেয়েটির প্রতি। পরে তাদের মধ্যে বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্ত্রীর কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে তার খাওয়া-দাওয়া সবই করাচ্ছে প্রেমময় স্বামী। তার গভীর ভালোবাসার ছোঁয়ায় বোবা হাসীনার ভিতরটা জেগে ওঠে। এক সময় সে কথা বলতে শেখে। এমনকি ক্র্যাচ ছাড়াই সাবলীলভাবে হাঁটতেও শেখে। এখন রিকশা চালিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে অষ্টম শ্রেণী পাস আফসার তার নিরক্ষর স্ত্রীকে অ, আ, ক, খ, শেখায়। ইতিমধ্যে তাদের ঘর আলো করে এসেছে এক ফুটফুটে সন্তান।

[প্রকৃত ভালোবাসা মানুষের সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ চান মানুষে মানুষে প্রকৃত ভালোবাসা। তাই বছরের একদিন ভালোবাসা দিবস পালন করে মেকি ভালোবাসার প্রদর্শনী থেকে বিরত থাকা কর্তব্য (স.স.)]

দেশে প্রতি ২৫ লাখ লোকের জন্য একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ

দেশে প্রায় ২ কোটি লোক কোন না কোনভাবে কিডনি রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে সম্পূর্ণ কিডনি বিকলতায় প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাযার রোগী মারা যায়। যখন একজন রোগী কিডনি রোগে আক্রান্ত হয় তখন প্রায় ২শ' রোগী কিডনি অকেজো হওয়ার পথে যায়। দেশে প্রতি ২৫ লাখ লোকের জন্য একজন নেফ্রোলজিষ্ট রয়েছে, অথচ থাকা উচিত প্রতি ৫০ হাযারে একজন।

কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় বছরে দশ হাযার লোকের মৃত্যু

কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় দেশে প্রতিবছর দশ হাযার লোক মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। অসাবধানী ব্যবহার এবং সহজ প্রাপ্তির কারণে কীটনাশক মৃত্যুর হারও প্রতি বছর বাড়ছে। আর কীটনাশক বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর ঝুঁকিতে বেশী রয়েছে দেশের কৃষক পরিবারগুলো। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (নিপসম) ও সরকারের বার্ষিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক সার্ভে রিপোর্ট থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ২০০৯ সালের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ সালে দেশের ৪০০ হাসপাতালে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় ৭ হাযার ৪৩৮ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৯ বছর।

সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ বছরে নিহত ২৮ হাযার

পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর রাজধানীতে ৪৬৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ২৭৩ জন। গত ১১ বছরে সারা দেশে ৩ লাখ ১৮ হাযার সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ২৮ হাযার মানুষ। পঙ্গু হয়েছে ৮ হাযারেরও বেশী। এসব দুর্ঘটনার অধিকাংশই ঘটেছে চালকদের অদক্ষতার কারণে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন রুটের ৬ হাযার বাস-মিনিবাসের মধ্যে অর্ধেকেরও আসল ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। ট্রাফিক পুলিশকে সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে ঘুষ দিয়ে চলছে এসব বাস-মিনিবাস।

এক বছরে পুলিশ হেফাযতে ৩৫ জনের মৃত্যু

গত এক বছরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাযতে নানা নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। মানবাধিকার সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে, যত মানুষ মারা যায় সবারই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মারা গেছে, এটা ডাক্তারও বলতে পারেন না। কিন্তু পুলিশি নির্যাতনে মারা যাওয়ার পর প্রচার চালানো হয় 'হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা গেছে'।

দেশে বছরে গড়ে দেড় লাখ মানুষ ক্যান্সারে মারা যায়

বাংলাদেশে বছরে গড়ে দেড় লাখ মানুষ ক্যান্সারে মারা যায়। বর্তমানে দেশে দশ লাখ লোক ক্যান্সার রোগে ভুগছে। এর মধ্যে নতুন করে দুই লাখ ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্সারের ওপর তিন দিনের এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মহিলাদের জরায়ু ক্যান্সার একটি সাধারণ ব্যাপার। এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ২৬ ভাগ মহিলা জরায়ু ক্যান্সারে ভুগছে। বক্তারা আরও বলেন, সচেতনতার অভাবে এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসার অভাবে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৯০ হাযার মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়, যাতে প্রায় ৯০ ভাগ মারা যায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার

তেল কিংবা পেট্রোল ছাড়া বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে হবিগঞ্জের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা। বাতাসে পাখা ঘুরলে তা থেকে অন্য একটি জেনারেটরের সাহায্যে তৈরী হবে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ দিয়ে ফ্যান ও বাতি জ্বালানো যাবে। ছোট আকারের একটি জেনারেটরের সাহায্যে নির্দ্বিধায় তৈরী করা যাবে ২০০ থেকে ২৫০ ওয়াট বিদ্যুৎ।

মহাস্থানগড়ে দেড় হাযার বছরের প্রবেশদ্বার আবিষ্কার

বগুড়ার ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে এবার খননকালে মিলেছে দেড় হাযার বছর আগের একটি প্রবেশদ্বার। সেই সঙ্গে মিলেছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাজবাড়ির একটি ভবন। প্রাচীন রাজধানী পুণ্ড্রনগরের নিদর্শনের সন্ধানে এর আগে খননকালে মহাস্থানগড় মাযারের দক্ষিণ ধারে একটি মন্দিরের স্ট্রাকচার ও রাস্তা পাওয়া গিয়েছিল। এবার পাওয়া গেছে প্রায় ৩ মিটার দীর্ঘ একটি প্রবেশদ্বার ও রাজবাড়ির ভবনের ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ও টিম লিডার ফ্রান্সের ড. জিন ফ্রাঙ্ক কইজ ধারণা করছেন, এই গেটটি দিয়ে রাজা প্রবেশ করেননি। মূলতঃ সাধারণ মানুষ অথবা শ্রমিকদের জন্য এটি ব্যবহৃত হ'ত। গেটটি ২ দশমিক ৯৫ মিটার। গেটের মেঝে ইট ও খনিজ বালি দিয়ে তৈরী। গেট আটকানো পুরাতন লোহা ও ব্রোঞ্জ পাওয়া গেছে। গেটটি আবিষ্কারের পর থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ধারণা করছেন এখানে একটি নদীবন্দর ছিল। এখানে বড় বড় নৌকা ভিড়ত। মাল খালাসের জন্য ছিল শত শত শ্রমিক। এই বন্দরকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল হাযার হাযার বছর পুরনো পুণ্ড্রবর্ধন নগর সভ্যতা।

বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিক দল যৌথভাবে মহাস্থানগড়ের খনন কাজ চালাচ্ছে কয়েক বছর ধরে। সর্বশেষ ১৮তম খনন কাজ শুরু করে গত ২৪ জানুয়ারী।

বিদেশ

ভারতে প্রতি তিনজনের একজন দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে

ভারতে প্রতি তিনজনের একজন দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। একটি বিশেষজ্ঞ গ্রুপ বলছে, ভারতে অন্তত ৩৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে। আগের হিসাবের চেয়ে এ সংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ বেশী। বিশেষজ্ঞ গ্রুপ জানায়, গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪১ দশমিক চার শতাংশের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ৪৪৭ রূপী। কেবল খাদ্য, জ্বালানী, কাপড় ও জুতা ক্রয় এবং ঘরে আলো জ্বালাতেই তাদের ঐ রূপী খরচ হয়। এছাড়া ২৫ দশমিক সাত শতাংশ গ্রামীণ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য মাসে ৫৭৮ দশমিক আট রূপী ব্যয় করে।

অনলাইন পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে চীন

চীনের ইন্টারনেট কর্তৃপক্ষ অনলাইন পর্ণোগ্রাফি বন্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ২০০৯ সালে অনলাইন অশ্লীলতা ছড়ানোর দায়ে সে দেশের সরকার ৫ হাযার ৪শ' ব্যক্তিকে আটক ও ৯ হাযার সাইট বন্ধ করে দিয়েছে। চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এক ঘোষণায় জানিয়েছে, অনলাইন অপরাধ কমাতে, সহিংসতা ও অশ্লীলতা বন্ধে চলমান শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে যাওয়া হবে। অশ্লীল সাইটগুলো ইন্টারনেট পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে, সামাজিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নষ্ট করছে, তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। তাই এসব বাজে ও উস্কানিমূলক সাইটগুলো বন্ধে চীন সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এই বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কৃত করবে বলেও মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এমনকি চীনা কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেটে অশ্লীলতা বন্ধে এক ধরনের ফিল্টার ব্যবস্থাও প্রচলন করতে চায়।

দুর্নীতির দায়ে আরও চার ব্রিটিশ এমপি ফেঁসে গেছেন

সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আরও চার ব্রিটিশ এমপিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে সাত বছরের জেল হ'তে পারে। অভিযুক্ত সরকারী তিন এমপিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হ'লেন- ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির সদস্য এলিয়ট মোর্লে, ডেভিড চেটর ও জিম ডেভাইন এবং লর্ড সভার কনজারভেটিভ দলীয় সদস্য লর্ড হ্যালিংফিল্ড ওরফে পল হোয়াইট। ব্রিটিশ থেফট অ্যাক্ট ১৯৬৮-এর অধীনে ১৭ ধারায় তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হবে। তারা মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে সরকারের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

২০০৯ সালে বিশ্বে জলদস্যুর হামলা বেড়েছে

২০০৯ সালে বিশ্বজুড়ে জলদস্যু আক্রমণের হার ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। কুয়ালালামপুরের ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিটাইম ব্যুরো এ তথ্য প্রকাশ করেছে। সমুদ্র পথে বিশ্বব্যাপী ২০০৯ সালে সংঘটিত মোট ৪০৬টি হামলার মধ্যে অর্ধেকের বেশী করেছে সোমালি জলদস্যুরা।

গত বছর বিশ্বে প্রাণ হারিয়েছেন ১১০ জন সাংবাদিক

পেশাগত দায়িত্ব পালনসহ নানা কারণে গত বছর বিশ্বে ১১০ জন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন। গত এক দশকে এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে ফিলিপাইনে। গত নভেম্বরে সন্ত্রাসীদের হামলায় সেখানে একসঙ্গে ৩২ জন সাংবাদিক নিহত হন।

যুক্তরাজ্যের স্টুডেন্ট ভিসা সাময়িক স্থগিত

যুক্তরাজ্য ১ ফেব্রুয়ারী থেকে স্টুডেন্ট ভিসা সাময়িক স্থগিত করেছে। স্থানীয় যুক্তরাজ্য হাইকমিশন থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, ইউকে বর্ডার এজেন্সির (ইউকেবিএ) ঘোষণা সাপেক্ষে ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ থেকে সাময়িকভাবে পয়েন্ট ভিত্তিক টিয়ার-৪ প্রক্রিয়ার আওতায় স্টুডেন্ট ভিসার আবেদন বন্ধ থাকবে। এই স্থগিতাদেশ ঢাকাসহ চট্টগ্রাম এবং সিলেট ভিসা আবেদন কেন্দ্রসমূহে বহাল থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এটি সাময়িক এবং ইউকেবিএ শীঘ্রই আবার টিয়ার-৪ এর আওতায় ভিসা আবেদন গ্রহণ করা শুরু করবে। আশাতিরিক্ত স্টুডেন্ট ভিসা আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউকেবিএ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ, নেপাল এবং উত্তর ভারত থেকে আপাতত টিয়ার-৪ এর আওতায় নতুন ভিসা আবেদন নেয়া হবে না। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই ঘোষণা অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ভিসা আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তরবারী গিলে বিশ্ব রেকর্ড

একসঙ্গে ১৮টি তরবারী গলধঃকরণের মাধ্যমে চাইলে হাল্টগরেল নামের অষ্ট্রেলীয় এক শিল্পী নতুন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠেছে তার। গত ৭ ফেব্রুয়ারী অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি একসঙ্গে ঐ তরবারীগুলো মুখ দিয়ে গলায় প্রবেশ করান। তরবারীগুলোর প্রতিটি ছিল ৭২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ।

বিএসএফ এক বছরে ৯৩ ও দশ বছরে ৮১৮ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে

ভারতের বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) গত এক বছরে ৯৩ জন নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। গত ১০ বছরে তারা হত্যা করেছে মোট ৮১৮ জনকে। আহত করেছে ৮৫৭ জনকে এবং অপহরণ করেছে ৮৯৭ জনকে।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা ও চাকরী ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ঘোষণা

ভারতে পশ্চিমবঙ্গে পিছিয়ে পড়া মুসলমান জনগোষ্ঠী এবং অন্য সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ জমা পড়েছিল প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের দফতরে। তিন বছর আগে এই সুপারিশ জমা পড়লেও এ ব্যাপারে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার নিজেই কার্যকর করেছে রঙ্গনাথ মিত্র কমিটির সুপারিশ। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে যে, রাজ্যে সরকারী চাকরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন থেকে মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

হাইতিকে ৫ কোটি ডলার সাহায্য দিচ্ছে সঊদী আরব

সঊদী আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয সম্প্রতি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হাইতির ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের আবেদনে সাড়া দিয়ে ৫ কোটি ডলার মানবিক সাহায্য জাতিসংঘ তহবিলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র রক্ষায় মার্কিন প্রস্তুতি

পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র যাতে জঙ্গীদের হাতে না যায়, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এলিট এ বাহিনী পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র পাহারা দেবে, একই সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র বা উপাদান কোনভাবে জঙ্গীদের হাতে গেলে তা পুনরুদ্ধার করবে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে মার্কিন বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি এবং গত দুই বছরে স্পর্শকাতর কিছু স্থাপনায় জঙ্গী হামলার ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র এ উদ্যোগ নিল। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে মার্কিন কর্মকর্তারা পাকিস্তানের কাছে তাদের উদ্বেগের কথাও জানিয়েছেন। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম টাইমস অনলাইন গত ১৭ জানুয়ারী এক প্রতিবেদনে একথা জানায়।

মার্কিন এনার্জি ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধান ও সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা রলফ মোয়াট-লারসেন বলেন, পাকিস্তানে এমন কিছু সেনাঘাঁটিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে পরমাণু অস্ত্র সংরক্ষিত আছে। ব্রাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষকদের পরিচালক অধ্যাপক শল গ্রেগরি ২০০৭ সাল থেকে পাকিস্তানে হওয়া সব হামলা নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জঙ্গীরা এখন দরজায় কড়া নাড়ছে। তবে পাকিস্তান জঙ্গীদের হামলাকৃত পাঞ্জাবের সারগোধায়, আত্তক যেলার কারমায় এবং পাঞ্জাবের ওয়াহ সেনানিবাসে পরমাণু অস্ত্র মজুদ থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

অভ্যুত্থান পরিকল্পনার দায়ে তুরস্কে ১২ সেনা কর্মকর্তার জেল

সামরিক অভ্যুত্থান পরিকল্পনার অভিযোগে তুরস্কের আদালত গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ১২ সেনা কর্মকর্তাকে জেলে পাঠিয়েছে। যে শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাদের জেলে পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে পাঁচজন এডমিরাল, একজন সেনা জেনারেল এবং ছয় জন বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা রয়েছেন। এই নিয়ে সেনাবাহিনী এবং সরকারের মধ্যে উত্তেজনা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তুরস্কের সেনাবাহিনী ধর্মনিরপেক্ষ হ'লেও ক্ষমতায় রয়েছে ইসলামপন্থী সরকার। এদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয়, এসব সেনা কর্মকর্তা কয়েক বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তায়িফ ইরোডোগান সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিল। এদিকে একই অভিযোগে সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান এবং বিশেষ বাহিনীর প্রধানসহ আরও প্রায় ৫০ জন সেনা কর্মকর্তাকে গত ২২ ফেব্রুয়ারী জেলে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃত্রিম অগ্ন্যাশয়!

যেসব শিশু ডায়াবেটিকস ১ টাইপে ভুগছে তাদের জন্য একটি সুখবর অপেক্ষা করছে। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত শিশুদের দেহে কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় সংযোজন করে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণত ডায়াবেটিকস রোগীর শরীরের রক্তে সুগারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইনসুলিন গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাদের দেহে এই কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় সংযুক্ত করে এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া সম্ভব। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, ডায়াবেটিকস টাইপ ১ একটি স্থায়ী শারীরিক শিক্ষা এবং টাইপ ১ ডায়াবেটিকস রোগীর দেহের অগ্ন্যাশয় থেকে জারক রস তৈরী হয় না। তাই তাদের দেহে কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় সংযোজন করা গেলে সুফল পাওয়া যাবে।

সূর্যের ২০ গুণ বড় কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সূর্যের চেয়েও ২০ গুণ বড় একটি কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলের সন্ধান লাভ করেছেন। এই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের সৌরজগৎ থেকে ৬০ লাখ আলোকবর্ষ দূরে ছায়াপথে অবস্থিত। চিলির মাউন্ট পারানালে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ ভিএলটির সাহায্যে এই গহ্বরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নতুন ৫টি গ্রহের সন্ধান লাভ

যাত্রা শুরু করার আট-নয় মাসের মধ্যে সফলতা পেল মহাকাশ দূরবীণ কেপলার। এটি সৌরমণ্ডলের বাইরে পাঁচটি নতুন গ্রহের খোঁজ পেয়েছে। আমাদের এ পৃথিবীর মতো ছোট আকারের গ্রহের সন্ধানেই এক বছর আগে মার্কিন গবেষণা সংস্থা 'নাসা' তৈরী করেছিল এটি। নাসা বলছে, আমাদের জানামতে এই পাঁচটি গ্রহ এতটা উত্তপ্ত যে, সেখানে জীবনধারণ অসম্ভব। বিশাল আকৃতি এবং প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে সদ্য আবিষ্কৃত এ গ্রহগুলোকে উত্তপ্ত বৃহস্পতি বলে ডাকা হচ্ছে। এ গ্রহগুলোতে উত্তাপ দু'হাযার দু'শ' থেকে তিন হাযার ডিগ্রী ফারেনহাইট, যা গলিত লাভার চেয়েও গরম বলে জানিয়েছে নাসা। তাদের কক্ষপথ তিন থেকে পাঁচ দিনের সমান। এর অর্থ হচ্ছে এগুলো সূর্যের চেয়ে গরম এবং বৃহত্তর নক্ষত্রগুলোর কাছাকাছি পথ অনুসরণ করে চলে। এ গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট গ্রহটি সৌরমণ্ডলের চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহ নেপচুনের আকারের সমান। আর সবচেয়ে বড় গ্রহটি সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির সমান।

এইচআইভির নতুন ভ্যাকসিন

আবিষ্কার হ'ল এইচআইভি সংক্রমণবিরোধী নতুন ভ্যাকসিন। এ ভ্যাকসিন এইচআইভি সংক্রমণকে ৩১.২ শতাংশ আটকাতে সক্ষম হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১৬ হাযার থাইল্যান্ডবাসীর উপর এই প্রতিষেধক টিকা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয়। নতুন এই ভ্যাকসিনটির আবিষ্কারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেশাস ডিজিজের একদল চিকিৎসাবিজ্ঞানী।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

মানুষের স্বভাবধর্ম ইসলামের দিকেই আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মনিপুর, গাযীপুর ২৮ ও ২৯ জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ গত ২৮ জানুয়ারী বিকাল ৪-টায় মনিপুর বিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানব শিশু স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে পিতামাতার কারণে সে ইহুদী, নাছারা, অগ্নি উপাসক ইত্যাদি ভ্রান্ত পথে ধাবিত হয়। কোন পথে মানুষ শান্তি খুঁজে পায় না। এজন্য এক সময় তাকে অবলীলায় ইসলামের চিরন্তন জীবনাদর্শের দিকেই ফিরে আসতে হয়। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রেখে যাওয়া পবিত্র কুরআন ও হাদীছকে যেকোন মূল্যে আঁকড়ে ধরার জন্য মানব জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তাই আমাদেরকে সবকিছু ছেড়ে সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। নইলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে না। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদশে আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও হাফেয আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কাযী আমীনুল ইসলাম মির্জাপুর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বর রফীকুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী সমাবেশ

বুড়িচং, কুমিল্লা ৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার যৌথ উদ্যোগে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ, বাহরাইন প্রবাসী মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল প্রমুখ।

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ

জলাইডাঙ্গা, রংপুর ২৫ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মিঠাপুকুর থানাধীন জলাইডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে যেলা 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন এলাকা ও শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কোমরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। প্রশিক্ষণে যেলা 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন এলাকা ও শাখা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিভিন্ন কলেজ ও মাদরাসার বিপুল সংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

ডাকবাংলা বাজার, ঝিনাইদহ ২৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ঝিনাইদহ সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী সমাবেশ

রাজশাহী ২৪ জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী (উত্তর) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মোহনপুর থানাধীন মৌগাছী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার দফতর সম্পাদক জনাব নিযামুদ্দীন, মোহনপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সহ-সভাপতি ও মুস্তাক্বীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী (উত্তর) যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নীলফামারী ২৫ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার জলঢাকা থানাধীন শৌলমারী সোনামণি কেজি স্কুলে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী যেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্জ ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ আব্দুল জলীলকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আনীসুর রহমানকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট নীলফামারী যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মুরাদনগর, কুমিল্লা ৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবীপুর শাখার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুর ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আলমগীর হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান, নবীপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাক্বছূদ প্রমুখ। উল্লেখ্য, সঊদী আরবের আল-খাবযী শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তুফায়্যল হোসাইনের সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

জলাইডাঙ্গা, রংপুর ২৫ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব রংপুর যেলার মিঠাপুকুর থানাধীন জলাইডাঙ্গায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' রংপুর যেলার উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। দ্বিতীয় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। সমাবেশে অত্র গ্রামের বিপুল সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক আত-তাহরীক-এর বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

(জানুয়ারী ২০১০ হ'তে প্রযোজ্য)

শেষ প্রচ্ছদ	১৫,০০০/= (রঙিন)
২য় প্রচ্ছদ	১২,০০০/= ,,
৩য় প্রচ্ছদ	১২,০০০/= ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬,০০০/= (সাদাকালো)
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩,৫০০/= ,,
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	২,০০০/= ,,

যোগাযোগ: বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী। ফোন- ৮৬১৩৬৫।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১)ঃ টেস্টটিউবের মাধ্যমে শিশু জন্ম দেওয়া কি বৈধ? উক্ত শিশু সমাজে কিভাবে পরিচিতি লাভ করবে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আকরাম
নাটোর।

উত্তরঃ টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হতে পারে। কেবলমাত্র স্বামীর বীর্যই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে স্ত্রীর রেহেমে দেয়ার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা থাকলে, ডাক্তার সততার সাথে তা সম্পন্ন করলে, কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নিলে এবং শারীরিক কোন সমস্যা দেখা না দিলে করা যাবে। এ অবস্থায় উক্ত সন্তান তার পিতার নামেই পরিচিত হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্ যাকে চান কন্যা আর যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান বন্ধ্যা বানান *(শূরা ৪৯-৫০)*। রোগ হ'লে আল্লাহ রোগের ঔষধও সেবন করতে বলেছেন। ফলে সাধারণভাবে কারো যদি সন্তান না হয় আর সন্তান নেয়া যদি একান্তই যরূরী হয় তাহ'লে এ পন্থা অবলম্বন করা যাবে। তবে অন্য কোন ব্যক্তির বীর্য কোনক্রমেই স্ত্রীর রেহেমে প্রবেশ করানো যাবে না।

প্রশ্ন (২/২০২)ঃ হিজড়া ছাগল কুরবানী করা বা তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল বাশার
গাছবাড়িয়া, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এরূপ ছাগল কুরবানী করা ও তার গোশ্ত খাওয়া যাবে। কারণ হিজড়া হওয়া না হওয়া হালাল হারামের মাপকাঠি নয়। ইসলামে ছাগলের গোশ্ত খাওয়া হালাল *(ছহীহ তিরমিযী হা/১৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ জনৈক খত্বীব বলেছেন, ফরয ছালাতের জন্য 'আল্লাহুম্মা বা'ইদ বায়নী' এবং নফল ছালাতের জন্য 'সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা...' ছানা পড়তে হবে। তিনি আরো বলেন, ফরয ছালাতের ছানা নফল ছালাতে এবং নফলের ছানা ফরয ছালাতে পড়া যাবে না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয অহীদুয্যামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বা'ইদ বায়নী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২)* ও 'সুবহানাকা... দু'টিই পড়েছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮১৫)*। দ্বিতীয়টির সনদে কিছু বিতর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতের নফল ছালাতে 'সুবহা-নাকা...' পাঠ করেছেন *(ছহীহ্ আবুদাঊদ হা/৭৭৫)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪)ঃ অনেক আলেমের মুখে শুনা যায়, সুন্নাত দুই প্রকার। মুওয়াক্কাদা ও গায়ের মুওয়াক্কাদা। সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা আদায় না করলে গোনাহ হয়। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীরুল ইসলাম
আইড়ামারী, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলের প্রতিটি সুন্নাতই আমলযোগ্য। তাতে নেকী আছে। অবজ্ঞা করলে গোনাহ হবে। এতে সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা বা গায়ের মুওয়াক্কাদা কোন প্রভেদ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (একাগ্রতা ও সুন্নাত অনুযায়ী যথাযথভাবে না হওয়ার কারণে) ... খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই মিলবে যাদের ফরয ইবাদতগুলো শতভাগ কবুল হয়। যেমন কারু কবুল হবে দশমাংশ, কারু তার কম ইত্যাদি... *(ছহীহ্ আবুদাঊদ হা/৭৯৬)*। তাই অন্য হাদীছে এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন ফরয ইবাদতের এই ঘাটতিগুলো তার সুন্নাত-নফল আমল সমূহের দ্বারা পূর্ণ করা হবে *(ছহীহ্ তিরমিযী হা/৪১৩; ছহীহ্ আবুদঊদ হা/৮৬৪; মিশকাত হা/১৩৩০)*। অতএব সুন্নাত ত্যাগ করলে গুনাহ্ না হলেও এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যধিক। সুতরাং সুন্নাতকে উপেক্ষা করা যাবে না।

প্রশ্ন (৫/২০৫)ঃ কুরবানীর পশু কোন্ দিকে কাত করে এবং কোন্ দিকে মাথা রেখে যবেহ করতে হবে?

-মুরসালীন
উদয়পুর উত্তর কান্দি, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে যবহ করবে। তখন যবহকারী ক্বিবলামুখী হবে *(সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১)*। উল্লেখ্য, এ সময় ক্বিবলামুখী হওয়া ও ক্বিবলামুখী করা যরূরী নয়। তবে ক্বিবলামুখী হয়ে এবং পশুকে ক্বিবলামুখী করে যবেহ্ করা উত্তম। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) ক্বিবলামুখী হয়ে যবেহ্ করাকে পসন্দ করতেন। তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ক্বিবলামুখী না করে যবেহ্ করা পশুর গোশত খাওয়াকে

অপসন্দ করতেন *(আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ্, পৃঃ ৩৪)*। অতএব বিষয়টি কেবল উত্তম আর অনুত্তমের ব্যাপার। যদি যরূরী হ'ত তাহ'লে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পষ্ট করে বলে যেতেন।

প্রশ্ন (৬/২০৬)ঃ এশার ছালাতের পর বিতর পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ পুনরায় বিতর পড়তে হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক রাতে দু'বিত্র নেই' *(ছহীহ্ তিরমিযী হা/৪৭০; ছহীহ্ আবুদাঊদ হা/১৪৩৯)*। তবে যিনি তাহাজ্জুদের ছালাত নিয়মিত আদায় করেন তিনি প্রথম রাতে বিত্র আদায় না করে তাহাজ্জুদ শেষে বিত্র আদায় করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬০)*। উল্লেখ্য, পূর্বে আদায় করা বিতরকে আরেক রাক'আত আদায়ের মাধ্যমে জোড় বানানো সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৭/২০৭)ঃ কোন্ মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়?

-মুমীনুল ইসলাম
নামাযগড়, নওগাঁ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে *(বাক্বারাহ ১৮৫; ক্বদর ১)*। অতঃপর প্রয়োজন মাফিক ২৩ বছরে নাযিল শেষ হয়েছে।

প্রশ্ন (৮/২০৮)ঃ মাঠে-ময়দানে, বনে-জঙ্গলে, রেলগাড়ী ও উড়োজাহাযে সর্বত্র উচ্চৈঃস্বরে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-ডাঃ ওমর ফারূক
তেঘরা মহেশপুর, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আযান দিয়ে ছালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের সময়ে উপস্থিত হবে তখন তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যের বড় ব্যক্তি যেন ইমামতি করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। দুইজন ব্যক্তি সফরে গেলেও তাদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ দিতেন *(বুখারী, মিশকাত ৬৮২)*। এছাড়া পাহাড়ের চূড়ায় ছাগলের রাখাল কর্তৃক একাকী আযান দিয়ে ছালাত আদায় করার ব্যাপারে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৬৫)*। অতএব প্রেক্ষিত বিবেচনায় সর্বদা আযান দেওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ জুতা-স্যান্ডেল পরে জানাযার ছালাত আদায় করা ও কবরে মাটি দেওয়া যাবে কি?

-সজিব
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬)*। তবে কবরের উপরে উঠা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*। বরং জানাযার ছালাতের সময় বিনা কারণে জুতা খুলে রাখলে অথবা খুলে তার উপর দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করার বিষয়টি ভিত্তিহীন প্রথা মাত্র।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ আমরা জানি পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬,৬৬৬টি। কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত কুরআন মজীদের আয়াত সংখ্যা ৬,২৩৬টি। কোনটি সঠিক?

-আকরাম
মেটানী মার্কেট, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা কত সে সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ জন্য আয়াত সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। কেউ হয়ত কোন এক আয়াতকে দু'আয়াত হিসাবে গণনা করেছেন আবার কেউ এক আয়াত হিসাবে গণ্য করেছেন। আয়াতের সংখ্যা যায় হোক আসল কথা হচ্ছে কুরআনের কোন অংশ বাদ না পড়া। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক। সঊদী আরবের মদীনা ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত কুরআনেও ৬২৩৬ টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ কেউ কোন এক সময়ে ৬,৬৬৬টি আয়াতের কথা বলেছিলেন তাই হয়ত সমাজে কথাটি চালু হয়েছে।

প্রশ্ন (১১/২১১)ঃ মুছল্লীর সামনে কোন ময়লা থাকলে, সিজদায় গিয়ে তা ফুঁ দিয়ে বা হাত দিয়ে সরানো যাবে কি?

-মুরসালীন
উদয়পুর উত্তর কান্দি
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ ময়লা বলতে যদি অপবিত্র কিছু থাকে তাহলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ ছালাত আদায় করার জন্য স্থান পবিত্র হওয়া শর্ত। আর অন্য কোন ময়লা বা কষ্টদায়ক কিছু থাকলে যেমন কংকর ইত্যাদি সরানো যাবে মাত্র একবার *(বুখারী হা/৩৮৫, ১২০৮; মুসলিম হা/৬২০)*। তবে ছালাত শুরু করার পূর্বেই স্থানটি দেখে নেয়া ভাল। উল্লেখ্য, কংকর সরানো যাবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৩৭৯; আবুদঊদ হা/৯৪৫)*।

প্রশ্ন (১২/২১২)ঃ যেনা ও সূদের কারণে গযব নাযিল হয়। এটা কি সত্য? আমরাতো অনেককে এই জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত থাকে অথচ তাদের প্রতি তো কোন গযব অবতীর্ণ হয় না? অনেকে সামান্য পাপে জড়িয়ে বিভিন্ন বিপদাপদে পতিত হয়। এর কারণ কী?

-আমীনুল হক
চালা বাসস্ট্যান্ড, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত পাপগুলো আযাব নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু এলাহী গযব নাযিলের বিধি এটা নয় যে, কেউ অন্যায় করার সাথে সাথে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। বরং তিনি তাকে তওবা করার অবকাশ দেন। তওবা না করলে প্রথমে ছোট ছোট আযাব দিয়ে তাকে হুঁশিয়ার করেন। এরপরেও তওবা না করলে বড় শাস্তি নাযিল করেন। এছাড়া তার জন্য আখেরাতে চূড়ান্ত শাস্তি নির্ধারিত থাকে। উল্লেখ্য যে, নেককার ব্যক্তিগণের জীবনে যে কষ্ট হয় এগুলি তাদের জন্য ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ। সেকারণ নবীগণই হ'লেন দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত মানুষ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬২)*। বিস্তারিত দেখুন: দরসে কুরআন ১২/১০ সংখ্যা জুলাই '০৯ 'এলাহী গযব নাযিলের বিধি, কারণ ও করণীয়'।

প্রশ্ন (১৩/২১৩)ঃ ফরয ছালাতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সূরা পড়া যাবে কি? যেমন ফজরের প্রথম রাক'আতে সূরা ক্বদর ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূণ পড়া। অনুরূপ এশার ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা তীন ও ২য় রাক'আতে সূরা তাকাছুর পড়া।

-আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
নোনা ম্যাটিয়াল, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সর্বদা এভাবে নির্দিষ্ট করে পড়া সুন্নাতী তরীকা নয়। নবী করীম (ছাঃ) সর্বদা এরূপ করেননি। অন্য এক হাদীছে এসেছে, তিনি একবার ফজরের দু'রাক'আতেই একই সূরা (সূরা যিলযাল) পাঠ করেছিলেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮১৬)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪)ঃ জামা'আত শেষ হওয়ার পর আগত কোন মুছল্লীর সাথে প্রথম জামা'আতের কোন মুছল্লী পুনরায় তার সাথে জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? এটা কোন্ প্রকারের ছালাত হিসাবে গণ্য হবে?

-তুহিন
বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শামিল হতে পারবে। তার জন্য দ্বিতীয় ছালাত নফল হিসাবে গণ্য হবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫৭৪; আলবানী, মিশকাত হা/১১৪৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ ছালাতে দাঁড়িয়ে বার বার দাড়ি ও মুখমণ্ডলে হাত বুলানো ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুলকানো যাবে কি?

-মামূন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিনা কারণে লাগাতার এরূপ করলে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা এর ফলে ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিঃসন্দেহে সেসব ঈমানদার মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের ছালাতে একান্তভাবে বিনয়াবনত হয়' *(মু'মিনূন ১-২)*। অতএব একান্ত প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যে করা যাবে। বারবার করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৬/২১৬)ঃ সহবাসের পরে গোসল না করে স্ত্রী ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে খাবার পাক করলে ঐ পাকানো খাদ্য খাওয়া যাবে কি?

-এনামুল হক
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ খাওয়া যাবে। নাপাক অবস্থায় থাকাটা খাদ্য নাপাক হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

প্রশ্ন (১৭/২১৭)ঃ আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির বর্ণনা কুরআন মজীদে পাওয়া যায়। কিন্তু হাওয়ার সৃষ্টির বিবরণ জানা যায় না। তাই মা হাওয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বাবুল আখতার
হালীশহর বিডিআর ক্যাম্প, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ কুরআনে মা হাওয়ার সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়নি। তবে আদম থেকেই যে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বলে দেয়া হয়েছে *(নিসা ১; রূম ২১)*। হাদীছে এসেছে, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে *(বুখারী হা/৩৩৩১)*। এর চেয়ে বেশী কিছু বর্ণিত হয়নি।

প্রশ্ন (১৮/২১৮)ঃ কত হিজরী থেকে কুরআন ও হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে?

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
গাছবাড়িয়া, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বর্তমানে আমাদের নিকট যেভাবে কুরআন লিখিত আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় সেভাবেই বহু ছাহাবীগণের স্মৃতিতে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ছিল। অনেক ছাহাবীর নিকট কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বস্তুতে লিপিবদ্ধ ছিল। প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে লিখিতভাবে যায়েদ ইবনু হারেছার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ কুরআনের প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর তা আবুবকরের নিকট। অতঃপর ওমরের নিকট। অতঃপর ওমরের মৃত্যুর পর তা উম্মুল মুমেনীন হাফছা (রাঃ)-এর হেফাযতে রাখা হয়। অতঃপর ওছমান (রাঃ) খলীফা হয়ে হাফছা (রাঃ)-এর নিকট রাখা কপিকে মূল কপি হিসাবে ধরে বেশ কিছু কপি তৈরি করেন এবং সেগুলিকে বিভিন্ন স্থানে বণ্টন করেন *(কুরতুবী ১/৪৯-৫০; বুখারী, মিশকাত হা/২২২১)*।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন তরুণ ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬৪৬)*। তাছাড়া মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আবু শাহ ইয়ামানীর জন্য হাদীছ লিখে দেবার নির্দেশ দেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬৪৯)*। অতঃপর হাদীছ সংকলনের জন্য সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ)। তবে পূর্ণাঙ্গরূপে হাদীছ সংকলন কার্য শুরু হয় আরো পরে এবং তৃতীয়

শতাব্দী হিজরী হ'ল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ এবং এ যুগেই ছহীহ বুখারী সহ কুতুবে সিত্তাহ সংকলিত হয়।

প্রশ্ন (১৯/২১৯)ঃ প্রখর রৌদ্রের কারণে ঈদের মাঠে সামিয়ানা টানানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
ক্যান্টনমেন্ট, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এর কোন দলীল নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সময়ে ঈদের ছালাত আদায় করতেন সে সময়ে আদায় করলে সামিয়ানার প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' বা সাড়ে ৬ হাত উপরে উঠার পরে এবং ঈদুল ফিতরে দুই 'নেযা' উপরে উঠলে ঈদের ছালাত শুরু করতেন *(আবুদাঊদ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৩৮)*।

প্রশ্ন (২০/২২০)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার এক নিকটাত্মীয়কে আশি হাযার টাকা ঋণ দেয় এই শর্তে যে, সে বছরে ২০ বস্তা করে ধান দিবে। যার ন্যূনতম বাজার মূল্য ৭/৮ হাযার টাকা। এভাবে টাকা ধার দিয়ে লাভ নেয়া কি শরী'আত সম্মত?

মুযাফফর রহমান
সাতক্ষীর।

উত্তরঃ এভাবে শর্তযুক্ত ধার দিয়ে লভ্যাংশ গ্রহণ করা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। এটা ব্যবসার মধ্যে পড়ে না। আর ঋণ গ্রহীতা সন্তুষ্টিতে এরূপ বিনিময় প্রদান করে না, বরং নিরূপায় হয়ে করে থাকে। এরূপ করা শারী'আত সম্মত নয় *(নিসা ২৯)*। উবাই ইবনু কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ ছাহাবী ঋণের বিনিময়ে লাভ নেওয়াকে অপসন্দ করতেন *(বায়হাক্বী ৫/৩৫০; ইরওয়া হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্ন ২১/২২১)ঃ ছালাতুত তাসবীহ পড়া যাবে কি?

-রাহেলা খাতুন
দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাতুত তাসবীহ পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছগুলি জাল। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত নেই। ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও শাফেঈ (রহঃ) ছালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে জানতেন না *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৬৩, মাসআলা নং ২৯৩)*।

প্রশ্ন (২২/২২২)ঃ আমার ৬ ভরি স্বর্ণ আছে। আমি টাকার যাকাত নিয়মিত দিই। কিন্তু কোনদিন স্বর্ণের যাকাত দিইনি। এক্ষণে এই স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি?

-সাহেলা
দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ৬ ভরি স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না। কারণ স্বর্ণের নিছাব হচ্ছে বিশ মিছক্বাল বা সাড়ে সাত ভরি *(দারাকুৎনী, ইরওয়াউল গালীল হা/৮১৫)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩)ঃ আমাদের এলাকার একজন ভদ্র হিন্দু শিক্ষক মারা গেলে হিন্দু-মুসলিম সবাই মিলে তাঁকে দাফন করে। এ ব্যাপারে শরী'আতের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ কোন অমুসলিমকে দাফন করার কেউ না থাকলে মুসলিমগণ তাকে দাফন করতে পারে। আলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে বলেন, আপনার পথভ্রষ্ট চাচা মারা গেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তাকে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ঢেকে দাও' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/৭১৭)*। তবে মুসলিম ব্যক্তির জন্য স্বেচ্ছায় সেখানে না যাওয়াই ভাল। কারণ জানাযা ও কাফন-দাফনের বিষয়টি শুধু এক মুসলিম অপর মুসলিমের প্রতি হক রাখেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৩০ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪)ঃ আমাদের দিকে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে কয়েক বছরের জন্য জমি বন্ধক রাখা হয়। এটা করা যাবে কি?

-আযীযুর রহমান
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ লাভ ভোগ করার প্রচলিত নিয়মে বন্ধক রাখা যাবে না। কারণ কর্যের লাভ ভোগ করা সূদ। ছাহাবীগণ এমন কর্য নিষেধ করতেন যা লাভ বহন করে *(বায়হাক্বী ৩/৩৪৯-৩৫০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। তবে টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া (লীজ) নেয়া জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫)ঃ প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স সহ দেশে যেসব ইসলামী বীমা আছে সেগুলো কি সূদমুক্ত?

-খালিদ
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ বীমার ধারণাটাই ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসঙ্গ। ইসলামী শরী'আতে ব্যবসা-বাণিজ্য মাত্র দু'ধরনেরঃ (১) মুশারাকা- অংশহারে ব্যবসা *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/১৪৬৮)*। (২) মুযারাবা- এক জনের অর্থ এবং অপর জনের ব্যবসা। লাভ চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে *(মুওয়াত্ত্বা, ইরওয়া হা/১৪৭০)*। বর্তমান যুগে অনেক প্রতারণাপূর্ণ বীমা ও ব্যবসা বেরিয়েছে যা থেকে বেঁচে থাকা মুমিনের কর্তব্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*। তিনি বলেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিঃসন্দেহের দিকে ধাবিত হও' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় সমূহে পতিত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২)*। প্রচলিত ইসলামী বীমা সমূহ স্পষ্টভাবে হালাল নয়, বরং সন্দেহ যুক্ত। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

প্রশ্ন (২৬/২২৬)ঃ আর-রাহীকুল মাখতূম গ্রন্থের ২৬৭ পৃঃ বলা হয়েছে, 'আমার পূর্বে এমন এক যুবককে নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে যার উম্মতের সংখ্যা আমার উম্মতের তুলনায় অধিক হবে'। এখানে যুবক বলে কোন নবীকে বুঝানো হয়েছে?

- শু'আইবুর রহমান
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত অনুবাদটি ভুল হয়েছে। বক্তব্যটি মূলতঃ মূসা (আঃ)-এর। মেরাজের সময় ৬ষ্ঠ আসমানে শেষনবীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি কেঁদে বলেছিলেন, আমার পরে এমন একজন ছেলেকে নবী করে পাঠানো হবে যার উম্মত আমার উম্মত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে ... *(আর-রাহীকুল মাখতূম, ১৩৮ (আরবী); বুখারী, হা/৩৮৮৭; মিশকাত হা/৫৮৬২)*। উক্ত নবী হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

প্রশ্ন (২৭/২২৭)ঃ বৃষ্টির কারণে আছরের ছালাত যোহরের সময়ে পড়া যাবে কি? আছরের সময়ে বৃষ্টি না থাকলে ঐ ছালাত আছরের সময় আবার আদায় করতে হবে কি?

-আবু যায়েদ
রহনপুর, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বৃষ্টির কারণে যোহর ও আছর এক সাথে আদায় করা যায়। ছাহাবীগণ বৃষ্টির কারণে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করতেন *(মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/৫৮৩, ৩/৪১ পৃঃ)*। তাছাড়া মুক্বীম অবস্থাতে বিনা ক্বছরে দু' ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করা যায় *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১২১০-১১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮)ঃ জুম'আর ছালাতের রুকূ পেলে রাক'আত হবে কি?

-আমীরুল ইসলাম
আংগার জোড়া, ঢাকা।

উত্তরঃ জুম'আর ছালাতের শেষ রাক'আতের রুকূ পেলে রাক'আত হবে। আর রুকূ না পেলে চার রাক'আত যোহরের ছালাত আদায় করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আপনি জুম'আর এক রাক'আত পেলে অপর রাক'আত মিলিয়ে নিন। তবে রুকূ না পেলে চার রাক'আত পড়ুন *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/৬২১)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯)ঃ আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না (বাক্বারাহ ২৫৮)। তাহ'লে ওমর, খালিদ, আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে আল্লাহ হেদায়াত করলেন কেন?

-মুত্ত্বালিব
চাঁদপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি তাক্বদীরের উপর নির্ভর করে এবং এটি একমাত্র আল্লাহ্‌র যিম্মায় রয়েছে। তিনি যাকে চান হেদায়াত দেন *(ক্বাছাছ ৫৬)*। উক্ত ছাহাবীগণ যালেম ছিলেন না। তাঁদের দ্বন্দ্ব ছিল ধর্ম নিয়ে। তাঁরা নিজেদেরকে সঠিক ধর্মের অধিকারী মনে করতেন।

প্রশ্ন (৩০/২৩০)ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে কি? এ অবস্থায় মারা গেলে স্থায়ী জাহান্নামী হবে কি?

-আব্দুল মতীন
বটতলা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এ সময় সে পূর্ণ মুমিন থাকে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ যেনা করে তখন ঈমান তার থেকে বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছায়ার মত হয়ে থাকে। যখন সে এ কাজ থেকে বিরত হয় তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬০)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তার ঈমান পূর্ণ থাকে না। তার জন্য ঈমানের আলো থাকে না *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪)*। এ অবস্থায় মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

প্রশ্ন (৩১/২৩১)ঃ হজ্জের সময় যে সব তাসবীহ পাঠ করা হয় সেগুলো বাড়ীতে পড়া যাবে কি? পড়া গেলে কোন সময় পড়তে হবে?

-মুমিন
চণ্ডিপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ তালবিয়াহ সহ বিশেষ কয়েকটি দো'আ ব্যতীত হজ্জের সময় বাকী যেসব দো'আ ও তাসবীহ, তাহলীল পাঠ করা হয় তা বাড়ীতেও পড়া যায়। বিশেষভাবে রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যে দো'আটি পড়া হয় তা সর্বদা পড়া যাবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৮৯২, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২৫৮১)*। অর্থাৎ 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও...

প্রশ্ন (৩২/২৩২)ঃ পিতার পাপ ছেলের উপর বর্তাবে কি?

-আব্দুল মজীদ
সাহারবাটী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ পিতার পাপ ছেলের উপর বর্তাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষ যা কর্ম করে তার ফল তার উপর বর্তায়। একজনের পাপের বোঝা অন্য জনের উপর বর্তাবে না' *(আন'আম ১৬৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সাথে আবদ্ধ *(মুদ্দাছছির ৩৮)*। তবে ছেলের উচিত পিতার ত্রুটি সংশোধন করা। যেমন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর মুশরিক পিতাকে সংশোধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩)ঃ বিভিন্ন পশু-পাখী যেমন মশা-মাছি, সাপ-ব্যাঙ ইত্যাদি সৃষ্টির রহস্য কী? এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কী?

-আব্দুছ ছামাদ
শোলমারী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কোন কিছুকেই আল্লাহ বাতিল সৃষ্টি করেননি *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। সমস্ত প্রাণীকেই আল্লাহ তাসবীহ পাঠ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সব প্রাণীর মধ্যেই মানুষের জন্য উপদেশ রয়েছে। আসমান-যমীনে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে *(ইসরা ৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সবকিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর *(যারিয়াত ৪৯)*। সবই মানুষের সেবার জন্য অনুগত করে সৃষ্টি করা হয়েছে *(লোকমান ২০)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪)ঃ জনৈক আলেম বলেন, 'আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্বা'আমানা...' মর্মে খাওয়ার পরের দো'আটি যঈফ। তাহলে ছহীহ দো'আ কী?

-নাছিরুদ্দীন
কাসিয়া পুকুর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাওয়ার পর পঠিতব্য বেশ কয়েকটি দো'আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْـهُ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্বইমনা খয়রাম মিনহু *(তিরমিযী হা/৩৪৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫)ঃ লেপের মধ্যে হাঁটুর উপর কাপড় উঠে গেলে অথবা অন্য কোন সময় হাঁটুর উপর কাপড় উঠলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-ফেরদাউস
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেসব কারণে ওযূ নষ্ট হয় হাঁটুর উপর কাপড় উঠে যাওয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(দ্রঃ মিশকাত, 'যার ফলে ওযূ ওয়াজিব হয়' অনুচ্ছেদ হা/৩০০-৩৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ খাদ্য কতদিন পর্যন্ত জমা করে রাখা যায়?

-মামূনুর রশীদ
রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মানুষ যত দিন খুশী নিজ খোরাকির খাদ্য জমা করে রাখতে পারে। রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর পরিবারে এক বছরের খাদ্য জমা করে রাখা হ'ত। তবে সমাজে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কপট উদ্দেশ্য হ'লে ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে *(মুসলিম হা/১৬০৫; মিশকাত হা/২৮৯২)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭)ঃ গান-বাজনা শুনতে পেলে নবী করীম (ছাঃ) কানে আংগুল দিতেন। একথা কি সত্য?

-ক্বামারুযযামান
উজলপুর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা সত্য। নাফে' (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর বাজনা শুনে দু'কানে আঙ্গুল দিলেন এবং রাস্তা থেকে দূরে সরে গেলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, নাফে তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম না। তখন তিনি আঙ্গুল কান থেকে সরালেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি অনুরূপ করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৮১১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৩৮)ঃ শিশুদের অসুখ হয় কেন? তারা তো নিষ্পাপ। অসুখ হয় পাপ মোচনের জন্য। তাদের তো কোন পাপ নেই।

-আব্দুল আহাদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শুধু পাপের কারণে মানুষের অসুখ-বিসুখ হয় না, বরং পরীক্ষা স্বরূপও হ'তে পারে *(বাক্বারাহ ১৫৫)*। শিশুদের অসুখের বিষয়টি পিতা-মাতার পাপ মোচনের জন্যও হ'তে পারে কিংবা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যও হ'তে পারে। আর এই পরীক্ষা ও উপদেশ পিতা-মাতা, সমাজনেতা, রাষ্ট্রনেতা, বিশ্বনেতৃবৃন্দ সকলের জন্য হ'তে পারে। সমাজের একজনের পাপে অন্যজনের ভোগান্তি হয়ে থাকে। যেমন জাপানে ও ইরাকে আমেরিকার বোমা বর্ষণের ফলে অগণিত বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিচ্ছে। চীন ও উন্নত দেশগুলির অধিক হারে শিল্প ধোঁয়া উদ্গীরণের ফলে জলবায়ু দুষিত হয়ে সাগরতীরের দেশ মালদ্বীপ, বাংলাদেশ আজ সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ কোন অন্যায় হ'তে দেখলে যদি তার প্রতিরোধ না করে, তাহ'লে আল্লাহ তার শাস্তি সকলের উপর চাপিয়ে দেন' *(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২)*।

তাছাড়া মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুছীবতে ঘেরা থাকে। কাজেই শিশু অবস্থাতেও রোগ হ'তে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একটি চতুষ্কোণ রেখা অঙ্কন করলেন এবং তার মধ্যে একটি রেখা টানলেন, যা চতুষ্কোণ অতিক্রম করে বের হয়ে গেছে। অতঃপর মধ্য রেখাটির উভয় পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা আঁকলেন এবং বললেন, মনে কর মধ্য রেখাটি মানুষ। চতুষ্কোণ তার বয়সের সীমা; যা তাকে ঘিরে রয়েছে। আর রেখার বাহিরের অংশটি তার আকাঙ্ক্ষা। আর এ সমস্ত ছোট ছোট রেখাগুলো তার বিপদ-মুছীবত, যাতে সে পতিত হ'তে পারে। যদি সে একটি বিপদ হ'তে রক্ষা পায় তবে পরবর্তী বিপদে আক্রান্ত হয়। যদি সেটা থেকেও রক্ষা পায়, তবে এর পরেরটিও আক্রান্ত হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৩৮ 'আকাংখা ও লোভ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯)ঃ টিভি চ্যানেলের ইসলামী অনুষ্ঠানের জনৈক আলোচক বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করতেন না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-অধ্যাপক জালালুদ্দীন

রাসূলপুর ফাযিল মাদরাসা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য একটি জাল হাদীছের অংশ বিশেষ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮০)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০)ঃ ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকের উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক মীলাদুন্নবীর উপর লিখতে গিয়ে সূরা আহযাব ৫৬ আয়াতের বরাতে নবীর উপর দরূদ পাঠকে ঐরূপ ফরয বলেছেন যেরূপ ছালাত ও যাকাত ফরয। (২) অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, মি'রাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহার উপরে যেতে জিব্রীল অপারগতা প্রকাশ করেন। কারণ ওটা ছিল নূরের জগত। তাই নূরুম মিন নূরিল্লাহ হিসাবে রাসূল একাই রফরফ যোগে সেখানে যান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গিয়ে জাগতিক সময়ের হিসাবে ২৭ বছর কাল যাবৎ বাক্যালাপ করেন। কথাগুলি কি ঠিক?

-আনোয়ারুল হক্ব
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে রাসূলের উপর উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই রাসূলই বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের উপর দণ্ডায়মান ঃ কলেমা, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪)*। তাছাড়া জিব্রীল নিজে এসে ছাহাবীদের মজলিসে ইসলামের ঐ পাঁচটি ফরযের কথা শিক্ষা দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। নবীর উপর দরূদ পাঠ নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ *(মিশকাত 'নবীর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ)*। তবে তা ফরয নয়। বরং যখনই রাসূলের নাম বলা হবে, বা শোনা হবে, তখনই দরূদ পাঠ করে বলবে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'। এজন্য তাঁর জন্মদিনে বিশেষভাবে ঘটা করে জন্মদিবস পালন করা বিদ'আত। এটা সুন্নাত বা ফরয হলে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর খলীফা ও ছাহাবীগণ এটা করতেন। তাঁরা যা করেননি, ধর্মের নামে কোন মুসলমান তা করলে সে বিদ'আতী ও গোনাহগার হবে।

(২) তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছনোর পর তাঁকে বায়তুল মা'মূরে উঠানো হয় এবং সেখানে তার উপর 'অহি' নাযিল হয় অতঃপর এ সময়ে তাঁকে ফরয ছালাত সহ তিনটি বস্তু প্রদান করা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬৩-৫৮৬৫)*। এগুলি সবই হয়েছে নূরের জগতে যা অদৃশ্যলোকে অবস্থিত এবং মর্ত্যলোকের সাথে যা তুলনীয় নয়। সেখানকার গায়েবী খবর যতটুকু রাসূল বলেছেন, তার বেশী বলার ক্ষমতা কারু নেই। অতএব বাড়তি সকল কথাই পরিত্যাজ্য। জানা আবশ্যক যে, রাসূল নূরের নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাটির তৈরী মানুষ। যেকথা আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন *(কাহফ ১১০)*। আল্লাহ্র হুকুম হ'লে মাটির মানুষও নূরের জগতে প্রবেশ করতে পারে। এজন্য রাসূলকে নূরের নবী বানানোর অযথা কষ্টকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১০

পরিবর্তিত তারিখ ঃ ০১ ও ০২ এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান ঃ নওদাপাড়া (ট্রাক টার্মিনাল), রাজশাহী।

উদ্বোধন ঃ ১ম দিন বাদ আছর

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০৭২১-৭৬০৫২৫, ৮৬১৩৬৫, মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭